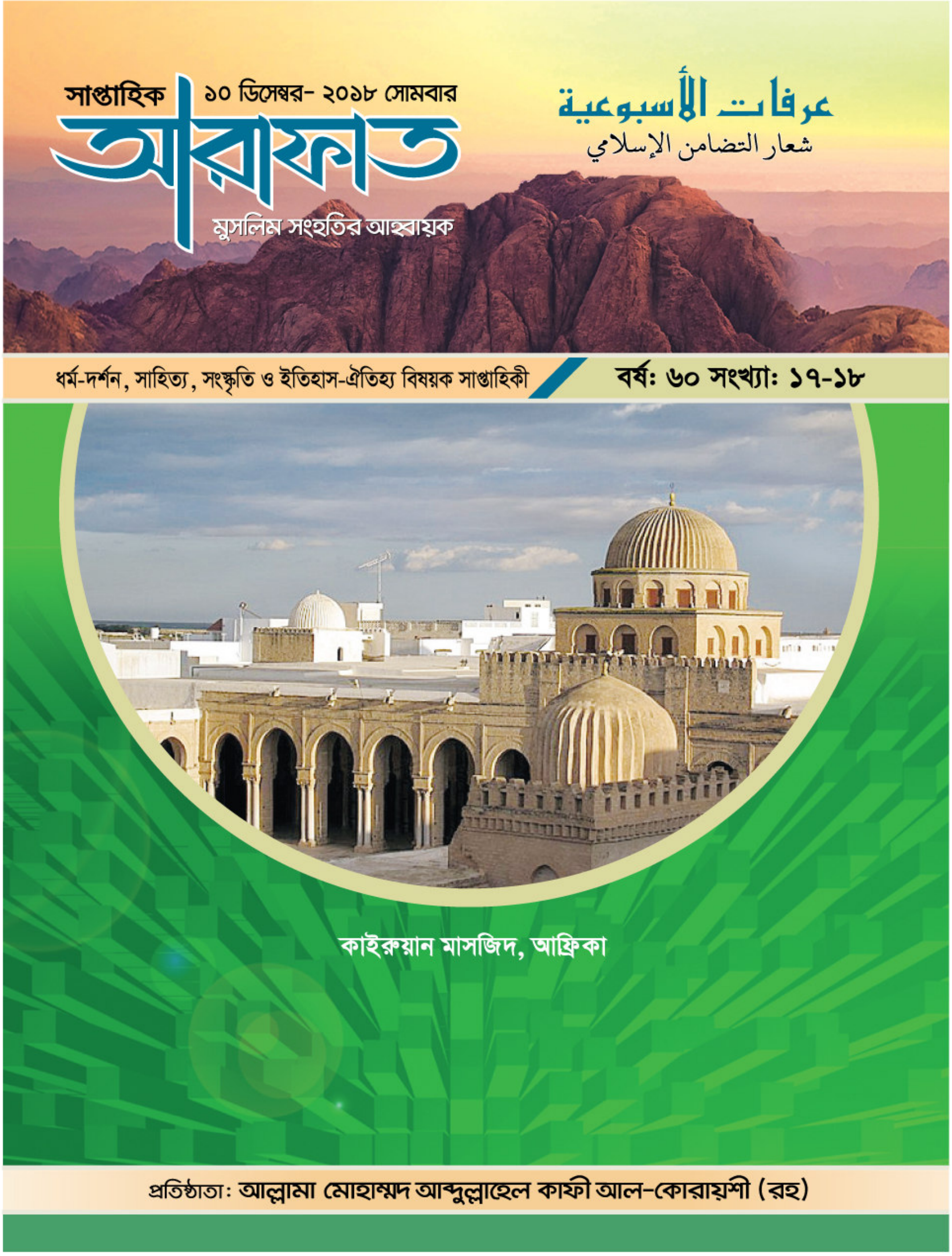
সাপ্তাহিক
১০ ডিসেম্বর- ২০১৮ সোমবার
আরাফাত
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক
عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي
ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী
বর্ষ: ৬০ সংখ্যা: ১৭-১৮
কাইরুয়ান মাসজিদ, আফ্রিকা
প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

সাপ্তাহিক | প্রতিষ্ঠাকাল – ১৯৫৭

আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহবায়ক

عرفات الأسبوعية

شعار التضامن الإسلامي

مجلة أسبوعية دينية أدبية ثقافية وتاريخية الصادرة من مكتب الجمعية

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক পত্রিকা

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

৬০ বর্ষ ॥ ১৭-১৮ সংখ্যা ॥ সোমবার
০২ জমাঃ সানি- ১৪৪০ হিজরী
২৬ অগ্রহায়ণ- ১৪২৫ বাংলা
১০ ডিসেম্বর- ২০১৮ ঈসায়ী

রেজি নং ডি. এ. ৬০
প্রকাশ মহল :
৯৮, নবাবপুর রোড
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ।

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক শাইখ মুহাম্মদ মোবারক আলী

সম্পাদক
অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

নির্বাহী সম্পাদক
শাইখ হারূন হুসাইন

সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
শাইখ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপনায়
আব্দুল্লাহ আল মামুন

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ.কে.এম. শামসুল আলম
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী
প্রফেসর এ.এইচ.এম. শামসুর রহমান
আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আওলাদ হোসেন
মোঃ রুহুল আমীন [সাবেক আইজিপি]
প্রফেসর ডা. দেওয়ান আব্দুর রহীম
অধ্যাপক মীর আব্দুল ওয়াহ্হাব লাবীব
প্রফেসর ড. আ.ব.ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী

সম্পাদনা পরিষদ
অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক
অধ্যক্ষ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযন্‌ফর
উপাধ্যক্ষ আবদুল্লাহ আল মাহমুদ
শাইখ মুহাম্মাদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত

৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক : ০১৭১১ ৫৪৭ ১২৫
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৬১ ৮৯৭ ০৭৬
সহকারী সম্পাদক : ০১৭১৬ ৯০৬ ৪৮৭
ব্যবস্থাপক : ০১৯৯৮ ৮০০ ১৩০
বিপণন : ০১৭২৪ ৬২১ ৮৬৯
অভিযোগ/পরামর্শ : ০১৭১৬ ৯০ ৬৪ ৮৭

E-mail : weeklyarafat@gmail.com
: jamiyat1946.bd@gmail.com
Website : www.jamiyat.org.bd
Phone : 02-7542434
Bkash No.: 01768-222056 (Personal)

মূল্য : ২০/- (বিশ) টাকা মাত্র ॥

عرفات أسبوعية

تصدر من مكتب جمعية أهل الحديث بنغلاديش، ٩٨ شارع نواب فور، داكا- ١١٠٠ الهاتف : ٠٢٩٥١٢٤٣٤، الجوال : ٠١٧١٣٣٢٨٢٩٨

المؤ سس : العلامة محمد عبد الله الكافى القريشي رحمه الله، الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة : الفقيد العلامة الدكتورمحمد عبد الباري رحمه الله، الرئيس الحالى لمجلس الإدارة : بروفيسر محمد مبارك علي، رئيس التحرير : الأ ستاذ الدكتورمحمد رئيس الدين.

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জেলা জমঈয়তের সুপারিশপত্রসহ প্রতি সংখ্যার জন্য **অগ্রীম ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা)** পাঠিয়ে বছরের যে কোন সময় এজেন্সি নেয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০% ও ২৬-১০০ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য দেয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা **“বাংলাদেশ জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস” সঞ্চয়ী হিসাব নং- ২৮৫৬, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, নবাবপুর শাখা, ঢাকায়** (অন-লাইনে) জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক চাঁদার হার	ষান্মাষিক চাঁদার হার
বাংলাদেশ (রেজি: ডাকমাশুলসহ)	৬০০/-	৩০০/-
পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও মায়ানমার	২৮ ইউ.এস. ডলার	১৪ ইউ.এস. ডলার
সৌদী আবর, ইরাক, ইরান, কুয়েতসহ মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহ ও সিঙ্গাপুর	৩৫ ইউ.এস. ডলার	১৫ ইউ.এস. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনাইসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহ	৩০ ইউ.এস. ডলার	১৫ ইউ.এস. ডলার
আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডসহ পশ্চিমা দেশসমূহ	৫০ ইউ.এস. ডলার	২৬ ইউ.এস. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ ইউ.এস.ডলার	২০ ইউ.এস. ডলার

দৃষ্টি আকর্ষণ

“সাপ্তাহিক আরাফাত”-এর সকল স্তরের **এজেন্ট, গ্রাহক ও শুভাকাঙ্খীদের** জানানো যাচ্ছে যে, **“সাপ্তাহিক আরাফাত”** সংশ্লিষ্ট সকলপ্রকার **আর্থিক লেনদেন–**

“দি উইকলি আরাফাত”

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি:

বংশাল শাখা (সঞ্চয়ী হি: নং- ৪০০৯১৩১০০০০১৪৩৯)

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে। অথবা **“সাপ্তাহিক আরাফাত”** অফিসের নিম্নবর্ণিত মোবাইল নম্বরে **বিকাশ** করা যাবে–

বিকাশ নম্বর (পার্সোনাল) : ০১৭৬৮ ২২২ ০৫৬।

–সম্পাদক

বি. দ্র. অর্থ প্রেরণের পর উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

সাপ্তাহিক আরাফাত : সূচীপত্র

☞ **আল কুরআনুল হাকীম :**

- **হতাশা বা নিরাশা**

  শাইখ আব্দুল্লাহ আল মামুন- ০৩

☞ **হাদীসুর রাসূল :**

- **বিধর্মীদের অনুসরণ ও অনুকরণ চরম নিন্দনীয়**

  শাইখ ‘আবদুল্লাহ আল মাহমুদ- ০৮

☞ **সম্পাদকীয়– ১০**

☞ **প্রবন্ধ :**

- **সহীহ মুসলিমের ভূমিকা এবং সালাফী অনুপ্রেরণা**

  শাইখ আব্দুর রাকীব মাদানী- ১১

- **কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সবরের ক্ষেত্রসমূহ**

  অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন- ১৫

☞ **সমাজচিন্তা :**

- **যুব সমাজের বিচ্যুতি : কারণ ও প্রতিকার**

  মূল : প্রফেসর ড. সুলাইমান আর্ রুহাইনী- ২৩

- **বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শিরক : কুরআন-হাদীসভিত্তিক পর্যালোচনা**

  মো: আব্দুল জলিল খান- ২৯

☞ **সাহাবা চরিত :**

- **আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্‌হু)’র সংক্ষিপ্ত জীবনী**

  শাইখ মো: আমীনুল ইসলাম- ৩২

☞ **ক্বাসাসুল হাদীস :**

- **‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্‌হা)-এর প্রতি মিথ্যা অপবাদ**

  গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ৩৪

☞ **জমঈয়ত সংবাদ- ৪০**

☞ **অভিমত- ৪২**

☞ **আপনার স্বাস্থ্য- ৪৩**

☞ **ফাতাওয়া ও মাসায়েল- ৪৫**

☞ **প্রচ্ছদ পরিচিতি- ৪৯**

القران الحكيم ॥ আল কুরআনুল হাকীম

হতাশা বা নিরাশা

–শাইখ আব্দুল্লাহ আল মামুন*

﴿يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾

বঙ্গানুবাদ : "হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার সহোদর ভাইয়ের অনুসন্ধান করো এবং আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হইও না। কারণ আল্লাহর রহমত হতে কেউই নিরাশ হয় না, কাফির সম্প্রদায় ব্যতীত।"[১]

শাব্দিক ব্যাখ্যা : يَا بَنِيَّ হে আমার পুত্রগণ! اذْهَبُوا তোমরা যাও فَتَحَسَّسُوا অতঃপর তোমরা অনুসন্ধান করো مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ ইউসুফ ও তার সহোদর ভাইয়েকে وَلَا تَيْأَسُوا এবং তোমরা নিরাশ হইও না مِن رَّوْحِ اللَّهِ আল্লাহর রহমত হতে إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ নিশ্চয়ই কেউই নিরাশ হয় না مِن رَّوْحِ اللَّهِ আল্লাহর রহমত হতে إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ কাফির সম্প্রদায় ব্যতীত।

আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট : এখানে আল্লাহ তা'আলা ইয়াকূব (আলাইহিস সালাম)-এর ১১ ছেলের ত্রাণ সংগ্রহে মিসর সফরকালে ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) কর্তৃক তার সহোদর ভাই বিন ইয়ামীনকে তার নিকট আটক রাখার পর তার ভাইয়েরা তাদের বৃদ্ধ পিতা ইয়াকূব (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট ফিরে আসলে তাঁর কষ্ট জর্জরিত কণ্ঠে ছেলেদের উদ্দেশ্যে তিনি যে কথা বলেছিলেন তারই বর্ণনা দিচ্ছেন।

দারসের মূল বক্তব্য : ইয়াকূব (আলাইহিস সালাম) তাঁর দুই ছেলে হারিয়েও কঠিন বিপদে হতাশ হলেন না এবং তাঁর ছেলেদেরও ধিক্কার দিলেন না বরং তিনি ধৈর্যের পরিচয় দিলেন আর তাদেরকেও হতাশ বা নিরশ হতে বারণ করলেন আর এটাই প্রত্যেক মু'মিনের উচিৎ। করণ হতাশ হওয়া কোন মু'মিনের কাজ নয় আমরা আলোচ্য আয়াতে লক্ষ্য করেছি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন–

﴿إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾

অর্থাৎ- "আল্লাহর রহমত হতে কেউই নিরাশ হয় না, কাফির সম্প্রদায় ব্যতীত।"[২]

আর আমাদের আলোচ্য বিষয়ও– "হতাশা বা নিরাশা"।

নিম্নে "হতাশা বা নিরাশা"র পরিচয়, কারণ, প্রভাব ও তা থেকে মুক্তির উপায় অতি সংক্ষেপে আলোচনা করার প্রায়াস পাব –ইন্‌শা-আল্লাহ।

হতাশা কি?

হতাশাকে ইংরেজীতে বলা হয় Depression (ডি'প্রেশন), অর্থাৎ- বিষাদগ্রস্ততা, মন-মরাভাব, দীনমনস্কতা। Frustration (ফ্রাসট্রেশান), অর্থাৎ- বিফলতা, ব্যর্থতা, নৈরশ্য, হতাশা।

যার বিশ্লেষণ– অতীতে কোন চাহিদা পূরণ না হওয়া কিংবা সাধ্যানুযায়ী চেষ্টার পরেও কাংখিত ফল না পাওয়া অথবা ভবিষ্যতে লক্ষ্যে পৌঁছার সম্ভাবনা না থাকায় মানসিকভাবে যে অস্থিরতা বা অবসাদের সৃষ্টি হয় তাকেই হতাশা বা নিরাশা বলা হয়।

হতাশা বা নিরাশার কারণ– আমরা যদি একটু মনোযোগসহ লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাব আমাদের প্রত্যেকের জীবনে কিছু না কিছু এমন ঘটনা রয়েছে যা আমদের কম-বেশী হতাশায় ভোগায়।

আর এমন কিছু কারণ নিম্নে উল্লেখ করছি–

(০১) পরকাল কেন্দ্রীক কারণ– কোন বড় ধরনের পাপ করে ফেলা, হতে পারে জীবনের অধিকাংশ সময় ধরে পাপের কাজে লেগে থাকা, হঠাৎ কোন বড় পাপে জড়িয়ে যাওয়া, পাপের রাস্তা থেকে ফিরে আসার ইচ্ছা

---

* *অফিস সেক্রেটারী- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস ও ব্যবস্থাপক- সাপ্তাহিক আরাফাত।*

[১] *সূরা ইউসুফ ১২ : ৮৭।*

[২] *সূরা ইউসুফ ১২ : ৮৭।*

থাকা সত্ত্বেও কোন প্রতিবন্ধকতার দরুন ফিরতে না পারা, পাপের পরিমাণ নিয়ে অধিক ভাবা, জাহান্নামের ভয়ে ভীত হওয়া, জান্নাত থেকে নিরাশ হওয়া, কিয়ামাতের ভয়াবহতা নিয়ে ভাবনা ইত্যাদী।

(০২) ইহকাল কেন্দ্রীক কারণ– যথা :

ক. আপনজনের বিয়োগ : হতে পারে কারো মাতা-পিতা, সন্তান, ভাই-বোন, স্ত্রী অথবা এমন কেউ, যার তার সাথে অত্মীয়তার কোন সম্পর্ক নাই অথচ যে তার পৃথিবীতে একমাত্র আপনজন অথবা অবলম্বন তার মৃত্যু হওয়া, অথবা সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া, অথবা ভুল বুঝা-বুঝি হওয়া, অথবা আপজনদের পক্ষ থেকে কষ্ট, অবহেলা, অবজ্ঞার কথা শুনা ইত্যাদি।

খ. উপার্জনে ক্ষতি সাধন : হতে পারে কারো উপার্যনের একমাত্র অবলম্বন চাকুরী চলে যাওয়া, ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া, ফল-ফসলের বাগান-ক্ষেত ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া ইত্যাদি।

ঘ. কাঙ্খিত লক্ষ্য পূরণ না হওয়া : হতে পারে পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করতে না পারা বা ফেল হওয়া, চাকুরীর ইন্টারভিউতে উত্তীর্ণ না হওয়া, চাহিদামত চাকুরী না পাওয়া, অতিকষ্টে জীবন-যাপন করা, কাঙ্খিত মেয়ের সাথে বিবাহ না হওয়া বা প্রেমে ব্যর্থ হওয়া ইত্যাদি।

ঙ. শারিরীক কারণ : যেমন- কোন জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়া, কোন দুর্ঘটনার শিকার হওয়া, প্রতিবন্ধী হওয়া ইত্যাদি।

হতাশার প্রভাব : হতাশার দরুণ একজন লোক যা খুশি করতে পারে, হতাশা– মানুষের মধ্যে থাকা সকল যোগ্যতাকে বিনষ্ট করে দিতে পারে, যার ফলে শারীরিক, মানুষিক এবং নৈতিকভবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, ইতিবাচক চিন্তা থেকে সর্বদায় নেতিবাচক চিন্তায় ডুবে থাকে যার ফলশ্রুতিতে তার নিজেকে, পরিবার, বা অন্য কাউকে নিয়ে ভাল চিন্তা করার সুযোগ সে পায় না এমনকি সে আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে পারে। এছাড়াও তার মাঝে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পরিলক্ষিত হয়। যথা- ০১. মহান আল্লাহকে দোষারোপ করা। ০২. মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় না করা। ০৩. মহান আল্লাহর উপর ভরসা না করা। ০৪. মহান আল্লাহর অবাধ্য হওয়া। ০৫. তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস না করা। ০৬. কুফ্রীর পথ বেছে নেয়া। ০৭. সংসারের প্রতি উদাসীনতা। ০৮. কারো সাথে ভাল অচরণ না করা। ০৯. মেজাজ খিটখিটে হয়ে যাওয়া। ১০. একাকীত্বকে বেছে নেয়া। ১১. অধৈর্য হওয়া। ১২. আত্মহত্যা করা ইত্যাদি।

হতাশা বা নিরাশা থেকে মুক্তির উপায় : হতাশা হতে মুক্তির জন্য প্রথমেই যে বিষয়টিকে সামনে রাখতে হবে তা হলো–

"Now The Most Importent Time."

অর্থাৎ- "এখন বা বর্তমান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়।" আপনি যদি কোন অতীত বিষয়কে কেন্দ্র করে হতাশ বা নিরাশ হয়ে থাকেন ভাল হোক বা মন্দ হোক, ইহকাল কেন্দ্রীক হোক বা পরকাল কেন্দ্রীক হোক তাহলে মনে রাখুন– যে অতীত হারিয়ে গেছে তা আপনার জীবনে আর কখনোই আসবে না তাই অতীতকে ভুলে যান, আর যদি ভবিষ্যতের কোন বিষয় নিয়ে আপনি হতাশ বা নিরাশ হয়ে থাকেন তাহলে মনে রাখতে হবে যে এখনো ভবিষ্যত আসেনি। তাই তার প্রস্তুতির জন্য বর্তমান সময়কে কাজে লাগান। তাতে আপনার দুনিয়া এবং আখিরাতের সকল কাজ সুন্দর ও সহজ হয়ে যাবে –ইন্‌শা-আল্লাহ।

সম্মানিত পাঠক! আপনি যদি উল্লিখিত কোন কারণে হতাশ বা নিরাশ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি মনে রাখবেন, আপনি একজন মু'মিন। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মু'মিনদের কম-বেশী পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের ঈমানকে আরো সুদৃঢ় করে থাকেন। এমতাবস্থায় আপনার করণীয় হলো–

০১। মহান আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া থেকে কখনো-ই নিরাশ হবেন না এবং দ্রুত পাপের কাজ হতে তাওবাহ্ করতঃ ফিরে আসুন! মহান আল্লাহর ক্ষমা ও দয়ার প্রতি আশা বা ভরসা রেখে পাপের মধ্যে কখনো-ই ডুবে থাকবেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

অর্থাৎ- "বলো : হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ− আল্লাহর রহমাত হতে নিরাশ হয়ো না, আল্লাহ সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৩]

তাওবাহ্ করে মহান আল্লাহর দিকে ফিরে আসলে তিনি বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত খুশি হন। যেমন- রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন−

«اللهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِيْنَ يَتوْبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلٰى رَاحِلَتِهِ بأَرضٍ فَلَاةٍ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ، وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فأَيِسَ مِنْهَا، فَأَتَى شَجَرَةً فاضطَجَعَ فِيْ ظِلِّهَا وقد أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنَما هُوَ كَذٰلِكَ إِذْ هُوَ بِها قائِمَةً عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخِطامِهَا، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الفَرَحِ : اَللّٰهُمَّ أَنْتَ عَبْدِيْ وأنا رَبُّكَ! أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الفَرَحِ».

অর্থাৎ- বান্দা যখন মহান আল্লাহর কাছে তাওবাহ্ করে তখন তিনি ঐ লোকের চেয়েও বেশি আনন্দিত হন, যে মরুভূমিতে নিজ সওয়ারীর উপর আরোহিত ছিল। তারপর সওয়ারীটি তার হতে হারিয়ে যায়। আর তার উপর ছিল তার খাদ্য ও পানীয়। এরপর নিরাশ হয়ে সে একটি গাছের ছায়ায় এসে আরাম করে এবং তার উটটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় হঠাৎ উটটি তার কাছে এসে দাঁড়ায়। অমনিই সে তার লাগাম ধরে ফেলে। এরপর সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে উঠে, হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা, আমি তোমার রব। আনন্দে আত্মহারা হয়ে সে ভুল করে ফেলেছে।[৪]

আল্লাহ তা'আলা বলেন−

﴿وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّوْنَ﴾

অর্থাৎ- "যারা পথভ্রষ্ট তারা ব্যতীত আর কে তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ হতে হতাশ হয়?"[৫]

[৩] *সূরা আয্ যুমার ৩৯ : ৫৩।*
[৪] *সহীহুল বুখারী- ২৭৪৭, ই: ফা: বাং, হা: ৬৭০৮, বাং ই: সে:, হা: ৬৭৬৩।*
[৫] *সূরা আল হিজ্‌র ১৫ : ৫৬।*

০২। ধৈর্য ধারণ করা : কেননা বিপদে ধৈর্য ধারণ-ই হলো সর্বোত্তম পন্থা। তা পরকালীন বিষয়ে হোক আর ইহকালীন বিষয়েই হোক। বিপদে ধৈর্য ধারণ করা নাবী-রাসূলসহ প্রকৃত মু'মিনদের একটি উত্তম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন−

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ﴾

অর্থাৎ- "নিশ্চয়ই আমি পরীক্ষা করব তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা, ধন, প্রাণ ও শস্যের ঘাটতির কোন একটি দ্বারা। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ প্রদান করো।"[৬]

আল্লাহ তা'আলা বলেন−

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا مَعَهُ مَتٰى نَصْرُ اللهِ.....﴾

অর্থাৎ- "তোমরা কি ধারণা করছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ তোমাদের পূর্ববর্তীদের মতো সংকটময় অবস্থা এখনো তোমাদের ওপর আসেনি। তাদেরকে বিপদ ও দুঃখ স্পর্শ করেছিল এবং তাদেরকে কাঁপিয়ে তোলা হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তার সাথে ঈমান আনয়নকারীরা শেষ পর্যন্ত বলেছিলেন, কখন আসবে মহান আল্লাহর সাহায্য?....."[৭]

মু'মিন কখনো বিপদে ভেঙ্গে পড়ে না বরং ধৈর্য ধারণ করে যা তার জন্য কল্যাণকর। যেমন- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন−

«عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ».

অর্থাৎ- মু'মিনের অবস্থা বিস্ময়কর। সকল কাজই তার জন্য কল্যাণকর। মু'মিন ছাড়া অন্য কেউ এ বৈশিষ্ট্য লাভ করতে পারে না। তারা সুখ-শান্তি লাভ করলে

[৬] *সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৫৫।*
[৭] *সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ২১৪।*

শুকরিয়া আদায় করে আর দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধারণ করে, প্রত্যেকটাই তার জন্য কল্যাণকর।[৮]

০৩। মহান আল্লাহর নি'আমাতের শুকরিয়া আদায় করা : আপনার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত নি'আমাতের প্রতি একটু লক্ষ্য করুন! দেখবেন আপনার শুকরিয়া আদায় সহজ হবে এবং হতাশ বা নিরাশা আপনার থেকে অনেক দূরে চলে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا.....﴾

অর্থাৎ- "তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তোমরা তাঁর নিকট যা চেয়েছ, তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না।....."[৯]

মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার মাধ্যমে তার নি'আমত আরোও বেশী পাওয়া যায়। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾

অর্থাৎ- "যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও তাহলে তোমাদেরকে অবশ্যই (আমার নি'আমত) বৃদ্ধি করে দেবো আর যদি অকৃতজ্ঞ হও তাহলে (জেনে রেখ) অবশ্যই আমার শাস্তি কঠোর।"[১০]

তাইতো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

﴿فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (الاعرف﴾

অর্থাৎ- "সুতরাং আমি যা দিলাম তা গ্রহণ করো এবং কৃতজ্ঞ হও।"

০৪। আখিরাতের বিষয়ে বেশী বেশী চিন্তা করা : আখিরাতের চিন্তা থাকলে আপনার জন্য ভাল কাজের মাধ্যমে প্রশান্তি লাভ করা অতি সহজ হবে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আপনার জন্য তা সহজ করে দিবেন। যেমন- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন–

«مَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ».

অর্থাৎ- আখিরাত যার একমাত্র চিন্তা ও লক্ষ্য আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরকে অভাবমুক্ত করে দেন এবং (তার জীবনের) এলোমেলো হওয়া কাজগুলোকে গুছিয়ে দেন এর ফলে দুনিয়া তার নিকট অতীব তুচ্ছ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে দুনিয়া যার একমাত্র চিন্তা ও লক্ষ্য আল্লাহ তা'আলা তার চোখের সামনে শুধু দারিদ্রতা-অভাব-অপূর্ণতা লাগিয়েই রাখেন এবং (তার জীবনের) কাজগুলোকে এলোমেলো করে দেন এর ফলে শত চেষ্টার পরেও তার জন্য নির্ধারিত অংশের বেশী দুনিয়ার উপভোগ্যতা লাভ করতে পারে না।[১১]

০৫। বিপদে মহান আল্লাহর ক্ষমার কথা স্মরণ করা : এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন–

«مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ، وَلَا نَصَبٍ، وَلَا سَقَمٍ، وَلَا حَزَنٍ حَتَّى الْهَمِّ يُهَمُّهُ، إِلَّا كُفِّرَ بِهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِ».

আর্থাৎ- কোন ঈমানদার ব্যক্তির এমন কোন ব্যথা-বেদনা, রোগ-ব্যাধি, দুঃখ-কষ্ট পৌঁছে না, এমনকি দুর্ভাবনা পর্যন্ত, যার প্রতিদানে তার কোন গুনাহ ক্ষমা করা হয় না।[১২]

০৬। মহান আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকা : যে বিষয়টি পাবার আশায় আপনি সময়, শ্রম, অর্থ সবকিছু দিয়ে চেষ্টা করেও অর্জন করতে পারছেন না, অথচ ভাবছেন ঐ বিষয়টি আপনার জন্য কল্যাণকর। হতে পারে মহান আল্লাহর সিদ্ধান্ত তার বিপরীত অর্থাৎ- তা আপনার জন্য অকল্যাণকর। মনে রাখতে হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আপনার জন্য যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তা আপনি নিশ্চয়ই পাবেন। আর যা

[৮] *সহীহ মুসলিম- হা: ২৯৯৯।*
[৯] *সূরা ইব্রা-হীম ১৪ : ৩৪।*
[১০] *সূরা ইব্রা-হীম ১৪ : ০৭।*
[১১] *আত তিরমিযী- হা: ২৪৬৫, ই: ফা: বাং, হা: ২৪৬৮।*
[১২] *সহীহ মুসলিম- হা: ২৫৮৩, ই: ফা: বাং, হা: ৬৩৩৪, বাং ই: সে:, হা: ৬৩৮৩।*

অপনার জন্য বরাদ্দ নেই, তা শত চেষ্টার পরেও পাবেন না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

﴿وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

অর্থাৎ- "হয়ত তোমরা কোন বিষয়কে অপছন্দ করো যা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, আবার হতে পারে তোমরা এমন বিষয়কে পছন্দ করছ যা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। মূলতঃ আল্লাহই জানেন তোমরা জানো না।[১৩]

০৭। মহান আল্লাহর সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা : হতাশার একটি বড় ঔষধ হলো মহান আল্লাহর স্মরণ বা যিক্র। মৌখিক যিক্রও হতে পারে বা যে কোন 'ইবাদতের মাধ্যমেও হতে পারে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾

অর্থাৎ- "যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়; জেনে রেখ! আল্লাহর স্মরণেই অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"[১৪]

০৮। সালাত আদায় করা : রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর একটি সভাব ছিল যখনই তিনি কোন বিষয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হতেন তখনই তিনি সালাতের মাধ্যমে প্রশান্তি লাভের চেষ্টা করতেন এবং মহান আল্লাহর নির্দেশও এমনি আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

অর্থাৎ- "হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্য্যশলীদের সাথে আছেন।"[১৫]

০৯। সততাকে সঙ্গী করা : হতে পারে সৎ লোকদের সাথী হওয়া, সৎ লোকদের জীবনী পড়া, সৎ চিন্তা বেশী করা এবং সৎ হতে চেষ্টা করা।

১০। নিজের থেকে ধনে-জনে যোগ্যতায় বা যে কোনভাবে উপরে যিনি রয়েছেন তার দিকে না তাকিয়ে যিনি নিচে আছে তার দিকে তাকানো : যেমন- একজন ধনী মৃত মানুষকে নিয়ে ভাবুন যিনি অনেক কিছু থাকা সত্ত্বেও তিনি সাথে কতটুকু নিয়ে যেতে পেরেছেন? তাই আল্লাহ তা'আলা যা দিয়েছেন তা নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করুন ও ভোগ-বিলাসিতা হতে সতর্কতা অবলম্বন করুন।

এছাড়াও হতাশামুক্ত জীবন পেতে আরোও কিছু দিক নির্দেশনা অনুসরণ করা যেতে পারে।

১১। সুযোগ বুঝে বৈধ বিনোদনে অংশ নেয়া, কোথাও ঘুরতে যাওয়া।

১২। এটা মনে রাখা যে সবার মধ্যেই কম-বেশী এমন চাহিদা আছে যা এখনো পূরণ হয়নি, এমনকি পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী মানুষটিরও।

১৩। কাজে ব্যস্ত থাকা।

১৪। নিরাশ না হয়ে এটা ভাবা আজ যা হয়নি তা আগামীকাল হবে অথবা তার চেয়ে আরো ভাল কিছু হবে –ইন্‌শা-আল্লাহ।

১৫। হাসি-খুশি থাকার চেষ্টা করা, রাগ প্রতিহত করা, অন্যকে যে কোনভাবে সাহায্য করা, অন্যের নিকট নিজের দুঃখ-কষ্টের কথা না বলে তা অপসারণের ব্যবস্থা নেয়া ইত্যাদী।

দারসের শিক্ষাসমূহ–

০১। যে কোন কাজে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার উপর আস্থা রাখা।

০২। কোন বিপদেই অস্থির বা নিরাশ না হওয়া।

০৩। পরকালকে টার্গেট রেখে পৃথিবীতে কাজ করা।

উপসংহার : অত্র দারস হতে আমরা এ সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, অতীতের দুঃখ কষ্ট ভুলে নতুনকরে বর্তমান জীবনকে বৈধভাবে উপভোগ করার চেষ্টা করা, অতীত নিয়ে হতাশ হয়ে সময় নষ্ট না করা, ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হওয়া, হাসি-খুশি থাকা, নিজ পরিবার, সৎ বন্ধু-বান্ধব ও সৎ লোকদের সাথে বেশী সময় ব্যয় করা, আত্মসমালোচনা করা ও সময়মত তাওবাহ্ করে জীবন পরিচালনা করতে পারলেই একজন হতাশাগ্রস্ত ব্যক্তি সুন্দর পুণ্যময় জীবন লাভে সক্ষম হবে –ইন্‌শা-আল্লাহ। ###

---

[১৩] *সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ২১৬।*
[১৪] *সূরা আর রা'দ ১৩ : ২৮।*
[১৫] *সূরা আল বাকারাহ্ ২ : ১৫৩।*

حديث الرسول \ nv`xmi ivmj

বিধর্মীদের অনুসরণ ও অনুকরণ চরম নিন্দনীয়

–শাইখ 'আবদুল্লাহ আল মাহমুদ*

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتّٰى لَوْ دَخَلُوْا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوْهُمْ»، قُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللهِ، الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ : «فَمَنْ».

অনুবাদ : আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : নিশ্চয় তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের আচার আচরণে বিঘতে বিঘতে এবং হাতে হাতে অনুকরণ করে চলবে। এমনকি তারা যদি গুঁইসাপের গর্তেও প্রবেশ করে তথাপিও তোমরা এতে তাদের অনুকরণ করবে। আমরা বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! এরা কি ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান? তিনি বললেন : তাহলে আর কারা?[১৬]

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)'র সংক্ষিপ্ত জীবনী : তিনি একজন মহান সাহাবী। ইসলামী শারী'আয় তিনি একজন সুবিজ্ঞ মুফতি ছিলেন। তিনি ছিলেন আনসারগণের একজন। উহূদ যুদ্ধে অংশগ্রহণের ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাঁর বয়স তখন ১৩ বছর থাকায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে যুদ্ধক্ষেত্র হতে বিরত রাখেন। তিনি খন্দক যুদ্ধে এবং বায়আতে রিযওয়ানে উপস্থিত ছিলেন। হাদীস বর্ণনায় তিনি অধিক বর্ণনাকারী সাহাবীগণের একজন। সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৪৩টি।[১৭]

হাদীসের মূলবক্তব্য : ইসলাম মহান আল্লাহর মনোনীত দ্বীন এবং বিশ্বনাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আনিত সুমহান জীবন বিধান হওয়া সত্ত্বেও মুসলিমগণ-এর কদর না করে ইয়াহূদ-খ্রিস্টানদের জীবনাদর্শ অনুকরণ করার নিন্দনীয় স্বভাবে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি আলোচ্য হাদীসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। মুসলিমগণ যেন ইসলামী জীবনাচরণ সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করে হাদীসের মূল চাওয়া এটাই।

হাদীসের ব্যাখ্যা :

«لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ».

"নিশ্চয় তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের অনুকরণ করে চলবে।"

হাদীসের এই অংশে মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর একটি ধ্রুব সত্য ভবিষ্যত বাণী ফুটে উঠেছে। আর তা হলো, মুসলিমগণ ইসলামী নিয়ম-বিধান প্রতিপালনে এতটা উদাসীন হবে যে, এর বিপরীতে ইয়াহূদ ও খ্রিস্টান জাতির অন্ধ অনুকরণে আনন্দচিত্তে মেতে উঠবে এবং শক্তভাবে সেসবে তারা প্রবৃত্ত হবে।[১৮]

ইবনু বাত্তাল বলেন, নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর উম্মাত নবোদ্ভাবিত বিষয়াদিতে এবং প্রবৃত্তি তাড়িত গর্হিত কর্মে লিপ্ত হবে যেমনটি পূর্ববর্তী উম্মাতরা করেছে।[১৯]

অথচ মু'মিনদের জন্য অত্যাবশ্যক হলো আল্লাহ প্রদত্ত শরী'আতকে আঁকড়ে ধরা। পূর্ববর্তী নেক্কার মু'মিনগণের পথে অনুগমন করা। অপরদিকে কুফ্ফারদের সাদৃশ্যকরণ পরত্যিাগ করা। ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য আন্তরিক ভালোবাসার নিদর্শন স্থাপন করা এবং কুফ্ফারদের সাথে সর্ববিধ সম্পর্কচ্ছেদ করা।

মীলাদ মাহফিল করা, কিয়াম করা, মনগড়া বিভিন্ন প্রকার দরূদ পড়া, ঈদে মীলাদুন্নাবী উদযাপন করা, কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর পরবর্তী ভোজসভার আয়োজন করা, জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী, মৃত্যুবার্ষিকী এসব কিছু ইসলামী শারী'আত বিরোধী।

মু'মিনদের জন্য কোনক্রমেই শারী'আর নীতিমালার বাইরে যাওয়ার অনুমোদন নেই। শারী'আর আলোকেই তাকে জীবন-যাপন করতে হবে। নিজ খেয়াল-খুশী কিংবা অন্য কারো চিন্তাধারা ও মতাদর্শ মোতাবেক চলার কোনই সুযোগ নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلٰى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۞ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوْا عَنكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِيْنَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ﴾

* **উপাধ্যক্ষ-** *শরীফবাগ ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসা ও* ***যুগ্ম: সেক্রেটারী জেনারেল-*** *বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।*

[১৬] *সহীহুল বুখারী- হা: ৬৭০৮, মা: শা:, হা: ৭৩২০ সহীহ মুসলিম- হা: ২৬৬৯, মা: শা:, হা: ৬/২৬৬৯।*

[১৭] *সিয়ারু 'আলামীন নুবালা লিয যাহাবী- পৃ: ১৭২।*

[১৮] *সহীহ মুসলিম শারহু লিন নাবাবী- ২/৩৩৯ পৃ:।*

[১৯] *ফাতহুল বারী- হা: ৬৬৮৯, পৃ: ৩১৪।*

"এরপর আমি আপনাকে রেখেছি ধর্মের এক বিশেষ শারী'আতের উপর। অতএব, আপনি এর অনুসরণ করুন এবং অজ্ঞানদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না। আল্লাহর সামনে তারা আপনার কোন উপকারে আসবে না। যালিমরা একে অপরের বন্ধু। আর আল্লাহ পরহেযগারদের বন্ধু।"[২০]

«شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا».

"বিঘতে বিঘতে এবং হাতে হাতে।"

শারী'আতের বিধান লঙ্ঘনে এবং ইয়াহূদ ও খ্রিস্টানদের অনুকরণের বৃহৎ ক্ষুদ্র কোন অংশেই মুসলিমগণ বাদ দিবে না। কাযী ইয়ায (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন, এই হাদীসে বিঘতে বিঘতে ও হাতে হাতে বলে তুলনা দেয়া হয়েছে ইসলামী শারী'আতে যা নিষেধ করেছে ও নিন্দনীয় বলেছে এসব কিছুতে মুসলিমগণের অনুকরণ করাকে।[২১]

«حَتّٰى لَوْ دَخَلُوْا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوْهُمْ».

"এমনকি তারা যদি গুঁইসাপের গর্তেও প্রবেশ করে তথাপিও তোমরা এতে তাদের অনুকরণ করবে।"

হাদীসে সিংহ বা বাঘের তুলনার চেয়ে গুঁইসাপের গর্তের তুলনা দিয়ে বুঝানো হয়েছে, যেকোন ধরনের কাজেই তোমরা ইয়াহূদ ও খ্রিস্টানদের অনুসরণ করবে। গুঁইসাপের সংকীর্ণ ও সরু গর্তের তুলনা দেয়ার মধ্যে এটাই স্পষ্ট যে, এহেন ক্ষুদ্র ও হীন কাজ থাকবে না যাতে মুসলিমগণ ইয়াহূদ ও খ্রিস্টানদের অনুকরণ করবে না।

قُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللهِ، الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى؟ قَالَ : «فَمَنْ».

"আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এরা কি ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান? তিনি বললেন : তাহলে আর কারা?"

অবশ্য সহীহুল বুখারী'র অপর বর্ণনায় রোম ও পারস্যের কথা বলা হয়েছে। তথাপিও এর অর্থ ইয়াহূদ ও খ্রিস্টানই হবে। কারণ রোমকরা ছিল খ্রিস্টান এবং পারস্যবাসীদের একটা বিশেষ অংশ ছিল ইয়াহূদ।

হাদীসের বাস্তবচিত্র : আল্লাহ প্রদত্ত মহান শারী'আত থেকে সরে এসে মুসলিমগণ এখন পাশ্চাত্যের ইয়াহূদ-নাসারাদের আদর্শকে মযবুতভাবে ধারণ করেছে। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে অবাধ যৌনাচার, উলঙ্গপনা, মদ-জুয়া, লটারী, খুন-খারাবীসহ সর্বপ্রকার পাপাচারে তারা আজ আসক্ত। ধর্মীয় জীবনেও মুসলিমগণ নিজেদের ধর্মে বাড়িয়ে কমিয়ে ও বিকৃত করে এক জগাখিচুরী অবস্থা সৃষ্টি করেছে। মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্ম দিনকে ঈদ উৎসব হিসেবে পালনে মেতে উঠেছে। অথচ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজের কিংবা পূর্ববর্তী কোন নাবী রাসূলের জন্ম কিংবা মৃত্যু দিন পালন করেননি। ধর্মের নামে নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্ম ঈদ বা মীলাদ অনুষ্ঠান করা নিকৃষ্ট বিদ'আত। শারী'আতে এর কোন ভিত্তি নেই। তা হলো ইয়াহূদ ও নাসারাদের অনুকরণ ও অনুসরণ।[২২]

সাহাবীগণ বা পরবর্তী সালাফগণ এমনটি করেননি। ফলত, মুসলিমদের একটা বড় অংশ জীবনাচার ও ধর্মীয় বিধান পালনে বিধর্মীদের অন্ধ অনুসারী হয়ে পড়েছে। এতে তারা হুকুমগতভাবে বিধর্মীদের মধ্যেই শামিল হয়ে পড়েছে। মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

«مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ».

"যে ব্যক্তি অন্য কোন জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে।"[২৩]

হাদীসের শিক্ষা :

১. হিদায়াতের উপর অবিচল থাকতে কুরআন ও সুন্নাহকে মযবুতভাবে ধারণ করতে হবে।

২. ব্যক্তিগত জীবনাচার ও ধর্মীয় বিধান পালনে ইসলামী শারী'আর খেলাফ করা যাবে না।

৩. আচার আচরণে বিধর্মী কুফ্ফারদের অনুকরণ ও অনুসরণ সর্বোতভাবে পরিত্যাজ্য।

৪. মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্মদিনে ঈদে মীলাদুন্নাবী পালন করা নিকৃষ্ট বিদ'আত।

সুতরাং আমাদেরকে মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী যাবতীয় শিরক ও বিদ'আত থেকে বেঁচে থাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সহায় হোন –আমীন। ###

[২০] *সূরা আল জা-সিয়াহ্ ৪৫ : ১৭-১৮।*

[২১] *ফাতহুল বারী শারহু সহীহিল বুখারী- হা: ৬৬৮৯, পৃ: ৩১৩।*

[২২] *ফাতওয়া উলামায়ে বালাদিল হারাম- শাইখ বিন বাযের ফাতওয়া, পৃ: ৩৬৫।*

[২৩] *সুনান আবূ দাঊদ- হা: ৪০৩১, মুসনাদ আহমাদ- ২/৫০।*

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ আহলে হাদীস ক্বাওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের ফাইনাল পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন

الافتتاحية

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের অশেষ ফযল ও করমে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক পরিচালিত আহলে হাদীস ক্বাওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের ২০১৮ সালের কুল্লিয়া ক্লাসের ফাইনাল পরীক্ষা অত্যন্ত সফলতার সাথে সু-সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশের আহলে হাদীস ক্বাওমী মাদরাসাসমূহের ছাত্রদের দীর্ঘদিনের দাবি ও প্রত্যাশা ছিল একটি বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে থেকে তাদের কুল্লিয়া ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। আর সে দাবি ও প্রত্যাশা দ্বিতীয় বছরের মতো পূরণ হয়েছে –আল-হামদুল্লিাহ। গত বছরও অনুরূপভাবে পরীক্ষা সু-সম্পন্ন হয়েছিল। এ বছর যেসব মাদরাসা অত্র বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পরীক্ষা দিয়েছে, আমরা আশাবাদী ভবিষ্যতে এ মাদরাসার সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে এবং ইন্‌শা-আল্লাহ– মানুষের নিকট এ বোর্ডের গ্রহণযোগ্যতা আরো বৃদ্ধি পাবে। একজন শিক্ষার্থীর জন্য সবচেয়ে বড় চাওয়া ও পাওয়া হলো তার পরীক্ষার ফলাফল যেন ন্যায় বিচারের সাথে প্রকাশিত হয়। যেখানে থাকবে না কোন প্রকার অবিচার ও দুর্নীতি। আর প্রশ্ন ফাঁসের বিড়ম্বনা থেকে যেন মুক্ত থাকে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস বাংলাদেশ আহলে হাদীস ক্বাওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড এ জাতীয় কর্মকাণ্ড থেকে অবশ্যই মুক্ত থাকবে। কেননা এ প্রতিষ্ঠান পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আদর্শবাহীদের একান্ত তত্ত্বাবধানে গঠিত হয়েছে। আমাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দিনের পর দিন এ বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে মাদরাসার সংখ্যা আরো বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

আহলে হাদীস মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড নিরপেক্ষ মেধা যাচাইয়ের একটি নির্ভরযোগ্য ও অন্যতম প্রতিষ্ঠান। আমরা এ প্রতিষ্ঠানের সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ প্রতিষ্ঠানকে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছানোর জন্য আমাদের রয়েছে কঠোর পরিশ্রম ও নিরলস প্রচেষ্টা এবং মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা। আশা করছি, কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে আমরা অবশ্যই পৌঁছাতে পারব –ইন্‌শা-আল্লাহ। তবে সময়ের দাবী অনুযায়ী আমাদেরকে বোর্ডের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য আরও কিছু বাস্তব পদক্ষেপ ও ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। যেমন- বোর্ডের মান কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছাতে হবে এবং চূড়ান্ত পরীক্ষার সনদের সরকারী স্বীকৃতি অর্জন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তবেই বোর্ডের সফলতা চূড়ান্তভাবে অর্জিত হবে।

এ বোর্ডকে তার লক্ষ্য পানে পৌঁছানোর জন্য আমাদের আরও ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। বোর্ডের জনবল কাঠামো বাড়াতে হবে। আর্থিকভাবে বোর্ডকে স্বাবলম্বী করতে হবে। সারা বাংলাদেশের আহলে হাদীস ক্বাওমী মাদরাসাগুলোকে এ বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক কথায় গণমানুষের কাছে এ বোর্ডের ম্যাসেজ পৌঁছে দিতে হবে।

এবারের কুল্লিয়া ফাইনাল পরীক্ষায় যে সকল শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে তাদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। পাশাপাশি তাদের পরীক্ষার ভাল ফলাফলেরও প্রত্যাশা করছি। তাদের ভবিষ্যত জীবন সুন্দর ও সার্থক হোক সেই কামনা করছি। সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের এ কথাও বলছি, ফলাফল যাই হোক না কেনো, তোমাদের অবশ্যই পড়াশুনায় সর্বদা নিয়োজিত থাকতে হবে। জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধশীল হতে হবে। কেননা এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : "হে নাবী! আপনি বলে দিন, যারা জানে আর যারা জানে না তারা সমান হতে পারে কি?" অবশ্যই পারে না। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন : "নিঃসন্দেহে বিদ্বান ব্যক্তিবর্গই আল্লাহকে সমীহ করে।" সুতরাং জ্ঞান অর্জনের বিকল্প কোন পথ নেই।

পরিশেষে পাঠকবর্গের প্রতি উদাত্ত আহ্বান, আসুন! আমরা বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক পরিচালিত আহলে হাদীস ক্বাওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের সার্বিক কর্মকাণ্ডকে সর্বাত্মকভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করি। বোর্ডকে স্বাবলম্বী ও সমৃদ্ধশালী বোর্ড হিসেবে গড়ে তোলার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাই। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সহায় হোন –আমীন। ###

المقالة \ ceÜ

সহীহ মুসলিমের ভূমিকা এবং সালাফী অনুপ্রেরণা

–শাইখ আব্দুর রাকীব মাদানী❖

আল-হামদুলিল্লাহ, ওয়াস্ সালাতু ওয়াস্ সালামু 'আলা রাসূলিল্লাহ, আম্মাবাদ–

সহীহ মুসলিম হাদীস গ্রন্থের মধ্যে একটি বিখ্যাত ও সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। সাধারণতঃ মুহাদ্দেসীনে কিরাম তাদের গ্রন্থের প্রারম্ভে বর্তমান নিয়মে বিশেষ কোনো ভূমিকা লেখেন না কিংবা তাদের গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় ও অনুচ্ছেদকেই ভূমিকাস্বরূপ গণনা করা হয়। কিন্তু ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহতে একটি বহুমুখী জ্ঞান সম্বলিত অতি মূল্যবান ভূমিকা প্রদান করেছেন। বর্তমানে আল্লাহ তা'আলা আমাকে জামিয়াতুল ইমাম আল বুখারী কিশানগঞ্জে সহীহ মুসলিম পড়ানোর সুযোগ করে দেন। সেই সুবাদে আমি যখন ছাত্রদের ভূমিকাটি পড়াচ্ছিলাম তখন আমার অন্তরে সেই মূল্যবান ভূমিকার একটি দিক বার বার দৃষ্টি আকর্ষন করছিল। সেটি ছিল সালাফ ও সালাফী মানহাজের কিছু আদর্শ কিছু নীতি, যা তিনি তাঁর এই ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। এ কালের সালাফীদের জন্য সেই তথ্যগুলো হতে পারে অনুপ্রেরণার কারণ, হতে পারে অন্তর প্রশান্তির খোরাক, হতে পারে মার্গদর্শক, তাই আপনাদের সম্মুখে সেই তথ্য ভাণ্ডারের কিছুটা আলোকপাত করার প্রয়াস করছি মাত্র। আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদের সঠিক জ্ঞান ও আদর্শ দান করেন এবং সেই অনুযায়ী জীবন-যাপন করার তাওফীক্ব দেন –আমীন।

১. সালাফ ও সালাফী নামের প্রামাণিকতা : ইমাম মুসলিম (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন,

وقال محمد : سمعت علي بن شقيق يقول : سمعت عبدَ الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس : دَعوا حديثَ عمرو بن ثابت فإنه كان يسبُّ السلف.

"মুহাম্মদ বলেছেন, আমি 'আলী বিন শাক্বীককে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন : আমি 'আবদুল্লাহ বিন মুবারকের নিকট শুনেছি তিনি জনসম্মুখে বলেন, তোমরা 'আম্র বিন সাবিতের হাদীস প্রত্যাখ্যান করো; কারণ সে সালাফদের গালি দিত।"[২৪]

আজ আমাদের সমাজে বহু মুসলিম ভাই আছেন যারা সালাফ বা সালাফী নাম শুনলেই আঁতকে উঠেন এবং বড় গলায় বলেন, সালাফী বলে কোনো কিছু নেই এটা নতুন নাম, এরা নতুন সম্প্রদায়; অন্যদিকে তারা বেমালুম ভুলে যায় তাদের নামের অপ্রমাণিত রহস্য। তারা এমনও বলে : এরা সালাফী নয় বরং এরা খালাফী, যা থেকে হয়তঃ আপনারা অনেকে অবগত; অথচ ইমাম মুসলিমের মতো তৃতীয় শতাব্দীর শুরুর দিকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস তাঁর সহীহ গ্রন্থের ভূমিকায় সালাফ শব্দটি উল্লেখ করছেন।

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে, সালাফ শব্দটি না হয় পাওয়া গেল কিন্তু সালাফী কিভাবে প্রমাণিত হবে? এর সহজ উত্তর হচ্ছে– যারা সালাফের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তারাই সালাফী। প্রকাশ থাকে যে, সালাফ শব্দটির বাংলা অর্থ হচ্ছে পূর্বসূরী। পূর্বসূরী বলতে কাদের বুঝায় এ নিয়ে 'আলেমগণের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সাহবাদের সালাফ বলা হয়।

উল্লেখ থাকে যে, একজন মুসলিম কিতাব ও সুন্নাহ মানতে আদিষ্ট এবং কোনো শারঈ বিষয়ে উভয়ের অবর্তমানে সেই দুই উৎসের আলোকে গবেষক 'আলেমগণের সিদ্ধান্তও গ্রহণীয়। কিন্তু কিতাব ও সুন্নাহ বুঝার ক্ষেত্রে এবং প্রকৃত স্বচ্ছ খাঁটি ঝক্‌ঝকে ইসলাম জানতে, বুঝতে এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সালাফগণই উত্তম আদর্শ ও প্রকৃত নমুনা।

এখানে আরও উল্লেখ করা ভাল মনে করছি যে, আজ-কাল মুসলিম সমাজের কিছু সম্প্রদায় সালাফ পরিভাষার বদলে 'আকাবির ও বুযুর্গ' নামী পরিভাষা আবিষ্কার করেছে এবং সালাফগণকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ না করে বর্তমান যুগের আকাবীর, বুযুর্গ এবং পীর মাশায়েখদের আদর্শ মনে করছে।

২. সালাফদের গালি দেয়া : উপরোক্ত বর্ণনায় যেমন সালাফ শব্দটির সাথে পরিচিতি লাভ হয়, তেমন একথাও স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, সালাফদের গলি-মন্দ করা নিষেধ আর যারা এমন করে তাদের হাদীস অগ্রহণীয়। বর্তমান যুগেও সালাফীগণ এই নীতিতে অবিচল যে, সাহাবীদের গালি দেওয়া ও তাদের দোষত্রুটি খোঁজা নিষেধ এবং যারা স্বয়ং গালি দেয় না কিন্তু গালিদাতাদের কোনো না কোনোরূপে সাহায্য করে তাদের সমর্থন করে তাদের থেকে সালাফীরা দূরে অবস্থান করে এবং তাদের থেকে দীন্ গ্রহণ করা নিষেধ মনে করে। আর এটাই হচ্ছে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের 'আক্বীদাহ্ তথা বিশ্বাস।

ইমাম ত্বাহাবী বলেন, "আমরা মহান আল্লাহর রাসূলের সাথীদের ভালবাসি, তাদের কারো ভালবাসায় সীমালঙ্ঘন করি না, আর না তাদের কারো থেকে নিজের সম্পর্কচ্ছেদ করি, তাদের যারা অপছন্দ করে এবং তাদের কল্যাণ বর্ণনা করে না, আমরা তাদের অপছন্দ করি, আমরা তাদের বর্ণনা

❖ *প্রভাষক ও দা'ঈ- জামেয়াতুল ইমাম আল বুখারী, কিশনগঞ্জ, ভারত।*

[২৪] *মুকাদ্দামা সহীহ মুসলিম নাওয়াভীর শারাহসহ- ১/৪৯।*

কেবল উত্তমের সাথে করে থাকি। তাদের ভালবাসা দীন্, ঈমান ও ইহসানের অংশ এবং তাদের ভাল না বাসা কুফ্র মুনাফেক্বী ও সীমালঙ্ঘনের পরিচয়।"[২৫]

মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "তোমরা আমার সাথীদের গালি দিও না, তোমরা আমার সাথীদের গালি দিও না, আল্লাহর কসম, যার হাতে আমার জীবন আছে! তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় বরাবর সোনা খরচ করে দেয় তবুও সে আমার সাহাবীর এক অঞ্জলি বা আধা অঞ্জলী খরচ করার সমান হতে পারে না।"[২৬]

তাই বর্তমান যুগের শী'আহ্ সম্প্রদায় ও তাদের যারা আদর্শ মনে করে কিংবা শী'আহ্ সমপ্রদায়ের আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে সংগঠন তৈরি করে তাদের সালাফীরা সমর্থন করে না আর না আদর্শ মনে করে। কারণ সালাফদের গালি দিলে যদি তার হাদীস অগ্রহণীয় হয়, তাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়, যেমন এই বর্ণনায় প্রমাণিত; তাহলে তাদের থেকে দীন্ শিক্ষা কি ভাবে বৈধ হতে পারে? আর কিভাবেই বা তারা মুসলিমদের আদর্শ হতে পারে?

উল্লেখ থাকে যে, বর্তমান শী'আহ্ সম্প্রদায় খলীফা আবূ বাকর, 'উমার, 'উসমান, 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা)-সহ প্রায় সকল সাহাবাদের প্রকাশ্যেই গালি দেয়, অভিশাপ দেয়, সম্পর্কচ্ছেদ (বরাআত) ঘোষণা করে; বরং এমন করাটাই তারা তাদের দীনের অংশ মনে করে। অন্যদিকে কিছু নামধারী আহলুস সুন্নাহ তাদের ভালবাসে, তাদের সাফাই গায় এবং তাদের মডেল মনে করে।

৩. হাদীস সহীহ ও য'ঈফ হওয়ার বাস্তবতা এবং য'ঈফ বর্ণনা থেকে সতর্কতা : সালাফীদের এটি একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে, তারা আহলুল হাদীসের নিয়মানুযায়ী হাদীসকে সহীহ ও য'ঈফে বিভক্ত মনে করেন এবং নিজ 'আক্বীদাহ্ ও 'আমলের ক্ষেত্রে সহীহাঈন ছাড়া অন্য সূত্রে বর্ণিত হাদীস পৌঁছালে তা যাঁচাই-বাছাই এর আওতায় মনে করেন; কারণ হাদীস সহীহ হয় আবার দুর্বলও হয়। তারা অজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে এমন মন্তব্য করেন না যে, আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-এর হাদীস কিভাবে দুর্বল হয়? সুনান ইবনু মাজাহ ও আত্ তিরিমিযী'র হাদীস কিভাবে য'ঈফ হয়? কিংবা এমন অজ্ঞতাপূর্ণ অযৌক্তিক মন্তব্য করেন না যে, আমরাই বড় আহলে হাদীস; কারণ আমরা সহীহ হাদীস মানি, হাসান হাদীসও মানি, মুরসাল হাদীসও মানি, মুনক্বাত্বা ও মুআল্লাক হাদীসও মানি। এমন মন্তব্য তাঁরাই করতে পারে, যারা হাদীসের তা সহীহ ও তা য'ঈফের জ্ঞান থেকে অজ্ঞ কিংবা মুহাদ্দিসগণের সুক্ষ্ম, গভীর এবং অক্লান্ত প্রচেষ্টার বিনিময়ে অর্জিত সহীহ হাদীসের ভাণ্ডারকে হীন দৃষ্টিতে দেখে এবং তা য'ঈফ বর্ণনার সাথে মিশ্রিত করে সুকৌশলে য'ঈফ ও দূর্বল হাদীসকে মুসলিম উম্মার মাঝে ছাড়িয়ে দিতে চায়। যারা জ্ঞাত বা অজ্ঞতা স্বরূপ এমন করে তাদের জন্য ইমাম মুসলিমের এই মুকাদ্দামা থেকে জ্ঞান নেওয়া উচিৎ এবং সহীহ ও য'ঈফ বর্ণনার মাঝে পার্থক্য করা আর সহীহ বর্ণনাকে 'আক্বীদাহ্ ও 'আমলের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং দুর্বল বর্ণনাকে প্রত্যাখ্যান করার নীতি শেখা উচিৎ।

ইমাম মুসলিম স্বীয় সনদে তাবেয়ী ইবনু সীরীন থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

«إنّ هذا العلمَ دينٌ، فانظروا عمن تأخذون دينكم».

"এই জ্ঞান (হাদীসের সূত্রের জ্ঞান) হচ্ছে দীন্, তাই তোমারা চিন্তা করো কার থেকে দীন্ গ্রহণ করছ?[২৭]

অর্থাৎ- যার তার থেকে হাদীস বর্ণনা করা যাবে না; বরং জেনে বুঝে সৎ বর্ণনাকারী কর্তৃক হাদীস বর্ণনা করা কাম্য। সৎ হলে গ্রহণীয় নচেৎ নয়।

ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন, চার প্রকার লোক থেকে 'ইল্‌ম গ্রহণ অবৈধ : বোকা যার বোকামি স্পষ্ট, নিজ প্রবৃত্তির দিকে আহ্বায়ক, যে আপসের কথা-বার্তায় মিথ্যা বলে যদিও সে হাদীসের ব্যাপারে মিথ্যুক না হয় এবং এমন সম্মানিত সৎ পরহেযগার ব্যক্তি যে নিজে বুঝে না যা সে বলে।

ইবনু সীরীনের বরাতে ইমাম মুসলিম আরও বলেন, "ইতোপূর্বে লোকেরা হাদীসের সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন না কিন্তু যখন ফিতনা প্রকাশ পেল, তখন তারা বলতেন : তোমরা তোমাদের হাদীসের সূত্রের বর্ণনা দাও (কার থেকে শুনেছ) অতঃপর দেখা যেত, বর্ণনাকারী যদি সে আহলুস্ সুন্নার অন্তর্ভুক্ত হত, তাহলে তার হাদীস নেওয়া হত। আর যদি সে বিদ'আতপন্থী হত, তাহলে তার হাদীস গ্রহণ করা হত না।"[২৮]

বুঝা গেল, হাদীসের সনদ যাঁচাই-বাছাই এর আওতায় এবং আহলুল বিদআর হাদীস প্রত্যাখ্যাত।

ইমাম মুসলিম আরও বলেন, "আর যা এমন সম্প্রদায় থেকে বর্ণিত যারা আহলুল হাদীসদের নিকট অভিযুক্ত কিংবা অধিকাংশ মুহাদ্দেসের নিকট অভিযুক্ত আমরা তাদের হাদীস লিপিবদ্ধ করব না, যেমন- 'আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফার, 'আম্র ইবনু খালিদ, 'আবদুল কুদ্দুস শামী এবং যারা এই প্রকৃতির রাবী এবং হাদীস জাল করার অভিযোগে অভিযুক্ত। অনুরূপ ঐ সকল লোকেরও হাদীস গ্রহণ করব না, যাদের অধিকাংশ হাদীস মুনকার কিংবা ভুল-ভ্রান্তিকর।"[২৯]

বুঝা গেল, জাল, মুনকার এবং য'ঈফ হাদীস অগ্রহণীয়।

[২৫] *শারহুল 'আক্বীদাহ্ আত্ ত্বাহাবিয়্যাহ্- ১/৪৬৭।*

[২৬] *সহীহ মুসলিম- অধ্যায় : ফাযাইলে সাহাবা, হা: ২৫৪০।*

[২৭] *মুকাদ্দামা সহীহ মুসলিম- ইমাম নবভীর শারহসহ- ১/৪৪।*

[২৮] *সহীহ মুসলিম- ভূমিকা, ১/৪৪।*

[২৯] *মুকাদ্দামা সহীহ মুসলিম- নাওয়াভীর শারহসহ, ১/১৬-১৭।*

ইমাম মুসলিম তাঁর সুপ্রিয় ও সুযোগ্য ছাত্রকে সম্বোধন করে বলেন, "এবং জেনে রেখ– আল্লাহ তা'আলা তোমাকে তাওফীক্ব দিন –এটা প্রত্যেক এমন ব্যক্তির উপর জরুরী, যে সহীহ ও য'ঈফ বর্ণনার মাঝে পার্থক্য বুঝে এবং সৎ ও অসৎ বর্ণনাকারী চেনে, সে যেন কেবল তার থেকেই হাদীস বর্ণনা করে যার উৎস সঠিক যার রাবী অভিযুক্ত নয় এবং যারা অভিযুক্ত আহলে বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত তাদের থেকে দূরে থাকে।[৩০]

ইমাম মুসলিম আরও বলেন, "বর্ণনাকারী যদি সৎ ও আমানতদার না হয় অতঃপর কেউ এটা জানার পরেও তার থেকে হাদীস বর্ণনা করে এবং যারা তার সম্বন্ধে অজ্ঞ তাদের সেই দোষ সম্বন্ধে না বলে, তাহলে তার এমন করাটা গুনাহ হবে, মুসলিম জনসাধারণেদের প্রতারিত করা হবে; কারণ সেই সমস্ত হাদীসের অনেকটাই বা সমস্তটাই নির্ভরযোগ্য না হওয়ার কারণে 'আমলযোগ্য নয়। বরং সবগুলোই বা অধিকাংশই মিথ্যা যার কোনো ভিত্তি নেই।"[৩১]

নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

«كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ».

অর্থ : "মানুষের মিথ্যা হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তাই বলে।"[৩২]

তিনি (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরোও বলেন, "শেষ যুগে আমার উম্মাতে এমন কিছু লোক হবে যারা তোমাদের এমন হাদীস শুনাবে যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষেরা ইতিপূর্বে শুননি।" তোমরা তাদের থেকে সাবধানে থেক।[৩৩]

ইমাম মুসলিম ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা)-এর সূত্রে একই অর্থের কয়েকটি বর্ণনা উল্লেখ করতঃ বলেছেন : ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বলেন, "আমরা আল্লাহর রাসূল হতে হাদীস বর্ণনা করতাম যখন তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করা হত না কিন্তু লোকেরা যখন ভাল-মন্দ (সঠিক ও মিথ্যার) আশ্রয় নিতে শুরু করল, তখন আমরা বিরত থাকলাম।"[৩৪]

উপরের তথ্যানুযায়ী আশা করি আমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা নেই যে, হাদীস সহীহ ও য'ঈফে বিভক্ত এবং দুর্বল বর্ণনা অগ্রহণীয় প্রত্যাখ্যাত। কিন্তু তার পরেও যদি কেউ এমন মন্তব্য করে যে, আমরা বড় হাদীস মান্যকারী কারণ আমরা সহীহ হাদীসও মানি, য'ঈফও মানি! কিংবা বলে : হাদীস কি য'ঈফ হয়? তাহলে তাদের বুঝাবে কে? জানি না এটা তাদের অজ্ঞতা না এর পিছনে রহস্য অন্য কিছু?

৪. শী'আহ্দের 'আক্বীদাহ্ খণ্ডন এবং ওয়াহীর দরজা বন্ধ হওয়ার পর পুনরায় আকাশ থেকে গায়বী আওয়াজ আসার সংশয় নিরসণ : শী'আহ্ সম্প্রদায়ের একটি অন্যতম 'আক্বীদাহ্ হচ্ছে রাজআতের প্রতি বিশ্বাস। আর এই 'আক্বীদার সারাংশ হচ্ছে মৃত্যুর পর পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসা প্রত্যাবর্তন করা। শী'আহ্ পণ্ডিত মুফীদ বলেন, ১২ ইমামে বিশ্বাসী শী'আহ্দের ঐক্যমত রয়েছে যে, বহু মৃতের পুনরায় ফিরে আসা জরুরী।[৩৫]

অবশ্য শী'আহ্ সম্প্রদায়ের রাজআতের এই 'আক্বীদাহ্টি প্রথম রাজআতের 'আক্বীদার বর্ধিত ফলস্বরূপ 'আক্বীদাহ্; নচেৎ তাদের প্রথম যুগের রাজআতের 'আক্বীদাহ্ একটু ভিন্ন। তাদের প্রথম যুগের প্রত্যাবর্তনের 'আক্বীদার বর্ণনা ও খণ্ডনই ইমাম মুসলিমের ভূমিকায় উল্লেখ হয়েছে। তারা 'আলী (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-এর মৃত্যুর পর এই বিশ্বাস রাখত যে, তিনি আকাশের মেঘে অবস্থান করছেন এবং সেখান থেকে তিনি প্রয়োজনে আওয়াজ দিতে সক্ষম। ইমাম নাব্বী তাদের এই 'আক্বীদার কথা উল্লেখ করার সময় বলেন, "এটা তাদের বাতিল এবং মহামূর্খতার একটি বিষয় যা তাদের নির্বোধ ও বেকুফ জ্ঞানকেই মানায়।"[৩৬]

ইমাম মুসলিম রাজআতে বিশ্বাসী জাবির যু'ফী নামক এক শী'আহ্ রাবীর বরাতে উল্লেখ করেন : সুফ্ইয়ান বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে শুনলাম সে জাবিরকে আল্লাহ তা'আলার এই আয়াত সম্বন্ধে (ব্যাখ্যা) জিজ্ঞাসা করল :

﴿فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾

"আমি এই স্থান থেকে সরবো না যতক্ষণে আমার পিতা আমাকে অনুমতি না দেন কিংবা আমার সম্বন্ধে আল্লাহ ফয়সালা না করেন এবং তিনিই সর্বোত্তম বিচারক।"[৩৭]

জাবির উত্তরে বলল : এর ব্যাখ্যা এখনও আসেনি। সুফ্ইয়ান বললেন, সে মিথ্যা বলেছে। তখন আমরা সুফইয়ানকে বললাম : এই কথা (এর ব্যাখ্যা এখনও আসেনি) দ্বারা সে কি বুঝাতে চেয়েছে? সুফ্ইয়ান বললেন, রাফেযীরা (শী'আরা) বলে যে, 'আলী (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) মেঘের মধ্যে আছেন, তাই আমরা তাদের সাথে বের হব না যারা তার সন্তানের সাথে বের হবে যতক্ষণে আকাশ থেকে আওয়াজদাতা আওয়াজ না দেয়। তারা এ থেকে 'আলীকে বুঝাতে চেয়েছে তিনি

[৩০] *মুকাদ্দামা সহীহ মুসলিম- ১/১৯-২০।*
[৩১] *মুকাদ্দামাহ সহীহ মুসলিম- ১/৮২-৮৩।*
[৩২] *সহীহ মুসলিম- ভূমিকা, ১/৩২।*
[৩৩] *সহীহ মুসলিম- ভূমিকা, ১/৩৬।*
[৩৪] *মুকাদ্দামাহ সহীহ মুসলিম- ১/৩৮।*
[৩৫] *আওয়াইলুল মাক্বালাত- পৃ: ৫১।*
[৩৬] *আল্ মিনহাজ- ১/৬১।*
[৩৭] *সূরা ইউসুফ/৮০।*

নাকি আকাশ থেকে ডাক দিয়ে বলবেন : তোমরা অমুকের সাথে বের হও। জাবির বলতে চায় এটাই এই আয়াতের ব্যাখ্যা। সে মিথ্যা বলেছে, মূলতঃ এটি ইউসুফ ('আলাইহিস্ সালাম)-এর ভাইদের সম্পর্কে বলা হয়েছে।[৩৮]

উক্ত হাদীসে ইমাম মুসলিম (রাহিমাহুল্লা-হ) হাদীস বর্ণনাকারী জাবির যু'ফী যে একজন অভিযুক্ত শী'আহ্ বিদ'আতী রাবী তা উল্লেখ করতে চেয়েছেন কিন্তু সাথে সাথে তার সেই 'আক্বীদাহ্ ও তাফসীরের এই বলে খণ্ডন হয়েছে যে, রাবী সুফ্ইয়ান তার এমন ব্যাখ্যাকে সে মিথ্যা বলেছে বলে উল্লেখ করেছেন। তাই জাবির যেমন প্রত্যাখ্যাত তার রাজআতের বিশ্বাসও প্রত্যাখ্যাত।

গায়বী আওয়াজ : সালাফীগণ এটা বিশ্বাস রাখেন যে, আল্লাহ তা'আলা কেবল মূসা ('আলাইহিস্ সালাম)-এর সাথে সরাসরি কথপোকথন করেছেন।[৩৯]

তাই তাঁর উপাধি হচ্ছে কালীমুল্লাহ। মহান আল্লাহর সাথে সরাসরি কথপোকথনকারী। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা সমস্ত নাবীগণের সাথে ওয়াহীর মাধ্যমে সম্বোধন করেন। আর জিবরীল ('আলাইহিস্ সালাম) সেই ওয়াহী নাবীদের পৌঁছে দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ﴾

"এটা অসম্ভব যে, আল্লাহ (সরাসরি) কোনো মানুষের সাথে কথা বলবেন! কিন্তু ওয়াহীর মাধ্যমে কিংবা পর্দার আড়ালে কিংবা ফেরেশ্তা প্রেরণ করার মাধ্যমে। অতঃপর আল্লাহর আদেশে সে যা চায় ওয়াহী করে।"[৪০]

অতঃপর সালাফীগণ বিশ্বাস রাখেন যে, শেষ নাবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মৃত্যুর সাথে সাথে ওয়াহীর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। ফেরেশ্তা জিবরীল ('আলাইহিস্ সালাম) আর কোনো মানুষের নিকট ওয়াহী নিয়ে আসবেন না। আর না আল্লাহ তা'আলা আকাশ থেকে আওয়াজ দিয়ে মানুষকে সম্বোধন করবেন; কারণ এমনটির কোনো দলীল কিতাব ও সুন্নতে আসেনী। আর যেহেতু বিষয়টির সম্পর্ক 'আক্বীদার সাথে তাই তা অবশ্যই সহীহ দলীলের উপর ভিত্তিশীল। তাই বর্তমান যুগে মানুষ কোনো ওয়াহীর আশা করতে পারে না আর না কোনো গায়বী আওয়াজের প্রতি ভরসা করতে পারে কিংবা তা শরী'আর দলীল বা উপদলীল মনে করতে পারে। তবে যেমন আহলুল বিদ'আহ শী'আহ্ সম্প্রদায় এমন ঐশী আওয়াজে বিশ্বাস রাখে তথা ঐ আওয়াজের অপেক্ষা করে তেমন কিছু আহলুস সুন্নার মধ্যেও এই গায়বী আওয়াজের কথা পাওয়া যায়। মনে হয় শী'আহ্দের সেই রাজআতের 'আক্বীদার রেশ ধরেই এর সূত্রপাত ঘটেছে। (মহান আল্লাহই ভাল জানেন)

আশ্চর্য হবেন না যদি আমি উপমহাদেশে প্রচলিত প্রসিদ্ধ মাযহাবের একটি প্রসিদ্ধ বইয়ের ভূমিকা থেকে এমন গায়বী আওয়াজের উল্লেখ করি। তাতে সম্মানিত ইমামের ফযীলতে একটি স্বপ্নের উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁর বিশেষ 'ইবাদত ও রিয়াযতের সময় এমন গায়বী আওয়াজ আসে। শব্দগুলো এমন–

فَهَتَفَ هَاتِفٌ مِنْ جَانِبِ الْبَيْتِ : يَا أَبَا حَنِيفَةَ قَدْ عَرَفْتَنَا حَقَّ الْمَعْرِفَةِ وَخَدَمْتَنَا فَأَحْسَنْتَ الْخِدْمَةَ، قَدْ غَفَرْنَا لَكَ وَلِمَنْ اتَّبَعَكَ مِمَّنْ كَانَ عَلَى مَذْهَبِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"অতঃপর কাবার দিক থেকে আওয়াজদাতা আওয়াজ দিলো : হে আবূ হানীফাহ্! তুমি সত্যিকারে আমাদের মারিফাত হাসিল করেছ (চিনতে পেরেছ) এবং আমাদের উত্তমরূপে খিদমত করেছ। আমরা তোমাকে ক্ষমা করলাম এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত যারা তোমার মাযহাবে থেকে তোমার অনুসরণ করবে।"[৪১]

এ ধরনের বহু আওয়াজের কিচ্ছা আমরা আরো কিছু মুসলিম ভাইর মুখে তথা বই-পুস্তকে পাই। কোথাও ক্ববর থেকে আওয়াজ আসে, কোথাও মাযার থেকে, কোথাও আকাশ থেকে, আবার কোথাও জায়নামায থেকে।

প্রশ্ন হলো, ওয়াহী বন্ধ হওয়ার পর এই আওয়াজদাতা কে? এবং এই আওয়াজকে শরী'আয় কি আখ্যা দেওয়া হবে? ওয়াহী না অন্য কিছু? আর যাদের নিকট এই আওয়াজ আসে তাদের কি আখ্যা দেওয়া হবে? নাবী না অন্য কিছু? কারণ; ওয়াহী তো কেবল নাবীগণের প্রতি আসে। আল্লাহ তা'আলা তো সরাসরি মানুষকে সম্বোধন করেন না যেমন ইতোপূর্বে উল্লেখ হয়েছে। তাহলে বাকী থাকল ওয়াহীর মাধ্যম। আর ওয়াহী তার প্রতি হয় যিনি নাবী কিংবা রাসূল হন আর তারা তো নাবী বা রাসূল না। সত্যিকারে এই আওয়াজদাতা ও আওয়াজ প্রাপ্তের রহস্য আজব! আর নাহলে বলতেই হয় সেই শী'আহ্ সম্প্রদায়ের রাজআতের 'আক্বীদার কিয়দাংশের বহিঃপ্রকাশ, যা প্রত্যাখ্যাত।

[শেষ অংশ পরবর্তী সংখ্যায়]

[৩৮] *সহীহ মুসলিম- ভূমিকা, ১/৬২।*
[৩৯] *সূরা আন্ নিসা ৪ : ১৬৪।*
[৪০] *সূরা আশ্ শূরা- ৪২ : ৫১।*
[৪১] *আদ্দুর আল মুখতার এবং হাশিয়া ইবনু আবিদীন। রাদ্দুল মুহতার- ১/৫২।*

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সবরের ক্ষেত্রসমূহ

–অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন*

[পর্ব- ৩]

সালাফগণের সবরের কিছু নমুনা :

১. মর্যাদাবান সাহাবী আনাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-এর মা এবং অন্যতম মহিলা সাহাবী উম্মু সুলাইম রুমাইসা বিনতে মিলহান। তার জীবনীতে কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে আগমণকারী প্রত্যেক মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য বিরাট শিক্ষা রয়েছে।

মাক্কার জমিনে যখন ইসলামের সুশীতল ছায়া নামলো, তখন তিনি সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণকারীদের সাথেই ইসলাম কবূল করেন। তার স্বামী মালিক ইবনু নযরের কাছে যখন রুমাইসার ইসলাম গ্রহণের খবর পৌঁছে গেলো, তখন সে রুমাইসাকে লক্ষ্য করে বললো, তুমি কি বে-দীন হয়ে গেছ? জবাবে তিনি বললেন, মহান আল্লাহর কসম! আমি বে-দীন হইনি; বরং ইসলাম গ্রহণ করেছি। অতঃপর তিনি মালিক ইবনু নযরকে ইসলামের দা'ওয়াত দিলেন। কিন্তু সে ইসলামের দা'ওয়াত প্রত্যাখ্যান করলো। রুমাইসা ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি তার একমাত্র শিশু পুত্র আনাসকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ইসলামের ওপর প্রতিপালন করতে লাগলেন। তিনি তার আদরের পুত্রকে খেলাধুলা করানোর সময় বলতেন, বলো বাবা لا إله إلا الله, বলো বাবা, محمدا رسول الله ইত্যাদি। তার স্বামী মালিক ইবনু নযর আনাসকে শাহাদাতের কালিমা পাঠ করতে শুনে রাগান্বিত হয়ে যেত এবং রুমাইসাকে বলত, তুমি আমার পুত্রকে নষ্ট করো না। তিনি বলতেন মহান আল্লাহর কসম! আমি তাকে নষ্ট করছি না। বর্ণিত আছে যে, তার স্বামী একবার সিরিয়ার উদ্দেশ্যে বের হলে তার শত্রুরা সেখানে তাকে হত্যা করে ফেলে। এবার রুমাইসা তার শিশু পুত্রকে নিয়ে বিধবা হয়ে গেলেন। এবার তিনি তার একমাত্র শিশুকে দুধ পান করানোর সাথে ঈমান ও 'ইল্ম শিখাতে থাকলেন।

পরবর্তীতে মুসলিমগণ যখন মাদীনায় হিজরত করলেন, তখন রুমাইসাও শিশু পুত্র আনাসসহ মাদীনায় হিজরত করলেন। তখন আনাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-এর বয়স ছিলো মাত্র দশ বছর। আনাসকে নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে নিয়ে গেলেন এবং বললনে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই তো আমি আনাসকে আপনার খিদমতের জন্য নিয়ে এসেছি। আপনি তাকে গ্রহণ করুন। তিনি আনাসকে কবূল করলেন। সেদিন থেকেই আনাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) নাবীজির খিদমতে আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি একটানা দশ বছর তাঁর খিদমত করেছেন। ঐদিকে আনসারী সাহাবী আবূ ত্বালহাহ্ রুমাইসাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিলো। আবূ ত্বালহাহ্ তখন ছিলো মুশরিক। তাই তিনি আবূ ত্বালহার সাথে বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন।

আবূ ত্বালহাহ্ দ্বিতীয়বার প্রস্তাব দিলো। তিনি যখন আবূ ত্বালহার আগ্রহ দেখলেন, তখন তার কথার জবাব এভাবে দিলেন যে, তোমার মতো পুরুষের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার মতো নয়, তবে কথা হলো তুমি তো মুশরিক। আমার পক্ষে কোনো মুশরিক পুরুষের সাথে বিবাহে বসা সম্ভব নয়। আবূ ত্বালহাহ্ ধন-সম্পদের প্রলোভন দেখালো। কিন্তু তিনি বললেন, আমি তোমার ধন-সম্পদের লোভ করি না। তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ করো তাহলে ইসলামই হবে তোমার সাথে আমার বিবাহের মহর। অতঃপর রুমাইসাহ্ বললেন, হে আবূ ত্বালহাহ্! তুমি কি জানো না, তোমরা যে মা'বূদের পূজা কারো সে কারো উপকার করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না? তোমার মা'বূদকে বানানো হয়েছে কাঠের এক অংশ দিয়ে এবং অন্য অংশ চুলায় আগুন জ্বালিয়ে রান্না করা হয়েছে। কথাগুলো শুনে আবূ ত্বালহাহ্ বললেন, আচ্ছা, আমি তোমার কথায় চিন্তা-ভাবনা করে দেখব। পরবর্তীতে আবূ ত্বালহাহ্ এসে বললেন, হে রুমাইসা! তোমার কথা আমার অন্তরের গভীরে প্রবেশ করেছে। অতঃপর তিনি বললেন, أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ. অতঃপর আবূ ত্বালহার সাথে রুমাইসার বিবাহ সম্পাদিত হলো। ইসলামের ইতিহাসে এ পর্যন্ত যতো মহিলার বিবাহ হয়েছে তার মধ্যে রুমাইসার বিবাহের মহর ছিলো সর্বোচ্চ। ইসলামই ছিলো তার বিবাহের মহর। রুমাইসার অন্তর ছিলো মহান

* *সহ-সভাপতি- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।*
সম্পাদক- সাপ্তাহিক আরাফাত।

আল্লাহর ভালোবাসা, রাসূলের ভালোবাসা এবং ইসলামের ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। সেই সাথে রুমাইসা স্ত্রী হিসেবে পৃথিবীর প্রতিটি স্ত্রীর জন্যই কিয়ামত পর্যন্ত আদর্শ হয়ে থাকবেন। তিনি তার স্বামী আবূ ত্বালহার সাথে অত্যন্ত গভীর ভালোসার বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। তার স্বামীর সন্তুষ্টি অর্জনে তিনি বিন্দুমাত্র ত্রুটি করতেন না।

সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে,

اشْتَكَى ابْنٌ لِأَبِيْ طَلْحَةَ فَخَرَجَ أَبُوْ طَلْحَةَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَتُوُفِّيَ الْغُلَامُ فَهَيَّأَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ الْمَيِّتَ. وَقَالَتْ لِأَهْلِهَا : لَا يُخْبِرَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَبَا طَلْحَةَ بِوَفَاةِ ابْنِهِ فَرَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ مِنْ أَصْحَابِهِ. قَالَ : مَا فَعَلَ الْغُلَامُ؟ قَالَتْ : خَيْرُ مَا كَانَ فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِمْ عَشَاءَهُمْ فَتَعَشَّوْا وَخَرَجَ الْقَوْمُ وَقَامَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى مَا تَقُومُ إِلَيْهِ الْمَرْأَةُ فَلَمَّا كَانَ آخِرُ اللَّيْلِ قَالَتْ : يَا أَبَا طَلْحَةَ أَلَمْ تَرَ إِلَى آلِ فُلَانٍ اسْتَعَارُوْا عَارِيَةً فَتَمَتَّعُوْا بِهَا فَلَمَّا طُلِبَتْ كَأَنَّهُمْ كَرِهُوْا ذَاكَ. قَالَ : مَا أَنْصَفُوْا قَالَتْ : فَإِنَّ ابْنَكَ كَانَ عَارِيَةً مِنَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِنَّ اللهَ قَبَضَهُ فَاسْتَرْجَعَ وَحَمِدَ اللهَ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا رَآهُ قَالَ : بَارَكَ اللهُ لَكُمَا فِيْ لَيْلَتِكُمَا فَحَمَلَتْ بِعَبْدِ اللهِ فَوَلَدَتْهُ لَيْلًا وَكَرِهَتْ أَنْ تُحَنِّكَهُ حَتَّى يُحَنِّكَهُ.

আবূ ত্বালহার একটি শিশু পুত্র অসুস্থ ছিলো। আবূ ত্বালহাহ্ তখন সফরে ছিলেন। তিনি যেদিন ঘরে ফিরলেন, ঐদিনই শিশু পুত্রটি মৃত্যুবরণ করলো। রুমাইসাহ্ বাড়ির সকলকে বললেন, আমার আগে যেন আবূ ত্বালহাকে শিশুর মৃত্যু সংবাদ প্রদান না করে। আবূ ত্বালহা ঘরে প্রবেশ করে শিশুটির কথা জিজ্ঞেস করলেন। রুমাইসাহ্ বললেন, শিশুটি খুব আরামে আছে। এতে আবূ ত্বালহাহ্ মনে করলেন, অসুস্থ শিশুটি ভালো হয়ে গেছে এবং আরামে ঘুমাচ্ছে। রুমাইসাহ্ তার স্বামীকে খাবার দিলেন। অতঃপর স্বামীর জন্য সৌন্দর্য গ্রহণ করলেন। অতঃপর তার স্বামীর সাথে রাত্রি যাপন করলেন। স্বামী-স্ত্রীতে সাধারণত যা হয়ে থাকে তাই হলো। সকাল হলে রুমাইসাহ্ বললেন, হে আবূ ত্বালহাহ্ তোমার কাছে যদি অমুক গোত্রের কেউ কিছু আমানত রাখে। আর সে যদি তোমার কাছে সেই আমানত ফেরত নিতে চায়, তাহলে কি তুমি তা আটকিয়ে রাখতে পারবে? তিনি বললেন, না অবশ্যই আমানত ফিরিয়ে দিতে হবে। তখন রুমাইসাহ্ বললেন, তুমি ধৈর্যধারণ করো। তোমার পুত্র মহান আল্লাহর নিকট চলে গেছে। এই কথা শুনে তিনি মন খারাপ করে আবূ ত্বালহাহ্ সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে চলে গিয়ে রাতের ঘটনা সম্পর্কে জানালেন। নাবী কারীম (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন বললেন, بَارَكَ اللهُ لَكُمَا فِيْ لَيْلَتِكُمَا. "আল্লাহ তা'আলা আজ রাতে তোমাদের দু'জনের মধ্যে প্রচুর বরকত দান করেছেন।" অতপর রুমাইসাহ্ 'আবদুল্লাহকে গর্ভে ধারণ করলো এবং কোন এক রাতে তাকে জন্ম দিলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ'র আগেই অন্য কেউ তাকে মিষ্টিমুখ করুক এটা সে অপছন্দ করল।[৪২]

অতঃপর উম্মু সুলাইম ও আবূ ত্বালহার এই কাজে আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে অনেকগুলো সৎ পুত্র সন্তান দান করেছেন। তাদের মধ্য থেকে দশজন আল কুর'আনের হাফিয হয়েছিলেন। রুমাইসার কৃতিত্ব এখানেই শেষ নয়।

ইতিহাসের কিতাবগুলোতে লিখা হয়েছে, উম্মু সুলাইম নারীত্বের সীমার মধ্যে থেকেও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে একাধিক জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। ইসলামের প্রতি অগাধ ভালোবাসাই এর একমাত্র কারণ।

উপরোক্ত গুণাবলী তার চরিত্রের ভূষণ হওয়ার সাথে সাথে তিনি ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী ও মেধাবী মহিলা। নাবী কারীম (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে তিনি একাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে তাঁর পুত্র আনাস, ইবনু 'আব্বাস এবং অন্যান্য সাহাবীগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি প্রকৃতপক্ষেই সত্য ও ন্যায়ের একটি প্রতিষ্ঠান ছিলেন। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তার জন্য জান্নাত তৈরী করে রেখেছেন। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) থেকে মারফূ' হিসেবে বর্ণিত

[৪২]. *সহীহুল বুখারী- হা: ১২৩৯, মুসনাদ আহমাদ- হা: ১২০২৮।*

হয়েছে, নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একবার বলেছেন :

رَأَيْتُنِي دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْصَاءِ امْرَأَةِ أَبِي طَلْحَةَ.

আমি জান্নাতে প্রবেশ করে আবূ ত্বালহার স্ত্রী রুমাইসাকে দেখতে পেয়েছি।[৪৩]

২. 'উরওয়াহ ইবনু যুবাইরের সবর : বর্ণিত হয়েছে যে, 'উরওয়াহ ইবনু যুবায়র একবার ওয়ালীদ ইবনু 'আবদুল মালিকের কাছে যাচ্ছিলেন। মাদীনার "ওয়াদীউল কুরা" নামক জায়গায় যাওয়ার পর তিনি বাম পায়ে ব্যথা অনুভব করলেন। অতঃপর পায়ে ঘা হয়ে গেলো। এ সফরে তিনি সাথীদের সাথে বাহনে আরোহী অবস্থায় ছিলেন। সাথীরা তাকে পালকীতে উঠিয়ে নিতে চাইল। তিনি পালকীতে উঠতে অস্বীকার করলেন। অতঃপর লোকেরা তাকে জোর করে পালকীতে উঠিয়ে পালকীটি উটের পিঠে রেখে দিলো। ইতোপূর্বে তিনি আর কখনো পালকীতে উঠেননি।

তার পায়ের ব্যথা বাড়তে লাগলো। অতঃপর তিনি ওয়ালীদের রাজদরারে গিয়ে পৌঁছালেন। উমাইয়া খলীফা ওয়ালীদ ইবনু 'আবদুল মালিক তার অবস্থা দেখে ডাক্তার ডাকলেন। ডাক্তারগণ বললেন, তার পা কেটে ফেলা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। ওয়ালীদ বললেন, হে আবূ 'আবদুল্লাহ! আপনি পা কেটে ফেলুন। অন্যথায় ঘা শরীরের ওপরে উঠে যাবে। তিনি এতে সম্মতি দিলেন। ডাক্তাররা বলল, কাটার ব্যথা থেকে বাঁচার জন্য নেশাযুক্ত কিছু পান করে তাকে অজ্ঞান করা হোক। 'উরওয়াহ্ ডাক্তারকে বললেন, আপনাদের কাজ আপনারা করুন। কোনা মানুষ এমন কিছু পান করতে পারে না, যা তার জ্ঞান বিলুপ্ত করে দেয়। আমি কিছু পান করে অজ্ঞান হতে প্রস্তুত নই।

অতঃপর তার বাম পায়ে করাত লাগিয়ে হাঁটু পর্যন্ত কেটে ফেলা হলো। তিনি ব্যথায় সামান্য উহ্ ছাড়া আর কোনো শব্দ উচ্চারণ করেননি। উপস্থিত লোকদের বর্ণনা মতে, 'উরওয়াকে সেদিন পা কাটার সময় কোনো রকম নড়াচড়া করতে দেখা যায়নি। ওয়ালীদ বলেন, আমি 'উরওয়ার মতো ধৈর্যশীল বৃদ্ধ কখনো দেখিনি।

ঐ সফরেই 'উরওয়ার পুত্র মুহাম্মাদ রাতের বেলা উট, গাধা-খচ্চর, ঘোড়া ইত্যাদি বাধার স্থানে পেশাব করতে গেলে একটি খচ্চর তাকে সজোরে লাথি মারলো। এতে সে নিহত হয়। আর মুহাম্মাদ ছিলো 'উরওয়ার সবচেয়ে প্রিয় ছেলে। তিনি এসব মুসীবতে পতিত হওয়া সত্ত্বেও সেই সফরে কোনো রকম দুঃখ প্রকাশ করেননি। ফেরার পথে মাদীনার নিকটবর্তী "ওয়াদীউল কুরায়" এসে শুধু বললেন,

﴿لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا﴾

"আমরা তো এসফরে কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।"[৪৪]

এরপর তিনি বলতে লাগলেনঃ

اَللّٰهُمَّ كَانَ لِي بَنُونٌ سَبْعَةٌ فَأَخَذْتَ وَاحِدًا وَأَبْقَيْتَ لِي سِتَّةً وَكَانَ لِي أَطْرَافٌ أَرْبَعَةٌ فَأَخَذْتَ طَرْفًا وَأَبْقَيْتَ ثَلَاثَةً وَلَئِنِ ابْتَلَيْتَ لَقَدْ عَافَيْتَ وَلَئِنْ أَخَذْتَ لَقَدْ أَبْقَيْتَ.

হে আল্লাহ! আমার সাতটি ছেলের মধ্য হতে একটি নিয়ে গেছ এবং ছয়টি অবশিষ্ট রেখেছ। আমার চার হাতপা ছিলো। তা থেকে একটি নিয়ে গেছো এবং তিনটি রেখে দিয়েছো। হে আল্লাহ! তোমার শপথ! আমাকে অসুস্থ করেও সুস্থ রেখেছো। আমার কিছু নিয়ে গেলেও আরো অনেক রেখে দিয়েছো।[৪৫]

৩. সালাফগণের কোনো একজন লোকের ছিলো মাথায় টাক। তার শরীরে ছিলো কুষ্ঠ রোগ, দু'চোখই ছিলো অন্ধ এবং উভয় হাত ও উভয় পা ছিলো অবশ। তিনি সবসময় বলতেন,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَى بِهِ كَثِيرًا مِمَّنْ خَلَقَ وَفَضَّلَنِي عَلَيْهِمْ تَفْضِيلًا.

"আমি মহান আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করছি, যিনি আমাকে অনেক মানুষের রোগ-ব্যাধি থেকে সুস্থ রেখেছেন এবং আমাকে তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।"

তার কাছ দিয়ে এক ব্যক্তি যাওয়ার সময় তাকে বললো, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে কী থেকে সুস্থ রেখেছেন? তুমি অন্ধ, কুষ্ঠরোগী, টাক মাথা এবং উভয় হাত ও উভয় পা অচল। তোমার সুস্থতা কোথায়?

৪৩. সহীহুল বুখারী। ১) আল ইসাবাহ ফী তামঈযিস সাহাবা, ২) উসূদুল গাবাহ, ৩) আল ইস্তিআব এবং অন্যান্য।

৪৪ সূরা আল কাহ্ফ ১৮ : ৬২।

৪৫. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা- 4/৪৩০।

লোকটির কথা শুনে উক্ত সৎলোক বললেন, অকল্যাণ হোক তোমার! আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাঁর যিক্‌রকারী যবান দিয়েছেন, কৃতজ্ঞ অন্তর দিয়েছেন এবং রোগ-ব্যাধি ও বালা-মুসীবতে সবর করার মতো শরীর দিয়েছেন। অতএব আমি মহান আল্লাহর প্রশংসা করছি এবং তাঁরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

৪. ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রাহিমাহুল্লা-হ)-এর সবর : কুর'আনুল কারীম মহান আল্লাহর কালাম; এটি মহান আল্লাহর অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর মতো নয়। কুর'আন মহান আল্লাহর নিকট থেকে এসেছে এবং মহান আল্লাহর নিকট ফিরে যাবে। সাহাবী, তাবি'ঈ, সালফি সালিহীন এবং সম্মানিত ইমামগণের অভিমতও তাই। সুতরাং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের 'আলেমগণের সর্বসম্মতিক্রমে ঐকমত্য আল কুর'আন মহান আল্লাহর কালাম। তবে মু'তাযিলা এবং আহলে সুন্নাতের মধ্যে এই মাস'আলাটি নিয়ে বিরাট মতভেদ রয়েছে। এই মতভেদের কারণে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকদের বিরাট ক্ষতি হয়েছে। আহলে সুন্নাতের ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রাহিমাহুল্লা-হ) এই মাস'আলার কারণেই কঠোর নির্যাতন ভোগ করেছেন।

কতিপয় 'আলেম বলেন : রিদ্দার যুদ্ধের দিন আল্লাহ তা'আলা আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু)-এর মাধ্যমে যেমন ইসলামের হিফাযত ও সাহায্য করেছেন তেমনি যেদিন ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রাহিমাহুল্লা-হ)-এর ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছিলো সেদিন তার মাধ্যমে ইসলামের হিফাযত করেছেন।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রাহিমাহুল্লা-হ) যেই ফিতনায় পড়েছিলেন, তার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, 'আব্বাসী খলীফা মামুনুর রশীদের যুগে মু'তাযিলা 'আলেমদের খুব প্রভাব ছিলো। তাদের প্রভাবে স্বয়ং খলীফা মামুনও প্রভাবিত হয়ে গিয়েছিলেন। মু'তাযিলাদের মতে আল কুর'আন মহান আল্লাহর মাখলূক। তারা খলীফাকে এই কথা বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলো। তাই খলীফা মামুন মানুষকে এই মতবাদ মানতে বাধ্য করলেন। তার কথার সাথে যেসব 'আলেম দ্বিমত পোষণ করতেন, তিনি তাদের ওপর নির্যাতন চালাতেন এবং হত্যা করতেন। অধিকাংশ 'আলেম তখন মনে করলেন যে, বল প্রয়োগ করে যেহেতু আল কুর'আনকে মাখলূক বলতে বাধ্য করা হচ্ছে এবং তা না বললে তাদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়, তাই বাধ্য হয়ে তারা খলীফার কথা মেনে নিলেন। বিশেষ করে যখন ইসলামে এই সুযোগ রয়েছে যে, বাধ্য হয়ে কুফ্‌রী বাক্য উচ্চারণ করলে কোন মুসলিম কাফির হয়ে যায় না। ঈমানের দ্বারা অন্তর পরিপূর্ণ রেখে জান চলে যাওয়ার কিংবা নির্যাতনের ভয়ে মুখে কুফ্‌রী বাক্য উচ্চারণ করলে তা জায়িয রাখা হয়েছে এবং এই অবস্থায় কুফ্‌রী বাক্য উচ্চারণকারীকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।

তাই অধিকাংশ 'আলেম মাস'আলাটিকে এই পর্যায়ে রেখে স্বীকার করে নিলেন যে, আল কুর'আন মহান আল্লাহর সৃষ্টি। তবে সেখানে এমন কিছু 'আলেম থাকার কথাও উড়িয়ে দেয়া যায় না, যারা কেবল খলীফার নৈকট্য ও পার্থিব স্বার্থ হাসিলের জন্যই আল কুর'আনকে মাখলূক বলেছিলো।

কিন্তু ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রাহিমাহুল্লা-হ) এবং মুহাম্মাদ বিন নূহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ) কুর'আনকে মাখলূক বলতে অস্বীকার করলেন। তারা উভয়েই বললেন : আল কুর'আন মহান আল্লাহর কালাম। মহান আল্লাহর নিকট থেকে এটা নাযিল হয়েছে। এটা অন্যান্য সৃষ্টির মতো সৃষ্ট জিনিস নয়; বরং তা মহান আল্লাহর কালাম ও সিফাত। তারা মনে করলেন : বাধ্য হয়ে যেসব মাস'আলায় সত্যের বিপরীত বলা যায়, এটি সে রকম কোন সাধারণ ও ব্যক্তিগত মাস'আলা নয়। সুতরাং এই ক্ষেত্রে তাদের জন্য সেই সুযোগ গ্রহণ করা জায়িয নেই। কারণ এই মাস'আলাটি ব্যক্তিগত মাস'আলা নয়, যাতে বাধ্য হয়ে সত্যের বিপরীত বললে ক্ষমা করে দেয়া হবে। যেসব মাস'আলার সম্পর্ক ইসলামী শারী'আতের সংরক্ষণের সাথে, সেখানে নিজের গর্দান বিসর্জন দিয়ে হলেও মুসলিমগণ কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের হিফাযত করবে।

সুতরাং ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রাহিমাহুল্লা-হ) যদি তখন নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য এবং বাধ্য হয়ে এই কথা বলতেন যে, আল কুর'আন মহান আল্লাহর মাখলূক, তখন সকল মানুষই বলতো কুর'আন মহান আল্লাহর মাখলূক। নির্যাতনের ভয়ে এই কথা বলা হলে ইসলামী সমাজ পরিবর্তন হয়ে যেতো এবং একটি চিরসত্য ইসলামী 'আক্বীদাহ্ হয়তো মুসলিমগণ হারিয়ে ফেলতেন। তাই তিনি খলীফার কথায় সম্মতি না দিয়ে সত্য প্রকাশ করার সুদৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন এবং এই জন্য অমানবিক নির্যাতন ভোগ করলেন।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রাহিমাহুল্লা-হ)-এর ফিতনার বিষয়টি ভালো করে বুঝার জন্য আরেকটু খোলাসা করে লিখার প্রয়োজন অনুভব করছি। বলা হয়েছে যে, মু'তাযিলী 'আলিম আহমাদ ইবনু আবূ দাউদ এবং বিশর আল মুরাইসী খলীফা মামুনকে পরামর্শ দিলো, তিনি যেন রাজ্যের 'আলিমদেরকে এই কথা বলতে বাধ্য করেন যে, আল কুর'আন মহান আল্লাহর সৃষ্টি। মামুন এতে রাজী হয়ে বাগদাদের পুলিশ প্রধান ইসহাক ইবনু ইবরাহীমকে দেশের সমস্ত বিজ্ঞ 'আলেমকে একত্র করার আদেশ দিলেন। ইসহাক সকল 'আলেমকে একত্র করে মামুনের চিঠি পড়ে শুনালেন এবং আল কুর'আন মহান আল্লাহর সৃষ্টি –এ কথা বলার আহ্বান জানালেন। সেই সাথে এই কথাও জানিয়ে দেয়া হলো যে, খলীফার আদেশ অমান্য করে যেই 'আলেম কুর'আনকে মহান আল্লাহর কালাম বলবে, তাকে সরকারী পদ থেকে বহিস্কার করা হবে এবং মামুনের অনুদান থেকেও বঞ্চিত করা হবে।

উল্লেখ্য যে, খলীফার আদেশ অমান্য করার ভয়াবহ পরিণতির কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো।

এখান থেকেই ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রাহিমাহুল্লা-হ)-এর জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। ইমামকে অন্যান্য 'আলেমের সাথে ইসহাকের কার্যালয়ে হাজির করা হলো। 'আলেমগণ এক এক করে সকলেই নির্যাতনের ভয়ে আল কুর'আনকে মাখলূক বলা শুরু করলেন। কিন্তু ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রাহিমাহুল্লা-হ) এই অবস্থা দেখে ক্রোধে ফেটে পড়লেন এবং ক্রোধে তাঁর চেহারা ও দু'চোখ লাল হয়ে গেলো। অথচ এর আগে তিনি ছিলেন একজন নরম ও কোমল প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু তাঁর সেই নরম স্বভাব চলে গেলো এবং তিনি মহান আল্লাহর জন্য রাগান্বিত হলেন। এটি ছিলো সেই দিনের ঘটনা। অতঃপর তিনি তাঁর মাসজিদে ফিরে এলেন এবং পাঠ দানে নিয়োজিত হলেন। লোকেরা এরপর থেকে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রাহিমাহুল্লা-হ)-কে এই মাস'আলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। প্রথম দিকে তিনি এই মাস'আলার জবাব দিতে অস্বীকার করতেন। কিন্তু ফিতনাটি যখন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো, তখন মানুষ জেনে ফেললো যে, কোন্ কোন্ 'আলেম এই মাস'আলায় খলীফার মর্জী মুতাবিক ফাতাওয়া দিয়েছেন এবং কোন্ কোন্ 'আলিম খলীফার বিরোধিতা করেছেন। খলীফা মামুনের কাছেও খবর পৌঁছে গেলো। তিনি তখন বাইজানটাইনের সীমান্তবর্তী অঞ্চল তারতুসে অবস্থান করছিলেন। তিনি পুলিশ প্রধান ইসহাককে দ্বিতীয়বার 'আলেমগণের সাথে বসার আদেশ দিলেন এবং যারা আল কুর'আনকে মহান আল্লাহর সৃষ্টি না বলে আল্লাহর কালাম বলবে, তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়ার আদেশ করলেন। ইসহাক তাই করলেন। এতে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রাহিমাহুল্লা-হ) ও মুহাম্মাদ বিন নূহ্ ব্যতীত সকলেই খলীফার কথা মেনে নিলো। এ পর্যায়ে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রাহিমাহুল্লা-হ) এবং মুহাম্মাদ ইবনু নূহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ)-কে জেলে বন্দী করা হলো। ইসহাক শপথ করে বললো : তারা যদি আল কুর'আনকে মাখলূক বলতে নারাজ হয়, তা হলে সে উভয়কে নিজ হাতে হত্যা করবে। এ জন্য সে তলোয়ার উঁচিয়ে ভয় দেখালো। কিন্তু তারা উভয়েই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন।

এবার ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রাহিমাহুল্লা-হ)-কে বাগদাদ থেকে তারতুসের যেখানে খলীফা মামুন অবস্থান করছিলেন, সেখানে নিয়ে যাওয়ার আদেশ করা হলো। তাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো। যাওয়ার পথে অনেক ঘটনাই ঘটে যায়। এসব ঘটনা ইমামকে সত্যের ওপর দৃঢ়পদ থাকতে সহায়তা করেছিলো। এ সময় সমস্ত মানুষের দৃষ্টি ছিলো ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রাহিমাহুল্লা-হ)-এর দিকে। তিনি কী বলেন, তারা তার অপেক্ষায় ছিলো। লোকেরা তাকে এই মাস'আলায় সত্যের ওপর অটল থাকতে সাহস দিতেন।

কথিত আছে যে, তারতুসে যাওয়ার পথে 'ইরাকের একজন গ্রাম্য লোক তাঁর সাথে দেখা করে এই বলে সাহস দিলো যে, হে ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লা-হ)! আপনি সত্যের পথেই আছেন। সুতরাং আপনি অটল থাকুন। আপনাকে যদি হত্যাও করা হয়, তাহলেও আপনি খলীফার কথায় সম্মতি দিবেন না। শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ করুন। আর বেঁচে থাকলে সম্মানিত ও প্রশংসিত হয়ে বেঁচে থাকুন। এই দুনিয়াতে নিহত হয়ে পরকালে জান্নাতে যাওয়াই আপনার জন্য ভালো। এসব কথা শুনে ইমামের মনোবল বৃদ্ধি পেতো এবং তাঁর ঈমান মযবুত হতো।

আরো কথিত আছে যে, তারতুস যাওয়ার পথে ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লা-হ)-এর অন্যতম সাথী আবূ জা'ফর আল আম্বারী ফুরাত নদী পার হয়ে ইমামের সাথে সাক্ষাৎ

করতে আসলেন। ইমাম তাকে দেখে বললেন : হে আবূ জা'ফর! এতো কষ্ট করে আমার সাথে দেখা করতে আসার কী প্রয়োজন ছিলো? জবাবে আবূ জা'ফর বললেন : ওহে আহমাদ! শুনো! তুমি আজ মানুষের নয়ন মনি, তুমি সকলের মাথা! মানুষ তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। তারা তোমার অনুসরণ করবে। মহান আল্লাহর কসম! তুমি যদি আল কুর'আনকে মাখলূক বলো, তাহলে মহান আল্লাহর বান্দারা তাই বলবে। আর তুমি যদি তা বলতে অস্বীকার করো, তাহলে অগণিত মানুষ কুর'আনকে মাখলূক বলা হতে বিরত থাকবে। হে বন্ধু! ভালো করে শুনো। খলীফা যদি তোমাকে এবার হত্যা নাও করে, তাহলে তুমি একদিন মৃত্যুবরণ করবে। মরণ একদিন আসবেই। সুতরাং তুমি মহান আল্লাহকে ভয় করো। খলীফার কথায় তুমি আল কুর'আনকে সৃষ্টি বলতে যেয়ো না।

কথাগুলো শুনে ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লা-হ) কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, مَا شَاءَ اللهُ আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন। অতঃপর তিনি বললেন, হে আবূ জা'ফর! কথাগুলো তুমি আরেকবার বলো। আবূ জা'ফর কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করলেন। এবারও ইমাম কাঁদলেন এবং বললেন, مَا شَاءَ اللهُ।

তারতুস যাওয়ার পথে ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লা-হ) গভীর রাতে তাহাজ্জুদের সালাত পড়তেন এবং মহান আল্লাহর কাছে এই বলে দু'আ করতেন : আল্লাহ তা'আলা যেন তাঁকে মামুনের সামনে হাজির না করেন এবং মামুনকে যেন না দেখান। দু'আয় তিনি এই কথা বারবার বলতেন। কথিত আছে যে, তারতুস পৌঁছার আগেই বিনা অসুখে মামুন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এটি ছিলো ২১৮ হিজরী সালের রজব মাসের ঘটনা।

মামুনের মৃত্যু সংবাদ আসার পর রক্ষীরা ইমামকে মুহাম্মাদ বিন নূহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ)-এর সাথে বাগদাদের জেলে ফেরত নিয়ে আসলো। মামুনের পরে মু'তাসিম খলীফা নিযুক্ত হলেন। মু'তাসিম যদিও মু'তাযিলা মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন না, কিন্তু মামুনের গৃহীত নীতি থেকে ফিরে আসাও তার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। কারণ খলীফা মামুন মু'তাসিমকে মু'তাযিলা মতাদর্শের ওপর অটল থাকার ওয়াসিয়াতও করেছিলেন। তাই মামুনের প্রতি মু'তাসিমের অগাধ ভালোবাসার কারণেই মু'তাসিম খলীফা হয়ে সর্বপ্রথম যে সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করেন তা হলো তিনি ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লা-হ)-কে হাত-পা বেঁধে বাগদাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি জেলে ফেলে রাখলেন। তাতে তিনি মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়লে বাগদাদের বড় জেলে সাধারণ কয়েদীদের সাথে স্থানান্তর করলেন। এখানে তিনি ত্রিশ মাস অবস্থান করেন। এরই মধ্যে দীর্ঘ কারা ভোগ এবং নির্যাতনের কারণে জেলের মধ্যেই মুহাম্মাদ ইবনু নূহ্ মারা গেলেন। তাঁর মৃত্যুর পর ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লা-হ) একাই ময়দানে বাতিলের মুকাবিলা করতে থাকলেন।

জেলের মধ্যে মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের বড় বড় 'আলেমগণ প্রবেশ করে ইমামের সাথে খালকে কুর'আনের মাস'আলায় তর্কে লিপ্ত হতো এবং যুক্তি ও দালীল-প্রমাণ পেশ করতো। কিন্তু ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লা-হ)-এর যুক্তি-প্রমাণ সবসময়ই মু'তাযিলাদের যুক্তি-প্রমাণের ওপর জয়লাভ করতো। যতোবারই ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লা-হ) যুক্তি-তর্কে মু'তাযিলা 'আলেমগণের ওপর জয়লাভ করতেন, ততোবারই তার ওপর যুল্মের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়া হতো। এভাবে কিছুদিন পার হওয়ার পর খলীফা মু'তাসিমের উপস্থিতিতে প্রকাশ্যে বিতর্কের আয়োজন করা হলো।

প্রিয় পাঠক! আপনি পরিস্থিতির ভয়াবহতার প্রতি একটু খেয়াল করুন। একদিকে ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লা-হ) একা। অন্যদিকে খলীফা। খলীফার সাথে রয়েছে বিদ'আতী 'আলেমগণ, মন্ত্রীপরিষদ, রাষ্ট্রের উপরস্থ সেনাকর্মকর্তাগণ, পুলিশবাহিনী এবং জল্লাদের দল। বিতর্কের শুরুতে খলীফা নিজেই ইমামকে নরম করার চেষ্টা করতেন এবং কুর'আনকে মাখলূক বলে ফাতাওয়া জারী করার জন্য উৎসাহ দিতেন। অতঃপর মু'তাযিলী 'আলেমদেরকে তার সাথে মুনাযারা বা তর্ক করার আদেশ দিতেন। কিন্তু ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লা-হ) কুর'আন, হাদীস দিয়ে দালীল পেশ করে সকলকে পরাজিত করে দিতেন। বিদ'আতীরা দার্শনিকদের যুক্তি পেশ করতো। ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লা-হ)-এর দালীল তাদের কথার ওপর জয়লাভ করতো। তিনি বলতেন : আমাকে কুর'আন ও সুন্নাহর একটি দালীল দিয়ে বুঝিয়ে দাও যে আল কুর'আন মহান আল্লাহর সৃষ্টি।

ঐদিকে পুলিশ প্রধান 'আবদুর রাহমান ইবনু ইসহাক ইবনু ইবরাহীম বলতেন। হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রাহিমাহুল্লা-হ)-কে ত্রিশ বছর যাবৎ চিনি, তিনি আপনার আনুগত্য করাকে ওয়াজিব মনে করেন, আপনার শাসনকে সমর্থন করেন এবং আপনার সাথে জিহাদ করাকে ফর্‌য মনে করেন। সেই সাথে তিনি একজন বিজ্ঞ 'আলেম এবং ফকীহ।

অপরদিকে আহমাদ ইবনু দাউদ এবং অন্যান্য বিদ'আতীরা খলীফাকে ইমামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলতো এবং বুঝাতো যে, ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লা-হ) একজন গোমরাহ, কাফির এবং বিদ'আতী।

এভাবে বিতর্ক দীর্ঘ হওয়ার কারণে খলীফা মু'তাসিম বিরক্তিবোধ করতে লাগলেন। কিন্তু বিদ'আতী 'আলেম আহমাদ ইবনু দাউদ খলীফাকে পুনরায় ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লা-হ)-এর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুললো। তাই আহমাদ ইবনু দাউদের প্ররোচনায় এবং উৎসাহে ইমামকে চাবুক মারা শুরু হলো। ইমামের দৃঢ়তা দেখে স্বয়ং খলীফা আশ্চর্যবোধ করলেন এবং ইমামের ওপর তাঁর দয়ার উদ্রেক হলো। তৎক্ষণাৎ আহমাদ ইবনু দাউদ বলতে লাগলো : হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি যদি তাঁকে ছেড়ে দেন, তাহলে লোকেরা বলাবলি করবে যে, ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লা-হ)-এর সামনে দু'জন 'আব্বাসী খলীফা পরাজয় বরণ করেছে। এই নিকৃষ্ট কথাটির কারণে খলীফা পূর্বের অবস্থানে ফিরে যায় এবং জল্লাদরা তার আদেশে ইমামকে পুনরায় বেত্রাঘাত শুরু করে দেয়।

এভাবে জল্লাদরা পালাক্রমে তাঁর শরীরকে বেত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে ফেললো। সতেরবার বেত্রাঘাত করার পর সেই দিন খলীফা মু'তাসিম ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লা-হ)-কে বললেন : হে আহমাদ! কী কারণে তুমি এভাবে নিজের জান শেষ করছো? মহান আল্লাহর কসম! আমি তোমার ওপর দয়া করতে চাই, কিন্তু .....।

ঐ সময় 'আব্বাসীয় খিলাফতের একজন তুর্কী সেনাপতি স্বীয় তরবারী দ্বারা ইমামের শরীরে গুঁতা মেরে বললো, তুমি কি এই সব মানুষকে পরাজিত করতে চাও? আরেকজন বললো : মরণ হোক তোমার! তোমার খলীফা আমীরুল মু'মিনীন তোমার মাথার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। অথচ তুমি তার কথা অমান্য করছো? আরেকজন বলে উঠলো : হে আমীরুল মু'মিনীন! একে হত্যা করে ফেলুন। অন্য একজন বললো : হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি সাওম পালনকারী অবস্থায় রোদ্রে দাঁড়িয়ে কষ্ট করছেন? তাকে হত্যা করে ফেলুন এবং নিজেকে শান্ত করুন। এমনি আরো অনেক কথাই হয়তো সেদিন হয়েছিলো সেখানে।

পরিশেষে খলীফা মু'তাসিম ইমামকে লক্ষ্য করে বললেন : হে আহমাদ! আফসোস তোমার জন্য! আমাদের কথার জবাব দাও। ইমাম অত্যন্ত দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিলেন : আমার কাছে আল কুর'আন থেকে অথবা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাত থেকে একটি দালীল নিয়ে আসুন। আমি আপনাদের কথার সাথে একমত হবো। এতে তাঁর শরীরে পুনরায় বেত্রাঘাত করা শুরু হলো। অতঃপর ইমামকে লক্ষ্য করে খলীফা মু'তাসিম বললেন : আমার কথাকে সরাসরি সমর্থন না করলেও তুমি এমন একটি কথা বলো, যাতে আমি সামান্যতম সন্তুষ্ট হতে পারি এবং তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি। কিন্তু ইমাম তাঁর অবস্থান থেকে সামান্যতম পিছপা হলেন না।

জল্লাদরা তাঁর ওপর বেত্রাঘাত অব্যাহত রাখলো এবং আল কুর'আন মহান আল্লাহর সৃষ্টি –এ কথা জোর করে তাঁর কাছে থেকে আদায় করার সর্বপ্রকার চেষ্টা করলো। কিন্তু কিছুতেই লাভ হলো না।

পরিশেষে খলীফা ইমামের পর্বত সাদৃশ্য দৃঢ়তা দেখে তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে ডেকে এনে সকলের সামনে মুক্ত করে দিলেন। মুক্ত করার আগে ইমামের আত্মীয় স্বজন থেকে এই মর্মে স্বীকারোক্তি নিলেন যে, ইমামকে তারা সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় বুঝে নিচ্ছে। এই স্বীকারোক্তি নেয়ার কারণ হলো খলীফার ভয় ছিলো, সাধারণ লোকেরা যদি জানতে পারে যে তাদের প্রাণপ্রিয় ইমামকে নির্যাতন করা হয়েছে, তাহলে তারা খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রাহিমাহুল্লা-হ) মুক্তি পেলেন, কিন্তু মু'তাযিলা ও বিদ'আতী 'আলেমদের দাপটের কারণে নির্বিঘ্নে সত্যের দা'ওয়াত প্রচারের মত পরিবেশ ছিলো না। তাই তিনি প্রতিকূল পরিবেশের মুকাবিলায় জুমু'আহ্ ও জামা'আতে হাজির হতেন, মানুষকে হাদীস ও সুন্নাতের দারস প্রদান করতেন এবং ফাতাওয়া দিতেন।

এরই মধ্যে মু'তাসিম মৃত্যুবরণ করে এবং তার পুত্র ওয়াসেক খলীফা হয়। সেও তার পূর্ব পুরুষের ন্যায় মু'তাযিলা মতবাদ ও বিদ'আতের পৃষ্ঠপোষক ছিলো। ২৩১ হিজরী সালে ওয়াছেকের মৃত্যু হলে মুতাওয়াক্কিল খলীফা নিযুক্ত হন। মুতাওয়াক্কিল খলীফা হওয়ার সাথে

সাথেই ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রাহিমাহুল্লা-হ)-এর দা'ওয়াতের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। কারণ মুতাওয়াক্কিল আহলে সুন্নাতের মতাদর্শের অনুসারী ছিলেন। তাই তিনি বিদ'আতীদের পথ সঙ্কীর্ণ করে ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লা-হ)-সহ সকল সুন্নী 'আলেমগণের পথ প্রশস্ত করে দিলেন।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রাহিমাহুল্লা-হ) যেই কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং তিনি যেই যুল্‌ম নির্যাতন সহ্য করে সত্যের পতাকাকে সমুন্নত রেখেছেন, তাতে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। তিনি এমন একটি বিদ'আতের মুকাবিলায় সত্য বলেছেন, যেই বিদ'আতকে পরপর তিনজন খলীফা পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন, তাদের সাথে ছিলেন সমস্ত বিদ'আতী 'আলিম, রাজ্যের সকল মন্ত্রী, বিচারক এবং সশস্ত্র বাহিনী। অপর দিকে ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লা-হ) ছিলেন একা। একাই তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং জেল-যুল্‌ম সহ্য করে সত্যকে জয়যুক্ত করেছেন। তিনি যখন যুল্‌ম-নির্যাতন সহ্য করছিলেন, তখন লোকেরা তাঁর কাছে এসে আবেদন করছিলো যে, আমাদের যদি অনুমতি দেন, তাহলে আমরা খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আপনাকে মুক্ত করবো। কিন্তু ইমাম তাতে সম্মতি দেননি। বরং নিজে একাই যুল্‌ম-নির্যাতন সহ্য করতে লাগলেন এবং মুসলিমগণকে সবর করার আদেশ দিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, বিদ্রোহ করে তাঁকে মুক্ত করতে গেলে অসংখ্য মানুষের রক্তপাত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এতে লাভের চেয়ে ক্ষতিই হবে বেশী। তাই তিনি সবর করলেন, দালীল-প্রমাণ পেশ করার পথকেই বেছে নিলেন এবং এ পথেই ভালো ফল হবে মনে করলেন। বাস্তবেও তাই হয়েছিলো।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রাহিমাহুল্লা-হ)-এর এই পরীক্ষা থেকে দীনের দা'ঈ ও 'আলেমগণকেও শিক্ষা নিতে হবে। তারা যেন পরিস্থিতির প্রতিকূলতা, জেল-যুল্‌ম এবং নির্যাতনের ভয়ে বিদ'আত ও ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের সামনে মুখ বন্ধ করে বসে না থাকেন। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রাহিমাহুল্লা-হ)-এর মতো সৎ সাহস ও পর্বত সদৃশ মনোবল এবং সাহস নিয়ে সুন্নাত ও সত্যের দা'ওয়াতকে কিয়ামত পর্যন্ত সমুন্নত রাখতে হবে। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে সেই তাওফীক্ব দাও –আমীন।[৪৬] *[চলবে]*

---

[৪৬]. *সিয়ারু আ'লামিন নুবলা এবং অন্যান্য গ্রন্থ।*

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শির্‌ক.....

[৩১ পৃষ্ঠার পর]

রোগমুক্তি, উদ্দেশ্য হাসিল, কারো কুনজর থেকে বেঁচে থাকার জন্য তাবিজ ঝুলানো, কোন কাজ শুরু করতে ভ্রমনে বাহির হতে, বিবাহ বা অন্যান্য অনুষ্ঠানের দিন নির্ধারণ ক্ষেত্রে শুভ-অশুভ দেখা, পাখির মাধ্যমে এই শুভ-অশুভ নির্ধারণ করা, গায়রুল্লাহর নামে যবেহ ও মান্নত করা, মাযারের উদ্দেশ্যে গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী, শিরণী পেশ করা, বালা-মুসীবাত হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য বালা, তাগা, তাবিজ ইত্যাদি ব্যবহার করা, নাবী-রাসূল, ওলীগণকে জীবন্ত বলে বিশ্বাস করা ইত্যাদি শির্‌ক আজ মুসলিম সমাজে ঢুকে পড়েছে। উদাহরণস্বরূপ এখানে আমাদের দেশে বিদ্যমান কিছু শিরকের কথা উল্লেখ করা হলো। এমনিভাবে আমাদের অসংখ্য কাজকর্মে 'আক্বীদাহ্‌ বিশ্বাসে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঈমান বিধ্বংসী আরো বহু শির্‌ক এমনভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, যা আমাদের অসচেতনতার সুযোগ নিয়ে অহরহ আমাদের তাওহীদবাদী 'আক্বীদাহ্‌কে ধ্বংস করে দিচ্ছে। ক্ষমার অযোগ্য এই শির্‌কের ভয়াবহ ছোবল থেকে আমাদের সমাজ ও দেশকে মুক্ত করার জন্য একটি শির্‌ক নির্মুল আন্দোলনের খুবই প্রয়োজন। ###

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

উমর বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হুমা) মডেল মাদরাসা

গ্রেটওয়াল সিটি, চৌরাস্তা, গাজীপুর।

মহিলা বিভাগ : ০২ জন শিক্ষিকা (দাওরা হাদীস)

বালক বিভাগ : ০১ জন শিক্ষক (স্নাতক)

হিফয বিভাগ : ০১ জন হাফেয (নূরানী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত)

আগ্রহীগণ দরখাস্ত, সকল সনদ ও ২ কপি ছবিসহ আগামী ২২ ডিসেম্বর ২০১৮ অফিস চলাকালীন সময়ে **যোগাযোগ করুন।**

মোবা: ০১৭১২-১৯৩৯৯২; ০১৭৬৮-০৬৮৯৭১

বি.দ্র. প্রার্থীগণকে সহীহ 'আক্বীদার অনুসারী হতে হবে। অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

أفكار اجتماعية \ mgvRwPšv

যুব সমাজের বিচ্যুতি : কারণ ও প্রতিকার

মূল : প্রফেসর ড. সুলাইমান আর্ রুহাইনী

অনুবাদ সম্পাদনায় : মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী*

[১ম পর্ব]

প্রসঙ্গ কথা : "যুব সমাজের বিচ্যুতি : কারণ ও প্রতিকার" মূলতঃ এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান ভাষণ। যুবকদের অবক্ষয় ও বিচ্যুতি প্রতিরোধে মাদীনার প্রথম মাসজিদ– মাসজিদে কুবায় এ ভাষণ প্রদান করেন মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়-এর সুনামধন্য প্রফেসর এবং মাসজিদে নাব্বীর সুযোগ্য উস্তায, আন্তর্জাতিক ইসলামী স্কলার- আল্লামা প্রফেসর ড. সুলাইমান আর্ রুহাইনী (হাফিযাহুল্লা-হ)। অতঃপর এ ভাষনটি পুঞ্জিকা আকারে প্রস্তুত করেন এবং প্রকাশ করেন মিসরের আনসারুস্ সুন্নাহ মুহাম্মাদীয়াহ-এর সদস্য এবং মাদীনাহ্ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়-এর সাবেক শিক্ষক- শাইখ আবূ বক্‌র ইয়াসীন বিন সাঈদ আল হাশেদী। আমাদের কেউ ইসলাম হতে বিচ্যুত হচ্ছে, আবার কেউ ইসলামের নামেও বিভ্রান্তিতে জড়িয়ে যাচ্ছে। আমরা বিশ্বাস করি এ মূল্যবান ভাষনটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হলে বাংলা ভাষা-ভাষী যুবকেরা ইসলামের সঠিক পথ চিনতে এবং সকল প্রকার বিচ্যুতি হতে মুক্ত হতে সহায়ক হবে –ইন্‌শা-আল্লাহ। পুস্তকটির অনুবাদ সাপ্তাহিক আরাফাতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হবে। অতঃপর পুস্তক আকারে প্রকাশ হবে –ইন্‌শা-আল্লাহ। *(অনুবাদ সম্পাদক)*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি মালিক,
পুতঃপবিত্র, শান্তিময়, মর্যাদাবান ও সম্মানিত।"

তিনি (আল্লাহ তা'আলা) আমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন; আমাদের জন্য দ্বীনকে পূর্ণ করেছেন এবং আমাদের ওপরে নি'আমাতকে সম্পূর্ণ করেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সত্যিকার কোন ইলাহ নেই। তিনি তাকে ভালবাসেন, যে বলে "আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি" এবং তার ওপর অবিচল থাকে। তিনি তার জন্য অনাবিল শান্তির স্থান জান্নাতকে নির্ধারণ করে দিবেন। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছ– মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে নবুওয়াতের সিলসিলার ইতি টেনেছেন। তিনি উত্তম ইতি। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমাতস্বরূপ প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বিশ্ববাসীকে তাঁর আনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন এবং বিচ্যুতি ও পাপাচার থেকে বিরত থাকতে সজাগ করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর ওপরে উত্তম ও পরিপূর্ণ দরূদ এবং সালাম বর্ষণ করুন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর পরিবার-পরিজন, সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ এবং তাঁর সম্মানিত সাহাবীদের ওপরে সন্তুষ্ট।

সম্মানিত বন্ধুবর্গ! আমরা রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মদীনাতে একত্রিত হওয়ার মতো সৌভাগ্য অর্জন করেছি। এ মাদীনাহ্ আল্লাহ তা'আলার এক মহা অনুগ্রহ ও দান। এ শহরকে আল্লাহ তা'আলা অনেক ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য দিয়ে সুশোভিত ও মহিমন্বিত করেছেন। এই শহরকে ভালোবাসা ঈমানের পরিচায়ক এবং সুন্নাত। নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একে ভালোবাসতেন। এর ভালবাসা সবসময় তাঁকে টানত। কোথাও সফরে গেলেও মনটা এ শহরের ওলি-গলিতে ঘুরে ফিরত। তাই সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকালে উৎসুক হয়ে এই শহরের দিকে তাঁর বাহনকে দ্রুত হাঁকাতেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের এমন এক ঘরে উপস্থিত করেছেন যাতে উপস্থিত হওয়া সত্যি আমাদের জন্য অনেক বড় প্রাপ্তি। এ ঘর সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فِيْ بُيُوْتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ○ رِجَالٌ لَا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ

** সেক্রেটারী জেনারেল- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।*

الْقُلُوْبُ وَالْأَبْصَارُ ○ لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

“সেসব ঘরে যাকে সমুন্নত করতে এবং যেখানে আল্লাহর নাম যিক্‌র করতে আল্লাহই অনুমতি দিয়েছেন। সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর তাসবীহ পাঠ করে। সেসব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় কোনটিই আল্লাহর স্মরণ থেকে এবং সলাত কায়েম ও যাকাত প্রদান থেকে বিরত রাখে না, তারা ভয় করে সে দিনকে যেদিন অনেক অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে। যাতে তারা যে উত্তম কাজ করে তার জন্য আল্লাহ তাদেরকে পুরস্কার দেন এবং তিনি নিজ অনুগ্রহে তাদের প্রাপ্যের বেশী দেন। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন।”[৪৭]

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘রাসূল (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

مَنْ تَطَهَّرَ فِيْ بَيْتِهِ، ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ تَعَالَى فَيَقْضِيَ فَرِيْضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ كَانَتْ خُطُوَاتُهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيْئَةً، وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً.

যে ব্যক্তি তার গৃহে পবিত্রতা অর্জন করে। তারপর আল্লাহ তা‘আলার কোন ঘরের দিকে চলে আল্লাহ তা‘আলার ফর্‌য আদায়ের জন্য। তাহলে তার এককদমে গুনাহ মাফ হয় এবং অন্যকদমে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।’[৪৮]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِيْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : ‘যে-লোক কোন ঈমানদার ব্যক্তির দুনিয়ার কোন মুসীবত দূর করে দিবে, আল্লাহ তা‘আলা বিচার দিবসে তার মুসীবত দূর করে দিবেন। যে লোক কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবে আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। যে লোক কোন দুঃস্থ লোকের অভাব দূর করবে, আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দুরাবস্থা দূর করবেন। বান্দা যতক্ষণ তার ভাই এর সহযোগিতায় আত্মনিয়োগ করে আল্লাহ তা‘আলা ততক্ষণ তার সহযোগিতা করতে থাকেন। যে লোক জ্ঞানার্জনের জন্য রাস্তায় বের হয়, আল্লাহ তা‘আলা এর বিনিময়ে তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। যখন কোন সম্প্রদায় মহান আল্লাহর গৃহসমূহের কোন একটি গৃহে একত্রিত হয়ে মহান আল্লাহর কিতাব পাঠ করে এবং একে অপরের সাথে মিলে (কুরআন) অধ্যয়নে লিপ্ত থাকে তখন ফেরেশ্‌তাগণ তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখেন। তাদের উপর শান্তিধারা অবতীর্ণ হয়। রহমত তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। আর আল্লাহ তা‘আলা তার নিকটবর্তীদের (ফেরেশ্‌তাগণের) মধ্যে তাদের কথা আলোচনা করেন। আর যে লোককে আমলে পিছনে ফেলে দিবে তার বংশ (মর্যাদা) তাকে এগিয়ে নিবে না।’[৪৯]

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) قَالَ : خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلْقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ : مَا أَجْلَسَكُمْ؟ قَالُوْا : جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : آللهِ تَعَالَى مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذٰلِكَ؟ قَالُوْا : آللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا أَجْلَسَنَا إِلا ذٰلِكَ قَالَ : فَإِنِّيْ لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، مَا كَانَ

[৪৭]. সূরা আন্ নূর ২৪ : ৩৬-৩৮।
[৪৮]. সহীহ মুসলিম- হা: ৬৬৬।
[৪৯]. সহীহ মুসলিম- হা: ২৬৯৯।

أَحَدٌ مَنْزِلَتِيْ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، أَقَلَّ عَنْهُ حَدِيْثًا مِنِّيْ، وَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ : مَا أَجْلَسَكُمْ؟ فَقَالُوْا : جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللهَ وَنَحْمَدُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِهِ، فَقَالَ : آللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذٰلِكَ؟ قَالُوْا : وَاللهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذٰلِكَ قَالَ : أَمَا إِنِّيْ أَسْتَحْلِفُكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، وَلٰكِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَانِيْ، فَأَخْبَرَنِيْ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِيْ بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ.

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'মু'আবিয়াহ্ মাসজিদে গেলেন। (মাসজিদে কিছু লোক বসা দেখতে পেয়ে) তিনি তাদেরকে বললেন, 'তোমরা কেন বসে আছ?' তারা বলল, 'মহান আল্লাহর যিক্রের উদ্দেশ্যে বসেছি।' তিনি বললেন, 'আল্লাহর শপথ! তোমরা কি এই উদ্দেশ্যেই বসেছ?' তারা বলল, 'আল্লাহর শপথ! আমরা এই উদ্দেশ্যেই বসেছি।' তিনি বললেন, 'তোমাদেরকে অবিশ্বাস করে শপথ করতে বলিনি। রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে আমার অবস্থান থাকা সত্ত্বেও আমার চেয়ে কম হাদীস কেউ বর্ণনা করেনি। রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাহাবীদের এক মজলিসে গেলেন। তিনি তাদেরকে বললেন, 'তোমরা কেন বসে আছ?' তারা বলল, 'আল্লাহ তা'আলা আমাদের ইসলামের পথে হিদায়াত নসিব করেছেন এবং এর মাধ্যমে অনুগ্রহ করেছেন, তাই বসে মহান আল্লাহর যিক্র ও প্রশংসা করছি।' তিনি বললেন, 'আল্লাহর শপথ! তোমরা কি এই উদ্দেশ্যেই বসেছ?' তারা বলল, 'আল্লাহর শপথ! আমরা এই উদ্দেশ্যেই বসেছি।' তিনি বললেন, 'তোমাদেরকে অবিশ্বাস করে শপথ করতে বলিনি। আমার কাছে জিবরীল এসে জানালেন– আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নিয়ে ফেরেশ্তাদের কাছে গর্ব করছেন।'[50]

হে আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা সংবাদ গ্রহণ করুন– আপনাদের নিয়ে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশ্তাদের সামনে গর্ব করেন। পৃথিবীর যে কোন স্থানে একত্রিত হওয়াটা যদি এতো মর্যাদার কারণ হয়, তাহলে মাসজিদে নাব্বীর পরে যে কুবা মাসজিদের স্থান, সে মাসজিদে একত্রিত হলে কতটুকু মর্যাদার কারণ হতে পারে?! এটা এমন এক মাসজিদ যে মাসজিদকে প্রথমদিন থেকেই তাক্বওয়ার ওপরে নির্মাণ করা হয়েছে, যেমন- মাসজিদে নাব্বীকে প্রথম দিন থেকেই তাক্বওয়ার উপরে নির্মাণ করা হয়েছিল। রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ মাসজিদে পায়ে হেটে ও আরোহণ করে আসতেন।

يَأْتِيْ مَسْجِدَ قُبَاءٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَأْتِيْهِ كُلَّ سَبْتٍ..... رَاكِبًا وَمَاشِيًا.

ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন– নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রত্যেক শনিবার কুবা মাসজিদ পায়দলে অথবা আরোহণ করে আসতেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা) একই কাজ করতেন।[51]

নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুবা মাসজিদ যিয়ারতের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেন বলেন–

مَنْ تَطَهَّرَ فِيْ بَيْتِهِ، ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ، فَصَلَّى فِيْهِ صَلَاةً، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ.

'যে ব্যক্তি তার বাড়িতে পবিত্রতা অর্জন করে তারপর কুবা মাসজিদে এসে সালাত আদায় করে, তার জন্য এক 'উমরার নেকী রয়েছে।'[52]

আমরা জুমু'আর রাত্রিতে একত্রিত হয়েছি। এ রাত্রি সমস্ত দিনের নেতা। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন এ দিনের মাধ্যমে উম্মাতে মুহাম্মাদীকে বৈশিষ্টমণ্ডিত করেছেন। ইয়াহূদীরা এদিন পায়নি। ফলে তাদের দিন শনিবার। নাসারারাও এদিন পায়নি। ফলে তাদের দিন রবিবার। আল্লাহ তা'আলা উম্মাতে মুহাম্মাদিকে এই দিনের দিশা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে উত্তম স্থান এবং উত্তম সময়ে একত্রিত হওয়ার সৌভাগ্য দিয়েছেন। তাই তাঁর দরবারে আমাদের দু'আ– তিনি যেন আমাদেরকে উত্তম লক্ষ্য এবং বিশুদ্ধ নিয়াতের তাওফীক্ব দান করেন! রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি

[50]. *সহীহ মুসলিম- হা: ২৭০১।*

[51] *সহীহুল বুখারী- হা: ১১৩৫; সহীহ মুসলিম- হা: ১৩৯৯।*

[52]. *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা: ১৪০২, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব- হা: ১১৮৯।*

ওয়াসাল্লাম)-এর আনুগত্যের মাধ্যমে আমাদেরকে সম্মানিত করেন এবং আমাদের জন্য খুলে দেন কল্যাণের দরজা এবং বন্ধ করে দেন অকল্যাণের দরজা!

নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-**এর আগমন যাবতীয় কল্যাণসহকারে :** সম্মানিত ভ্রাতৃমণ্ডলী! আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে যাবতীয় কল্যাণ-সহকারে প্রেরণ করেছেন। তিনি তাঁকে সিরাতে মুস্তাকিম সন্ধান দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

"বলুন, 'আমার রব তো আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন, ইবরাহীমের মিল্লাত (আদর্শ), তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।"[৫৩]

তিনি আরো বলেন,

﴿وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ﴾

"এটাই আপনার রব নির্দেশিত সরল পথ। যারা উপদেশ গ্রহণ করে আমরা তাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করেছি।"[৫৪]

তিনি অন্যত্র বলেন :

﴿وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

"আর আপনি তো তাদেরকে সরল পথের দিকেই আহ্বান করছেন।"[৫৫]

তিনি আরও বলেন :

﴿فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

"কাজেই আপনার প্রতি যা ওয়াহী করা হয়েছে তা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করুন। নিশ্চয় আপনি সরল পথে রয়েছেন।"[৫৬]

[৫৩]. *সূরা আল আন'আম ৬ : ১৬১।*
[৫৪]. *সূরা আল আন'আম ৬ : ১২৬।*
[৫৫]. *সূরা আল মু'মিনূন ২৩ : ৭৩।*
[৫৬]. *সূরা আয্ যুখরুফ ৪৩ : ৪৩।*

ভ্রাতৃমণ্ডলী! মুসলিম মাত্রই আদিষ্ট– সে প্রত্যেক দিন বারবার মহান আল্লাহর কাছে সিরাতে মুস্তাকিমের পথিক হওয়ার আকুতি করবে। তাকে সালাতের প্রত্যেক রাক'আতে সূরা আল ফাতিহাহ্ পাঠের আদেশ দেওয়া হয়েছে। আর সূরা আল ফাতিহায় রয়েছে–

﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾

"হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে সিরাতে মুস্তাকিমের পথ দেখাও।"[৫৭]

সিরাতে মুস্তাকিমের মাধ্যমে সফলতা লাভের উপায় : আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি রহমাতুল্লিল 'আলামীন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আনীত বিধান আঁকড়ে ধরবে, সে সিরাতে মুস্তাকিমে চলার তাওফীক্ব পাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

"আর কিভাবে তোমরা কুফ্‌রী করবে অথচ আল্লাহর আয়াতসমূহ তোমাদের কাছে তিলাওয়াত করা হয় এবং তোমাদের মধ্যে তাঁর রাসূল রয়েছেন? আর কেউ আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করলে সে অবশ্যই সরল পথের হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে।"[৫৮]

আল্লাহ তা'আলা অবিচল থাকার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে বলেন :

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾

"নিশ্চয় যারা বলে, 'আমাদের রব আল্লাহ' তারপর অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশ্‌তা নাযিল হয়ে (বলে) যে, 'তোমরা ভীত হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও।"[৫৯]

আল্লাহ তা'আলা ওয়া'দা দিয়েছেন আর আল্লাহ তা'আলার ওয়া'দা সত্য যে, 'যদি তারা অবিচল থাকে,

[৫৭]. *সূরা আল ফাতিহাহ্ ১ : ৬।*
[৫৮]. *সূরা আ-লি 'ইমরান ৩ : ১০১।*
[৫৯]. *সূরা ফুসসিলাত ৪১ : ৩০।*

তাহলে ফেরেশ্‌তারা তাদের ওপর অবতরণ করেন। ফেরেশ্‌তারা এসে তাদেরকে সুসংবাদ সহকারে আহ্বান করতে থাকে যে, 'তোমরা ভয় করো না, তোমরা চিন্তিত হয়ো না বরং তোমরা সেই জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো যার ওয়া'দা তোমাদের করা হয়েছে।' ফলে অবিচল ব্যক্তি থেকে সর্বপ্রকার চিন্তা দূর হয়ে যায়, অন্তর থেকে মাখলূকের ভয় বিদায় নেয় আর তার জন্য রয়েছে সুসংবাদ ও উত্তম রিয্‌ক।'

﴿وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا ۝ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا﴾

"আর তারা যদি সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত থাকত তবে অবশ্যই তাদেরকে আমরা প্রচুর বারি বর্ষণে সিক্ত করতাম, যা দ্বারা আমরা তাদেরকে পরীক্ষা করতে পারি। আর যে ব্যক্তি তার রবের স্মরণ থেকে বিমুখ হয় তিনি তাকে দুঃসহ শাস্তিতে প্রবেশ করাবেন।"[৬০]

সিরাতে মুস্তাকিমে অবিচল থাকার তত্ত্ব : উপস্থিত ভাতৃমণ্ডলী! রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে পথে চলেছেন তার ওপরে অবিচল থাকার উপায় কী? নিম্নের আয়াত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উম্মাতে মুহাম্মাদীর মধ্যে সর্বপ্রথম মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অবিচল থাকার পথে চলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾

"আপনি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছেন সেভাবে অবিচল থাকুন।"[৬১]

এই নির্দেশ শুধুমাত্র রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে খাস নয়; বরং

﴿وَمَنْ تَابَ مَعَكَ﴾

"আপনার সাথে যারা তাওবাহ্ করেছে তারাও।"[৬২]

রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সঙ্গে মু'মিনদেরকেও উল্লেখ করা হয়েছে তাদের সম্মানার্থে এবং এ আদেশের গুরুত্ব বুঝাতে।

অবিচল থাকার ব্যাপারে নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদেশ : আমাদের প্রিয় ইমাম, আমাদের আদর্শ নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অবিচল থাকার ব্যাপারে আদেশ করেছেন। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، قُلْ لِيْ فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ قَالَ : قُلْ : آمَنْتُ بِاللهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ.

সুফইয়ান ইবনু 'আবদুল্লাহ আস্ সাকাফী (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন একটি কথা বলুন যে, আমাকে এ সম্পর্কে আপনার পরে অন্য কারো কাছে জিজ্ঞেস করতে না হয়। তিনি বললেন, 'বলো আমি মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম। অতঃপর এর উপর অবিচল থাকো।[৬৩]

কী মহান প্রশ্ন! এমন মহান প্রশ্ন শুনার পরে মু'মিন ব্যক্তির কার জবাব শুনার অভিলাষে কান পাতার আগে অন্তর পাতা উচিত! অন্তরকে তৃপ্তির সাগরে ভাসাতে হৃদয়ের স্পন্দন প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জবাব! না, কশ্চিনকালেও নয়। এ প্রশ্ন ছিল মূলতঃ নিজেকে সে পথের পথিক বানাতে এবং নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ভালবাসার পাহাড় নিজের মাঝে গড়ে তুলতে। তিনি বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন একটি কথা বলুন যে, আমাকে এ সম্পর্কে আপনার পরে অন্য কারো কাছে জিজ্ঞেস করতে না হয়। তিনি বললেন, 'বলো আমি মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম। অতঃপর এর উপর অবিচল থাকো। 'বলো আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম। অতঃপর এর উপর অবিচল থাকো।'

তিনি (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন :

اسْتَقِيْمُوْا وَلَنْ تُحْصُوْا، وَاعْلَمُوْا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةَ، وَلَنْ يُحَافِظَ عَلَى الْوُضُوْءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ.

তোমরা অবিচল থাকো। কল্যাণময় 'আমল অগণিত তবে জেনে রাখো, তোমাদের উত্তম 'আমল হচ্ছে সালাত, আর কেবলমাত্র মু'মিন ব্যক্তিই ওযূর হিফাযত করে।[৬৪]

---

৬০. *সূরা আল জিন্ ৭২ : ১৬-১৭।*
৬১. *সূরা হূদ ১১ : ১১২।*
৬২. *সূরা হূদ ১১ : ১১২।*
৬৩. *সহীহ মুসলিম- হা. ৩৮।*
৬৪. *ইবনু মাজাহ- হা. ২৭৭; সহীহ।*

সিরাতে মুস্তাকিম একক নাকি একাধিক বক্র পথ?
আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, সিরাতে মুস্তাকিম একটাই। তিনি একাধিক পথের অনুসরণ করা থেকে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

"আর এ পথই আমার সরল পথ। কাজেই তোমরা এর অনুসরণ করো এবং বিভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা তাক্বওয়ার অধিকারী হও।"[৬৫]

মহান রব আমাদের জন্য স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, সিরাতে মুস্তাকিমে অবিচল থাকাতে রয়েছে হিদায়াত এবং অবিচল না থেকে ভিন্ন পথে চলাতে রয়েছে ভ্রষ্টতা। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾

"যে ব্যক্তি ঝুঁকে মুখে ভর দিয়ে চলে, সে-ই কি ঠিক পথে চলে, না কি সে ব্যক্তি যে সোজা হয়ে সরল পথে চলে।"[৬৬]

বিচ্যুতি তত্ত্ব : দয়াময় রব আমাদের অবহিত করেছেন যে, শয়ত্বানের অঙ্গীকার হচ্ছে, সে সীরাতে মুস্তাকিমে ওৎপেতে বসে থেকে আমাদেরকে বিচ্যুত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পথের দিকে হাকিয়ে নিয়ে যাবে। বিতাড়িত শয়ত্বান সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ○ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾

"সে বলল, 'আপনি যে আমাকে পথভ্রষ্ট করলেন, সে কারণে অবশ্যই অবশ্যই আমি আপনার সরল পথে মানুষের জন্য বসে থাকব।' 'তারপর অবশ্যই আমি তাদের কাছে আসব তাদের সামনে থেকে ও তাদের পিছন থেকে, তাদের ডানদিক থেকে ও তাদের বাম দিক থেকে এবং আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না।'[৬৭]

আদম সন্তানকে সিরাতে মুস্তাকিম থেকে বিচ্যুত করার লক্ষ্যে শয়ত্বান অনেক পথ ও মত আবিষ্কার করেছে। তাই ভিন্ন পথ ও মতে চলা মানে বিচ্যুতি শিকারে পরিণত হওয়া এবং সিরাতে মুস্তাকিম থেকে ছিটকে পড়ে শয়ত্বানের কব্জায় চলে যাওয়া।

عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ : خَطَّ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَطًّا فَقَالَ : هَذَا سَبِيْلُ اللهِ، ثُمَّ خَطَّ خُطُوْطًا عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فَقَالَ : هَذِهِ سُبُلٌ عَلَى كُلِّ سَبِيْلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُوْ إِلَيْهِ ثُمَّ تَلاَ ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا﴾ الآيَةَ.

ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের জন্য একটি দাগ টানলেন, তারপর বললেন : এটা হচ্ছে মহান আল্লাহর রাস্তা। (সম্মানিত ভ্রাতৃমণ্ডলী! মাত্র একটাই দাগ।) যার সম্পর্কে বললেন, এটা হচ্ছে আল্লাহর রাস্তা। তারপর তিনি তার ডানে বামে অনেকগুলো দাগ টেনে বললেন : এগুলো হচ্ছে একাধিক পথ। আর প্রত্যেক পথে শয়ত্বান রয়েছে। সে তার দিকে ডাকে। তারপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন, 'আর এ পথই আমার সরল পথ। কাজেই তোমরা এর অনুসরণ করো এবং বিভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। "এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা তাক্বওয়ার অধিকারী হও"[৬৮]।[৬৯]

সম্মানিত বন্ধুগণ! বিচ্যুতি হচ্ছে সিরাতে মুস্তাকিম থেকে ছিটকে পড়ে ভিন্ন রাস্তায় চলা। আর তা হতে পারে বাড়াবাড়ি ও সংযোজনের মাধ্যমে; ছাড়াছাড়ি ও শিথিলতার মাধ্যমে; সংশয় সন্দেহের মাধ্যমে; প্রবৃত্তির মাধ্যমে। আবার কখনো হতে পারে ওয়াজিব ত্যাগ করার মাধ্যমে; হারাম কাজে জড়িত হওয়ার মাধ্যমে অথবা বিদ'আত অর্থাৎ- ইসলামের নামে নতুন আবিষ্কৃত কর্মে জড়িত হওয়ার মাধ্যমে। *[চলবে]*

---

[৬৫]. *সূরা আল আন'আম ৬ : ১৫৩।*
[৬৬]. *সূরা আল মূলক ৬৭ : ২২।*
[৬৭]. *সূরাহ্ আল আ'রাফ ৭ : ১৬-১৭।*
[৬৮] *সূরা আল আন'আম ৬ : ১৫৩।*
[৬৯]. *সহীহ ইবনু হিব্বান- হা. ৬; আলবানী (রাহিমাহুল্লা-হ) হাসান বলেছেন, মিশকাত- হা. ১৬৬।*

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শির্ক : কুরআন-হাদীসভিত্তিক পর্যালোচনা

–মুহাম্মদ আব্দুল জলিল খান*

ভূমিকা : ‘ঈমান’ মুসলিমের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। তাওহীদ ও একত্ববাদ এই ঈমানের মূল ভিত্তি। আর এই মূল ভিত্তি বিধ্বংসী কাজ শির্ক। আমাদের দেশে এই ভয়াবহ শির্ক সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার বড় অভাব। সেই জন্য সমগ্র সমাজে রয়েছে শির্কের ছড়াছড়ি। মুসলিম অধ্যুষিত এই দেশটিকে শির্ক মুক্ত করার গুরু-দায়িত্ব আমাদের সকলেরই। আর এ জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন শির্ক সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা। সেই প্রেক্ষাপটে আমাদের প্রচলিত শির্ক সম্পর্কে একটি আলোচনা ও পর্যালোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শির্কের ভয়াবহ পরিণতি : ইসলাম যে সব মূলনীতিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে, তাওহীদ বা একত্ববাদই হচ্ছে তার মূলসার। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলাকে ‘ইবাদতের (উলুহিয়াত) ক্ষেত্রে, সৃষ্ট বিষয়ক ও সবকিছু নিয়ন্ত্রণের (রবুবিয়াত) ক্ষেত্রে, নামও বিশেষণের (আসমাউস্ সিফাত) ক্ষেত্রে কোনও অংশীদার ছাড়াই এক একক বিশ্বাস করাকেই তাওহীদ বলে। আর এর বিপরীতটিই হচ্ছে শির্ক। ইসলামী জীবন-বিধানের প্রতিটি অনু-পরমানু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ইসলামে এমন কোন নিয়মনীতি নেই, যেখানে এই শির্কের সামান্য গন্ধও খুঁজে পাওয়া যাবে। ইসলামে শির্ক হচ্ছে একটি ভয়াবহ কাবীরাহ গুনাহ। আমাদের সমাজের অনেক ‘আলেম ও বিদ্বানগণও জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, না বুঝে, অলক্ষ্যে কিংবা আধুনিক ইসলামের প্রবক্তা সেজে মুসলমানের ‘আক্বীদাহ্ বিশ্বাসের মূলসার– এই তাওহীদকে উপেক্ষা করে শিরকে নিমজ্জিত হচ্ছেন। মহান আল্লাহর বাণী–

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُوْنَ﴾

অর্থাৎ- “অনেক মানুষ আল্লাহর উপর ঈমান আনার পরও তারা মুশরিক।”[৭০]

তাওহীদ ও শির্ক পরস্পরে সাংঘর্ষিক। যে তাওহীদ লালন করবে, সে একত্ববাদী মুসলমান। আর যে শির্ক চর্চা করবে সে মুশরিক। মুসলমান বলে দাবী করার তার কোন অধিকার নেই। শির্কের পাপ জঘন্য পাপ। যারা এই পাপের ধুম্রজালে জড়িয়ে যায়, তারা মহান আল্লাহর ক্ষমা থেকে চিরতরে বঞ্চিত হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيْمًا﴾

“যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক বানায়, আল্লাহ নিঃসন্দেহে তাকে ক্ষমা করবেন না। এছাড়া যাকে তিনি চান ক্ষমা করবেন। আর যে-ই আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে এক মহাপাপ করে।”[৭১]

শির্ক জাহান্নামকে অনির্বায করে :

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾

“নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করেছেন; তার বাসস্থান হচ্ছে জাহান্নাম। আর অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই।”[৭২]

শির্ক একটি বড় গুনাহ। রাসূল (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : "اِجْتَنِبُوْا الْمُوْبِقَاتِ : الشِّرْكُ بِاللهِ".

রাসূল (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : ধ্বংসকারী বিষয়গুলো হতে বেঁচে থাকো, আর তা হচ্ছে মহান আল্লাহর সাথে শির্ক।.....[৭৩]

আমাদের অনেকেই এই শির্কে লক্ষ্যে-অলক্ষ্যে নিমজ্জিত হই। ইচ্ছা-অনিচ্ছায় এর প্রবল স্রোতে ভেসে যাই। ভয়াল বিভীষিকাময় এই শির্ক থেকে বেঁচে

*সভাপতি- ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস ও উপ-গ্রন্থাগারিক- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

৭০ *সূরা ইউসুফ ১২ : ১০৬।*
৭১ *সূরা আন্ নিসা ৪ : ৪৮।*
৭২ *সূরা আল মায়িদাহ্ ৫ : ৭২।*
৭৩ *সহীহুল বুখারী- হা: ৫৭৬৪।*

থাকার জন্য শির্‌ক সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

বাংলাদেশে শির্‌ক : বাংলাদেশ ইসলামের মূল ভূখণ্ড মাক্কাহ্ মুকাররামাহ ও মাদীনাহ্ মুনাওয়ারাহ হতে অনেক দূরে অবস্থিত। ইসলাম এই ভূখণ্ডে প্রবেশ করার পূর্বে এই উপ-মহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো এই ভূখণ্ডও বহু ঈশ্বরবাদী 'আক্বীদার লালন ভূমি ছিল। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা মূলতঃ তাওহীদবাদী জীবন ব্যবস্থা। একত্ববাদকে কেন্দ্র করেই ইসলামী সংস্কৃতি আবর্তিত হয়। এই ভূখণ্ডের যারা এই জীবন ব্যবস্থাকে গ্রহণ করেছিলেন, মূলতঃ তারা ছিলেন অন্য ধর্মাবলম্বী। নিখাদ একত্ববাদ কেন্দ্রিক ইসলাম এই ভূখণ্ডের জনসাধারণ যখন গ্রহণ করেছিলেন তখন তারা সরাসরি বহু ইশ্বরবাদী দর্শনকে নিজেদের মন-মস্তিষ্ক থেকে সম্পূর্ণভাবে ঝেড়ে ফেললেও তাদের সমাজ-সামাজিকতা, আচার-অনুষ্ঠান, কৃষ্টি-সভ্যতার সবকিছু কিন্তু বহু ঈশ্বরবাদী দর্শন মুক্ত হতে পারেনি।[৭৪]

তাছাড়া এ ভূখণ্ডের অনেকেই তাদের পূর্ব-পুরুষের ধর্ম পরিত্যাগ করে মুসলমানও হয়নি। সেজন্য তাদের বহু ঈশ্বরবাদী শির্‌ক এ ভূখণ্ডে ছিল বেশ জোরদার। সে জন্য বলা যায়, এখানের অনেকেই মুসলমান হলেও এ ভূখণ্ড শির্‌ক 'আক্বীদাহ্ বিশ্বাসের অক্টোপাশ হতে কখনো পরিপূর্ণ মুক্ত হয়নি। আমাদের সমাজে যে শির্‌কের ছড়াছড়ি পরিলক্ষিত হচ্ছে, তার একটা বড় অংশ আমাদের আশেপাশে বিদ্যমান এই বহু ঈশ্বরবাদ ও শির্‌কের প্রভাবেরই ফল। পারস্যের অগ্নি উপাসকদের ও হিমালয় উপমহাদেশের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে প্রচলিত শির্‌কের প্রভাবও এ অঞ্চলের মুসলিম সংস্কৃতিতে লক্ষণীয়। একদিকে চারিপার্শ্বে বহু ঈশ্বরবাদী শির্‌ক 'আক্বীদাহ্-বিশ্বাস প্রভাবিত আচার-আচরণ, সমাজ-সামাজিকতা, নিয়ম-পদ্ধতি; অপরদিকে মুসলিম বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষকতায় পুরাতন যুগ থেকে বাংলাদেশের মুসলমান সমাজের একটা বড় স্থান শির্‌ক দখল করে নিয়েছে।[৭৫]

[৭৪] *মাওলানা আকরাম খাঁ, মোসলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, আজাদ এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা ১৯৬৫, প্রথম মুদ্রণ, পৃ: ৯৮।*
[৭৫] *প্রাগুক্ত- পৃ: ৫৬ ও ৯৮।*

খালিস ইসলামী জ্ঞানের স্বল্পতা, মানুষ হিসাবে স্বীয় মর্যাদার ব্যাপারে উদাসীনতা, পূর্বপুরুষদের অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডের প্রতি অন্ধ অনুকরণ, ধর্মীয় ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে অতিরঞ্জন। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল, ভ্রান্ত ধারণার প্রতি অসচেতনতা প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই শির্‌কের অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি শির্‌ক সংক্ষেপে আলোচিত হলো–

জ্যোতিষ বিদ্যা ও ভাগ্য গণনা : অদৃশ্য বস্তু ও ভবিষ্যত বিষয় জানা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য নির্ধারিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾

"আপনি বলুন, একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আসমান ও জমিনের কেউ অদৃশ্যের সংবাদ জানেন না।"[৭৬]

আমাদের দেশে জ্যোতিষ বিদ্যা, রাশি নির্ণয়, ভাগ্য গণনা, পাখীর মাধ্যমে ভাগ্য পরীক্ষার নামে যে সকল কাজ-কর্মের ছড়াছড়ি পরিলক্ষিত হয়, তা ভবিষ্যত জানারই অপচেষ্টা মাত্র। এটি মূলতঃ শির্‌ক। বড় বড় সাইন বোর্ড টাঙ্গিয়ে ভাগ্য গণনা ও রাশি নির্ণয়ের জন্য প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছে। পত্রিকায় ঘটা করে রাশি নির্ধারণ পূর্বক ভবিষ্যতবাণী করা হয়। কোথাও ভাগ্য নির্ধারণের জন্য যন্ত্রও বসানো হয়েছে। শহরের রাস্তাঘাটে পাখি দিয়েও ভাগ্য নির্ধারনের মিথ্যা অপচেষ্টা চলে। রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

"যে ব্যক্তি কোন গণক-ঠাকুরের কাছে আসে এবং তাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে, ৪০ রাত পর্যন্ত তার কোন সালাত কবুল হয় না।"[৭৭]

"যে ব্যক্তি জ্যোতিষীর কাছে আসলো এবং সে যা বলল তা সত্য মনে করল, সে মূলতঃ মুহাম্মদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা অবিশ্বাস করল।"[৭৮]

[৭৬] *সূরা আন্ নাম্‌ল ২৭ : ৬৫।*
[৭৭] *সহীহ মুসলিম।*
[৭৮] *সুনান আবূ দাঊদ।*

﴿إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

"নিশ্চয়ই ক্বিয়ামাতের জ্ঞান কেবল আল্লাহরই রয়েছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যা জরায়ুতে আছে। কেউ জানে না আগামীকাল কি সে অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন্ স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সব বিষয়ে অবহিত।"[৭৯]

ক্ববরকে মাসজিদ তথা সাজদার জায়গা বানানো : ইসলাম ক্ববরের পবিত্রতা রক্ষা ও মৃত ব্যক্তির জন্য মাগফিরাত কামনা বৈধ মনে করে। তবে ক্ববরে সাজদাহ্, মানত, স্পর্শ করে বারাকাত হাসিল, চুমুদান, প্রদীপ জ্বালানো, সম্মান প্রদর্শন প্রভৃতিকে শিরকের অংশ মনে করে। ক্ববর সম্পর্কে ইসলামের বাণী অত্যন্ত পরিস্কার। বর্ণিত হয়েছে–

أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «نَهَى أَنْ يَقْعُدَ عَلَى الْقَبْرِ، وَأَنْ يُقَصَّصَ وَيُبْنَى عَلَيْهِ».

"রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ক্ববর পাকা করতে এবং তার উপর ঘর বানাতে নিষেধ করেছেন।"[৮০]

রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

"মহান আল্লাহর প্রচণ্ড গযব ঐ সম্প্রদায়ের উপর, যারা তাদের নাবীদের ক্ববরকে মাসজিদ (সাজদার জায়গা) বানিয়েছে।"[৮১]

لَعَنَ اللهُ قَوْمًا اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

"মহান আল্লাহর লা'নাত ঐ জাতির উপর, যারা তাদের নাবীগণের ক্ববরগুলোকে মাসজিদ অর্থাৎ- সাজদাহ করার স্থান হিসেবে বানিয়েছে।"[৮২]

ক্ববরবাসীর কাছে কোন কিছু চাওয়া যেনো আজ অনেকটা আমাদের সংস্কৃতিরই অংশ হিসাবে পরিণত হতে যাচ্ছে। এটিও পরিস্কার শির্ক, এ থেকে মুসলমানদের মুক্ত হওয়া উচিৎ। ক্ববর গাঁথা, ক্ববরবাসীকে সম্মান দেখানোর লক্ষ্যে ক্ববরে বাতি দান, পুস্পমাল্য অর্পন পার্থিব বিচারেও পাগলামী ছাড়া কিছু নয়। এর সামান্য কিছুও কি অস্থি মজ্জা বিলুপ্ত এই মৃত ব্যক্তি উপভোগ করতে পারে?

মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের কাছে চাওয়া : ভাল-মন্দ, বাঁচা-মরা, সন্তান দান, চাকুরী পাওয়া, জান্নাত প্রাপ্তি, গুনাহ মাফ, এইসব দেয়ার একমাত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾

"আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারা তোমার কোন মঙ্গল বা অমঙ্গল করার ক্ষমতা রাখে না তাদের কাছে কোন কিছু চেও না, যদি তুমি তা করো তাহলে তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[৮৩]

সুতরাং সবকিছু দেয়ার একচ্ছত্র মালিকই হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা। আমাদের দেশে মৃতব্যক্তি, ওলী, পীর, মুরব্বী, খাজা প্রমূখ ব্যক্তিদের কাছে চাওয়ার যে প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, তা স্পষ্ট শির্কেরই অন্তর্ভুক্ত। যেমনটি কুরআনে বলা হয়েছে–

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾

"এবং তোমাদের রব বলেছেন– আমার কাছে চাও, আমি তা দেবো।"[৮৪]

সুতরাং বান্দা তার রবের কাছেই চাইবে। অন্য কারো ওয়াসীলায় চাওয়া মূলতঃ এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার একচ্ছত্র অধিকার যেমন- খর্ব হয়, তেমনি অন্যকেও এ কাজে জড়িয়ে ফেলা হয়, সেজন্য এটি শির্কের নামান্তর। এছাড়া সমাজের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের ইন্তিকালের পর তাদের স্মরণার্থে তাদেরই প্রতিকৃতি তৈরী করা, *[২২ পৃষ্ঠায় দেখুন]*

---

[৭৯] *সূরা লুক্বমা-ন ৩১ : ৩৪।*
[৮০] *সুনান আবূ দাউদ- ৩য় খণ্ড, পৃ: ২১৩।*
[৮১] *ইমাম মালিক : আল মু'আত্তা, সালাত অধ্যায়, পৃ: ২৬১, ইবনু আবী শায়বাহ্ : মুসান্নিফ/৩৪৫।*
[৮২] *ইমাম আহমাদ, মুসনাদ আহমাদ, ২/২৪৬।*
[৮৩] *সূরা ইউনুস ১০ : ১০৬।*
[৮৪] *সূরা আল মু'মিন ৪০ : ৬০।*

حياة الصحابة \ mvnvev PwiZ

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)'র সংক্ষিপ্ত জীবনী

–শাইখ মোঃ আমীনুল ইসলাম*

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অন্যতম সহচর এবং তাঁর বাক্য ও কর্মের উৎসাহী প্রচারক। তিনি দক্ষিণ 'আরবের আয্দ গোত্রের সুলায়ম ইবনু ফাহ্ম বংশোদ্ভূত। 'আবূ হুরাইরাহ্' উপনামে তিনি সমাধিক পরিচিত। তাঁর প্রকৃত নাম সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী বর্ণনা পাওয়া যায়। অধিকতর বিশ্বস্ত বিবরণ মতে তাঁর নাম 'আবদুর রহমান ইবনু সাখর, অথবা 'উমায়র ইবনু আমির। বিড়ালের প্রতি স্নেহাধিক্যের জন্য তিনি আবূ হুরাইরাহ্ অর্থাৎ- ছোট বিড়ালের পিতা নামে অভিহিত হন। এ উপনামের জনপ্রিয়তা তাঁর আসল নামটিকে আড়াল করে দাঁড়ায়।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) হুদায়বিয়ার সন্ধি এবং খায়বার যুদ্ধের অন্তর্বর্তী সময়ে মাদীনায় আগমন করে ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স ত্রিশ বছরের মতো। তখন থেকে তিনি রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র সাহচর্য অবলম্বন করেন এবং 'আসহাবে সুফ্ফা'-এর অন্তর্ভুক্ত হন। মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খিদমতের প্রত্যেকটি সুযোগ গ্রহণ মানসে এবং তাঁর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী শুনার ঐকান্তিক আগ্রহে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) সর্বদা ছায়ার ন্যায় তাঁর অনুগামী হন; এমন কি তিনি প্রায়ই মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওযূ এবং শৌচের জন্য পানির পাত্র নিয়ে যেতেন, হাজ্জ এবং জিহাদে তাঁর অনুগামী হতেন। রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে খাদ্য হাদিয়া পেতেন, তা সবই প্রায় আসহাবে সুফ্ফার মধ্যে বন্টন করে দিতেন। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-এর ভাগে যতটুকু পড়ত, অত্যন্ত অপর্যাপ্ত হলেও তা খেয়েই তিনি দিন কাটিয়ে দিতেন।

সাহাবীগণ তাঁকে কখনও ক্ষুধায় কাতর দেখলে নিজেদের গৃহে ডেকে এনে আহার করাতেন। একবার জা'ফার ইবনু আবী ত্বালিব তাঁকে সাথে নিয়ে যান; কিন্তু তাঁর ঘরে কিছু না থাকায় ঘি-এর শূণ্য পাত্রটি হাযির করলেন। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) তা-ই চেটে-পুটে ক্ষুদা নিবারণের প্রয়াস পেলেন। অনেক সময় খেজুর আর পানি খেয়েই তিনি দিনের পর দিন অতিবাহিত করতেন। কখনও কখনও পেটে পাথর বেঁধে শুয়ে থাকতেন, কিন্তু কোনদিন কারও নিকট কিছু চাইতেন না।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) সর্বাপেক্ষা অধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের মোট সংখ্যা ৫৩৭৪ (পাঁচ হাজার তিনশ' চুয়াত্তর)। তার মধ্যে সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম উভয় গ্রন্থে রয়েছে মোট ৩২৫টি হাদীস, এককভাবে সহীহুল বুখারীতে রয়েছে ৭৯টি। আর সহীহ মুসলিমে ৭৩টি হাদীস।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-এর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য। একবার আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বললেন, আমি আপনার নিকিট বহু হাদীস শুনি কিন্তু ভুলে যাই। রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে বললেন, তোমার গায়ের চাদর খুলে ধরো। তিনি তা খুলে ধরলেন, আর রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কথা বলে গেলেন। তারপর রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) চাদরটি গুটিয়ে নিয়ে নিজ বক্ষে চেপে ধরলেন। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বলেন, তারপর আমি আর কোনদিন কোন হাদীস ভুলিনি। কোন সাহাবী আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-এর উপরোক্ত উক্তির প্রতিবাদ করেননি। তিনি বলতেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা) ব্যতীত আমার চেয়ে অধিক হাদীস আর কেউ-ই জানে না। কিন্তু ইবনু 'আম্র বলেন, হাদীসে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) আমার

* *মুদার্‌রিসুল হাদীস- মাদরাসা দারুস সুন্নাহ, মীরপুর, ঢাকা।*

চেয়ে অধিক জ্ঞান রাখেন। স্বয়ং ‘উমার (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু) সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু) আমাদের তুলনায় হাদীস শ্রবণের অধিকতর সুযোগ লাভ করেছেন এবং তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু)-এর একটি অভ্যাস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি হাদীস বর্ণনার পূর্বে বরাবর রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করতেন, “যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার নামে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করবে, সে জাহান্নামের আগুনে তার বাসস্থান রচনা করবে।”

রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট থেকে সরাসরি হাদীস শ্রবণ ছাড়াও আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু) বিশিষ্ট সাহাবীগণের মধ্যে আবূ বাক্র, ‘উমার, ফাযল ইবনুল ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হুম) প্রমুখ হতে হাদীস গ্রহণ করেন এবং তা বর্ণনা করেন। অপরপক্ষে ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লা-হ)-এর বর্ণনা মতে আটশত রাবী তাঁর নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। সাহাবীগণের মধ্যে ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস, ইবনু ‘উমার, জাবির ও আনাস (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হুম) প্রমুখ তাঁর নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন। অনেক সময় ‘উমার, ‘উসমান, ‘আলী, ত্বালহাহ্ ও যুবায়র (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হুমা) প্রয়োজনে তাঁর কাছে হাদীসের অনুসন্ধান করতেন।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু)-এর দেহের রং ছিল গৌর, অপর এক বর্ণনায় কিঞ্চিত গৈরিক, দুই কাধ ছিল প্রশস্ত, মেজাজ বিনম্র ভাল কাজে তিনি ছিলেন উদ্যোগী, মেহমানদারীতে ছিলেন অগ্রণী। রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সময়ে সংসার বিরাগীরূপে চরম দারিদ্রে দিন কাটালেও পরবর্তী জীবনে তিনি বিবাহ করে সংসারী হন, সন্তান-সন্ততির পিতা এবং ধন সম্পদের অধিকারী হন। প্রাচুর্যের সময় অভাবের কথা স্মরণ করে তিনি মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু) অতি ধর্মভীরু এবং রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাতের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন। ইসলামী শরী‘আতে তাঁর ব্যুৎপত্তি এবং বিদ্যা-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞায় ‘উমার (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু)-এর গভীর আস্থা ছিল। তিনি তাঁকে বাহরাইন প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। অর্থ সঞ্চয়ের অপবাদে তাঁকে বরখাস্ত করেন, যথাবিহিত অনুসন্ধানের মাধ্যমে সন্দেহ দূর হলে পরে তাঁকে পুনরায় উক্ত পদ গ্রহণের অনুরোধ জানান। কিন্তু আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু)-এর আহত আত্ম-সম্মানবোধ উক্ত পদ পুনঃ গ্রহণে তাঁকে নিরুৎসাহ করে তোলে। ফলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। মু‘আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু)-এর খিলাফত কালে মাদীনার শাসনকর্তা মারওয়ান আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু)-এর হাদীস স্মরণ রাখার অদ্ভুত শক্তি এবং হুবহু বর্ণনার আশ্চর্য ক্ষমতা তাঁর অজান্তে পরীক্ষা করে তাঁর প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাশীল হয়েছিলেন।

‘উমার (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু) থেকে মু‘আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু) পর্যন্ত প্রত্যেক খালীফা তাঁর নিকট হাদীস অনুসন্ধান করতেন এবং সাহাবী ও তাবি‘ঈগণ যে কোন প্রশ্নের মীমাংসার জন্য তাঁর নিকট যেতেন। এতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু) ছিলেন একজন শারী‘আতজ্ঞ প্রজ্ঞাশীল এবং মুহাক্কিক ফাকীহ্। তাঁর সরলতা, সততা এবং বিশ্বস্ততা ছিল প্রশ্নাতীত। রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বহু গুরুত্বপূর্ণ হাদীস তথা ইসলামের বহু অমূল্য শিক্ষার প্রচারে তাঁর অতুলনীয় ভূমিকা কৃতজ্ঞতার সাথে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর মৃত্যুসন সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। তিনি মতান্তরে ৫৭/৬৭৬-৫৮/৬৭৭-৫৯/৬৭৮ সনে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল আটাত্তরের কাছাকাছি। ওয়ালীদ ইবনু ‘উক্বাহ ইবনু আবী সুফইয়ান তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন। সাহাবীগণের মধ্যে ইবনু ‘উমার এবং আবূ সা‘ঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হুমা) শরীক হন। মাদীনার অদূরে কাসবা নামক স্থানে তাঁর মৃত্যু হয়। পরে সেখান থেকে তাঁর লাশ মাদীনায় এনে সমাধিস্থ করা হয়।

(ইবনু কাসীর, আল বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ্, নতুন সংস্করণ [দারুল ফিক্র বৈরুত, লেবানন, ১৩৯৮/১৯৭৭], পৃ: ৩১৫; ইবনু হাজার, তাকরীবুত্ তাহ্যীব, হাশিয়াহ- পৃ: ৪৪১)

قصص الحديث \ Kvmvm j nv`xm

‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হা)-এর প্রতি মিথ্যা অপবাদ

-গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক*

‘উরওয়াহ্ ইবনু যুবায়ির, সা‘ঈদ ইবনু মুসাইয়াব, ‘আলকামাহ্ ইবনু ওয়াক্কাস, ‘উবাইদুল্লাহ ইবনু ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ নাবী (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্ত্রী ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হা) থেকে তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদের ঘটনা সম্পর্কে হাদীস রিওয়ায়াত করেন। রাবী যুহরী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন, তাঁদের প্রত্যেকেই হাদীসটির অংশ বিশেষ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি স্মরণ রাখা ও সঠিকভাবে বর্ণনা করায় তাঁদের কেউ কেউ অপরের চেয়ে অধিকতর অগ্রগামী ও নির্ভরযোগ্য। ইবনু শিহাব বর্ণনা করেন, তাঁরা ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হা) থেকে আমার নিকটে বর্ণনা করেছেন, আমি তা মনোযোগ সহকারে স্মরণ রেখেছি। তাঁদের একজনের বর্ণিত হাদীসের অংশ বিশেষ অপরের বর্ণিত হাদীসের অংশ বিশেষের সত্যতা প্রতিপন্ন করে। তাঁরা সকলেই ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হা) থেকে বর্ণনা করেন। ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভ্রমণে যাওয়ার সময় তাঁর স্ত্রীদের মাঝে লটারির মাধ্যমে যার নাম উঠত, তাঁকে সাথে নিতেন। ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হা) বলেন, এরূপ কোন এক জিহাদে নাবী (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের মাঝে লটারি করলে তাতে আমার নাম উঠে। তাই এ সফরে আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথী হলাম। এটা পর্দার বিধি-বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পরবর্তী সময়ের ঘটনা। পর্দা রক্ষার জন্য আমাকে হাওদাসহ সওয়ারীতে উঠানো ও নামানো হত। এভাবে আমাদের ভ্রমণ চলতে থাকল। অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিহাদ শেষে বাড়ি ফিরলেন। ফেরার পথে মাদীনার কাছাকাছি হলে তিনি একদিন রাতের বেলা প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেন। যাত্রা করার ঘোষণা হলে আমি উঠে (প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে) পায়ে হেঁটে সেনাছাউনি পার হয়ে গেলাম এবং প্রয়োজন সেরে আমার আরোহীর নিকটে উপস্থিত হয়ে বুকে হাত দিয়ে দেখতে পেলাম, আমার গলার হারখানা ছিঁড়ে কোথাও পড়ে গেছে। আমি ফিরে গিয়ে তা অনুসন্ধান করতে আরম্ভ করলাম। তাতে আমার বিলম্ব হয়ে গেল। যে লোকগুলো সওয়ারীর পিঠে আমার হাওদা উঠিয়ে দিত, তারা এসে আমার উটের পিঠে হাওদা উঠিয়ে দেয়। তারা মনে করেছিল, আমি হাওদার ভিতরেই আছি। কারণ, খাদ্যাভাবে মেয়েরা তখন হালকা পাতলা হয়ে গিয়েছিল। তাদের শরীরে তখনো বেশি মাংস বৃদ্ধি পায়নি। তারা খুব অল্প পরিমাণ খাদ্য খেতে পেত। অধিকন্তু আমি তখন অল্প বয়স্কা একজন কিশোরী ছিলাম। তাই তারা শূন্য হাওদা উটের পিঠে উঠানোর সময় বুঝতেই পারেনি, আমি তাতে নেই। এরপর তারা উট হাঁকিয়ে চলে গেল। সেনাদল প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার পর আমি আমার হার খুঁজে পেলাম এবং ফিরে এসে দেখতে পেলাম, সেখানে কেউই নেই। আমি মনে করলাম, তারা আমাকে দেখতে না পেলে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করবে। অতএব, আমি যে জায়গাতে ছিলাম (রাত যাপন করছিলাম), সেখানে গিয়ে বসে পড়লাম এবং বসে বসে ঘুম পেলে ঘুমিয়ে পড়লাম। বানী সুলাইম সম্প্রদায়ের যাকওয়ান শাখার সাফওয়ান ইবনু মু‘আত্তাল যাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেনাদলের ফেলে যাওয়া দ্রব্যসামগ্রী কুড়িয়ে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন- সেনাদল রওয়ানা প্রস্তুত হয়ে চলে যাওয়ার পর তিনি সেখানেই ছিলেন। ভোর বেলা তিনি আমার অবস্থানস্থলের কাছে উপস্থিত হয়ে আমাকে নিদ্রাবস্থায় দেখে চিনে ফেলেন এবং সজোরে “ইন্না- লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি‘উন” পড়েন। পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার আগে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। তাই আমাকে চিনতে পেরে তিনি ‘ইন্না- লিল্লা-হ.....’ পড়লে তা শুনে আমি ঘুম থেকে সজাগ হলাম এবং চাদর টেনে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললাম। আল্লাহর কসম! আমাদের মাঝে কোন কথাবার্তাই হয়নি। আর আমিও তাঁর নিকট হতে ইন্না লিল্লাহ..... ছাড়া আর কোন কথাই শুনতে পাইনি। তিনি আমাকে নেয়ার জন্য আরোহী থেকে নিচে নামেন এবং আরোহী বসিয়ে সেটার পা কষে বাঁধলে আমি তাতে আরোহণ করলাম। তিনি তখন সওয়ারী নিয়ে আগে আগে চলতে থাকলেন। অবশেষে ঠিক দুপুর বেলা প্রচণ্ড

* *প্রভাষক- সিটি মডেল কলেজ, জুরাইন, ঢাকা। লেখক- জেলা : বগুড়া।*

গরমের সময় আমরা সেনাদলের সাথে মিলিত হলাম। সে সময় তারা একস্থানে অবস্থান করছিলেন। এরপর যাদের ধ্বংস হওয়ার, তারা আমার প্রতি কুৎসা রটনা করে ধ্বংস হলো। এ কুৎসা আরোপের পুরোভাগে ছিল, মুনাফিক্ব নেতা 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সালূল।

বর্ণনাকারী 'উরওয়াহ্ বলেন, আমি জানতে পেরেছি, তার ('আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সালূলের) সম্মুখে অপবাদের কথাগুলো প্রচার করা হত, আর সে তা বাস্তব বলে স্বীকার করত এবং শুনা কথা দ্বারাই তা প্রমাণ করার চেষ্টা করত। 'উরওয়াহ্ ইবনু যুবায়ের (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) আরো বর্ণনা করেন, কুৎসা আরোপকারী লোকদের মাঝে হাস্সান ইবনু সাবিত, মিস্তাহ ইবনু উসামাহ্ এবং হামনাহ্ বিনতু জাহ্শ ব্যতীত আর কোন নাম উল্লেখ করা হয়নি। তারা গুটি কতেক লোকের একটি দল ছিল। এতটুকু ব্যতীত তাদের ব্যাপারে আমি আর কিছুই জানিনি। তাই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মাজীদে এ ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন। আর 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সালূলকে সবচেয়ে বড় অপবাদ রটনাকারী বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। 'উরওয়াহ্ ইবনু যুবায়ের (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বলেন, এ ব্যাপারে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) হাস্সান ইবনু সাবিতকে গালমন্দ করা অপছন্দ করতেন। তিনি বলেন, হাস্সান ইবনু সাবিত তার একটি কবিতায় বলেছেন, আমার ও আমার বাপ দাদার মানসম্মান মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মান সম্মান ও ইজ্জত রক্ষায় নিবেদিত।

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) বলেন : এরপর আমরা (সব মুসলিম) মাদীনায় উপস্থিত হওয়ার পর আমি একমাস পর্যন্ত রোগাক্রান্ত ছিলাম। এদিকে অপবাদের বিষয় নিয়ে মানুষদের মাঝে কানাঘুষা হতে লাগল, কিন্তু তখনো পর্যন্ত এসবের কিছুই আমি জানতাম না। তবে আমার মনে সন্দেহ হচ্ছিল এবং তা আরো দৃঢ় হচ্ছিল এ কারণে যে, অসুখের পূর্বে আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট হতে যেরূপ স্নেহ ও মায়া-মমতা পেতাম, এবারে তা পাচ্ছিলাম না। তিনি আমার কাছে গিয়ে কেবল তুমি কেমন আছ? একথা বলেই চলে আসতেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এ আচরণই আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক করে। তবে আমি কিছুটা সুস্থ হলে একদিন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ঘর থেকে বের হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ জঘন্য কুৎসার ব্যাপারে কিছুই জানতাম না। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে আমরা রাতের বেলা বের হতাম। এক রাতে বের হলে আবার পরের রাতে বের হতাম। এ ছিল আমাদের ঘরের পাশে পায়খানা (বাথরুম) নির্মাণের পূর্বের পরিস্থিতি। আমরা সাধারণ আরববাসীদের প্রাচীন অভ্যাসমত পায়খানার জন্য বসত এলাকার বাইরে মাঠ বা ঝোপঝাড়ে চলে যেতাম। আর (অভ্যাস না থাকায়) বাড়ির পার্শ্বে বাথরুম নির্মাণ করলে আমরা খুব কষ্ট পেতাম। তাই আবূ রুহ্ম ইবনু মুত্তালিব ইবনু 'আব্দে মানাফের মেয়ে উম্মু মিসতাহ আবূ বক্র সিদ্দীক (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-এর খালা সাখর ইবনু 'আমির-এর মেয়ে ছিল যার মা এবং মিসতাহ ইবনু উসামাহ্ ইবনু 'আব্বাস ইবনু মুত্তালিব ছিল যার ছেলে। তিনিও এক সময় আমার সাথে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য বের হন। আমি ও উম্মু মিস্তাহ এক সাথে গেলাম। আমাদের দরকার সেরে বাড়ি ফেরার সময় উম্মু মিসতার কাপড় পায়ে জড়িয়ে তিনি পড়ে গেলে বলে উঠলেন, মিসতাহ ধ্বংস হোক! আমি তাকে বললাম, আপনি খুব মন্দ কথা বললেন। আপনি এমন এক লোককে গালমন্দ করছেন, যিনি বদর যুদ্ধে শামিল হয়েছেন? তখন উম্মু মিস্তাহ বললেন : সে তোমার ব্যাপারে কি বলেছে, তুমি কি তা শুনতে পাওনি? 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) বলেন : তখন আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, হে উম্মু মিসতাহ! সে আমার ব্যাপারে কি বলেছে? তখন তিনি অপবাদ রটনাকারীদের ক্রিয়াকলাপ ও প্রচারণার ব্যাপারে আমাকে জানান। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) বলেন : এ সংবাদ শুনে আমার অসুস্থতা আরো বেড়ে গেল। অতঃপর আমি যখন ঘরে ফিরে এলাম রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার নিকট এসে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেমন আছ? 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) বলেন : এরপর আমি আমার পিতা-মাতার নিকটে গিয়ে বিষয়টির ব্যাপারে সঠিক সংবাদ জানতে চাইলাম। তাই আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বললাম, আপনি কি আমাকে আমার পিতা-মাতার নিকটে যাওয়ার অনুমতি দিবেন? 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) বলেন, তিনি আমাকে পিতা-মাতার নিকটে যেতে অনুমতি দেন। আমি গিয়ে আমার আম্মাকে বললাম, আম্মা! মানুষেরা কি ব্যাপারে এত কানাঘুষা ও আলোচনা করছে। তিনি বললেন, এ বিষয় নিয়ে বেশি দুশ্চিন্তা করো না। কারণ

সতীন আছে, এমন স্বামী সোহাগিনী সুন্দরী যুবতী মহিলাকে সতীনরা বদনামগ্রস্ত করবে না, এমন ঘটনা খুব কমই হয়ে থাকে। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) বলেন : আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ! মানুষেরা এমন জঘন্য বিষয় রটিয়েছে। তিনি আরো বলেন, কান্না অবস্থায় আমার সে রাত কেটে গেল। এমনকি ভোর হলো। এর মধ্যে আমার চোখের পানি বন্ধ হলো না এবং ঘুমাতেও পারলাম না। কেঁদে কেঁদে ভোরে উপনীত হলাম। এ সময় ওয়াহী আসতে দেরী হচ্ছে দেখে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ- আমার বিচ্ছেদের প্রসঙ্গে পরামর্শ চেয়ে 'আলী ইবনু আবী ত্বালিব ও উসামাহ্ ইবনু যায়েদ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-কে ডেকে পাঠান। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) বলেন, উসামাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্ত্রীদের পবিত্রতা ও তাঁদের প্রতি ভালবাসার কারণে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনার স্ত্রীর ('আয়িশাহ্) ব্যাপারে আমি ভাল ব্যতীত অন্য কিছুই জানি না। 'আলী (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আল্লাহ তো আপনার জন্য সংকীর্ণতা রাখেননি। তাকে ব্যতীত তো আরো অনেক নারী আছে। তবে আপনি দাসী বারীরাকে প্রশ্ন করে দেখুন, সে আপনাকে সত্য কথাই বলবে। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) বলেন : তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাসী বারীরাকে ডেকে বললেন, হে বারীরাহ্! তুমি 'আয়িশাহ্র কোন সন্দেহজনক আচরণ দেখেছ? বারীরাহ্ বললেন, সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য বিধানসহ প্রেরণ করেছেন, আমি তাঁর মাঝে কোন ধরনের দোষণীয় আচরণ দেখিনি। তবে তিনি অল্প বয়স্কা কিশোরী হওয়ার কারণে শুধু তাঁর এতটুকু দোষ দেখেছি যে, রুটি বানানোর জন্য আটা খামীর করে রেখে ঘুমিয়ে পড়েন আর বক্রী এসে তা খেয়ে ফেলে।

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই মুহূর্তে উঠে গেলেন এবং মিম্বারে দাঁড়িয়ে মুনাফিক্ব নেতা 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাইর বিরুদ্ধে সাহায্য কামনা করেন। তিনি বললেন, হে মুসলিমগণ! যে আমার স্ত্রী 'আয়িশাহ্ সম্পর্কে কুৎসা রটিয়ে আমাকে যন্ত্রণা দিয়েছে, তার বিরুদ্ধে তোমরা কি আমাকে সহযোগিতা করতে পার? আমি তো আমার স্ত্রী 'আয়িশার ব্যাপারে ভাল ব্যতীত মন্দ কিছু জানি না। আর তারা (অপবাদ রটনাকারীরা) এমন এক লোকের (সাফ্ওয়ান ইবনু মুআত্তালের) নাম বর্ণনা করেছে, যার ব্যাপারেও আমি ভাল ব্যতীত খারাপ ধারণা পোষণ করি না। সে তো আমার অনুপস্থিতিতে আমার স্ত্রীদের নিকটে কখনো যায়নি। একথা শুনে বানী 'আবদুল আশ্হাল সম্প্রদায়ের সা'দ ইবন মু'আয (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) উঠে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! এ প্রসঙ্গে আমি আপনাকে সহযোগিতা করব। সে যদি আওস সম্প্রদায়ের মানুষ হয়, তাহলে আমি তার শিরোচ্ছেদ করব। আর যদি আমাদের বন্ধু সম্প্রদায় খাযরাজের ব্যক্তি হয় তাহলে তার ব্যাপারে আপনি যা আদেশ করবেন আমি তা-ই করব। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) বলেন : এ সময় হাস্সান ইবনু সাবিতের মায়ের চাচাতো ভাই খাযরাজ সম্প্রদায় নেতা সা'দ ইবনু 'উবাদাহ্ দাঁড়িয়ে তার প্রতিবাদ করলেন। এ ঘটনার আগে তিনি একজন সৎ ও পুণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু সম্প্রদায় প্রীতির কারণে উত্তেজিত হয়ে সা'দ ইবনু মু'আয (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-কে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি তাকে মেরে ফেলতে পারবে না এবং তাকে হত্যা করার ক্ষমতাও তোমার নেই। সে তোমার সম্প্রদায়ের মানুষ হলে তার নিহত হওয়া তুমি অবশ্যই পছন্দ করতে না। তৎক্ষণাৎ সা'দ ইবনু মু'আযের চাচাতো ভাই উসাইদ ইবনু হুযাইর (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) উঠে সা'দ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-এর সমর্থনে বললেন, তুমিই বরং মিথ্যা বললে। আল্লাহর শপথ! আমরা অবশ্যই তাকে মেরে ফেলব। তুমি মুনাফিক্ব! তাই তুমি মুনাফিকের পক্ষ নিয়ে কথা বলছ। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) বলেন, এ সময় আওস ও খাযরাজ উভয় সম্প্রদায়ের মানুষেরা উত্তেজিত হয়ে জিহাদের ইচ্ছা পোষণ করে বসে। অথচ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখনো মিম্বারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) বলেন : অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে শান্ত করলেন এবং নিজেও আর কোন কথা বললেন না। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) বলেন, আমি সে দিন সারাক্ষণ কেঁদে কেঁদে কাটালাম। অবিরত ধারায় আমার নয়নযুগল থেকে অশ্রু বিসর্জিত হচ্ছিল। এমন কি মনে হচ্ছিল, কান্নায় আমার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হয়ে যাবে। আমি ক্রন্দনরত ছিলাম আর আমার পিতা আবূ বক্র (রাযিয়াল্লা-হু

'আন্হু) আমার পার্শ্বে বসা ছিলেন। এ সময় একজন আনসারী মহিলা আমার কাছে আসতে অনুমতি চাইলে আমি তাকে অনুমতি দিলাম। সেও আমার কাছে বসে কাঁদতে শুরু করল। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) বলেন : আমাদের অবস্থা যখন এই ছিল ঠিক সে সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের ঘরে এসে হাজির হন এবং সালাম দিয়ে বসে পড়েন। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) বলেন, কুৎসা রটনার পর থেকে আর তিনি কোন দিন আমার নিকটে এসে বসেননি। এদিকে তিনি এক মাস অপেক্ষা করার পরও আমার বিষয়ে কোন ওয়াহী আসেনি। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার নিকট বসার পর প্রথমে কালিমা শাহাদাত পড়লেন, তারপর বললেন, হে 'আয়িশাহ্! আমি তোমার প্রসঙ্গে এরূপ এরূপ অনেক কথা শুনতে পেলাম। যদি তুমি এ প্রসঙ্গে নিষ্পাপ হও, তাহলে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করবেন। আর যদি তোমার দ্বারা কোন পাপ সংঘটিত হয়েই থাকে, তাহলে মহান আল্লাহর নিকটে মাফ চাও এবং তাওবাহ্ করো। কারণ, বান্দা পাপ করার পর স্বীকার করলে এবং তাওবাহ্ করলে আল্লাহ তার তাওবাহ্ কবূল করেন। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর কথা শেষ করলে সাথে সাথে আমার অশ্রুপাত বন্ধ হয়ে গেল। এমন কি আমি আর এক বিন্দু অশ্রুও অনুভব করলাম না। আমার বাবা আবূ বক্র (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা বললেন, আমার পক্ষ হতে তার উত্তর দিন। আমার বাবা বললেন, আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এর কি উত্তর দেব, তা আমি জানি না। তখন আমি আমার মাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা বললেন, আমার পক্ষ হতে তার উত্তর দিন। মা বললেন, আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে কি উত্তর দেব তা আমি বলতে পারছি না। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) বলেন, আমি তখন ছিলাম স্বল্প বয়স্কা কিশোরী। কুরআন মাজীদও বেশি কিছু জানতাম না, কিন্তু সকলের এ অবস্থা দেখে আমিই তখন বললাম, আল্লাহর কসম! আমি জানি, আপনারা এ কুৎসার কাহিনী শুনেছেন এবং তা বিশ্বাস করে নিয়েছেন। সুতরাং এখন যদি আমি বলি, আমি নিষ্পাপ; তাহলে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আমি স্বীকার করি, যে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ভালভাবেই জানেন, আমি এ বিষয়ে নিষ্পাপ, তাহলে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন। আল্লাহর শপথ! আমি ও আপনারা আজ যে অবস্থার শিকার হয়েছি, তার জন্য নাবী ইউসুফ-এর পিতা ইয়া'কূব-এর কথার উদাহরণ ব্যতীত আর কোন উদাহরণ আমি খুঁজে পাচ্ছি না। তিনি বলেছিলেন–

﴿فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ؕ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ﴾

"এখন ধৈর্য ধারণ করাই উত্তম; আর তোমরা যা বলো সে প্রসঙ্গে আল্লাহই শুধু সাহায্যকারী।"[৮৫]

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) বলেন : একথা বলে আমি মুখ ফিরিয়ে বিছানায় চুপচাপ শুয়ে পড়লাম। আল্লাহ তা'আলা তো জানেন, আমি সে মুহূর্তেও পবিত্র। আর আমি এও জানতাম, আল্লাহ তা'আলা আমাকে পবিত্র প্রমাণ করবেন। তবে আল্লাহর শপথ! আমি কখনো মনে করিনি, আল্লাহ তা'আলা আমার বিষয়ে ওয়াহী অবতীর্ণ করবেন, যা পাঠ করা হবে। আমার কোন প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা আয়াত অবতীর্ণ করবেন, আমি নিজেকে এতখানি যোগ্য মনে করিনি; বরং আমি এতটুকু আশা করতাম, তিনি স্বপ্নের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে আমার পবিত্রতার ব্যাপারে জানিয়ে দিবেন। আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখনো তাঁর স্থান ত্যাগ করেননি এবং বাড়ির কোন মানুষ তখনও বাইরে যাননি। এ সময় তাঁর উপর ওয়াহী অবতীর্ণ শুরু হলো। ওয়াহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় যে বিশেষ কষ্টকর অবস্থা দেখা দিত, নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর ঠিক সে অবস্থা দেখা দিলো। যে বাণী তাঁর উপর অবতীর্ণ হত, তা গুরুগম্ভীর হওয়ার কারণে এরূপ হত। এমন কি প্রচণ্ড শীতের দিনেও তাঁর শরীর মুবারক হতে মতির দানার ন্যায় বিন্দু বিন্দু ঘাম গড়িয়ে পড়ত।

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কষ্টকর অবস্থার নিরসন হলে তিনি হাসিমুখে প্রথম যে কথা বললেন, তা হলো হে 'আয়িশাহ্! আল্লাহ তা'আলা তো তোমাকে পবিত্র

[৮৫] *সূরা ইউসুফ ১২ : ১৮।*

ঘোষণা করছেন। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) বলেন : একথা শুনে মা আমাকে বললেন, উঠে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সম্মান প্রদর্শন করো। আমি বললাম, আমি উঠব না এবং আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কারো প্রশংসাও করব না। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমার পবিত্রতা ঘোষণা করে যে দশটি আয়াত অবতীর্ণ করেছেন তা হলো–

﴿اِنَّ الَّذِيۡنَ جَآءُوۡ بِالۡاِفۡكِ عُصۡبَةٌ مِّنۡكُمۡ ؕ لَا تَحۡسَبُوۡهُ شَرًّا لَّـكُمۡ ؕ بَلۡ هُوَ خَيۡرٌ لَّـكُمۡ ؕ لِكُلِّ امۡرِیًٔ مِّنۡهُمۡ مَّا اكۡتَسَبَ مِنَ الۡاِثۡمِ ۚ وَالَّذِىۡ تَوَلّٰى كِبۡرَهٗ مِنۡهُمۡ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيۡمٌ ○ لَوۡ لَاۤ اِذۡ سَمِعۡتُمُوۡهُ ظَنَّ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ وَالۡمُؤۡمِنٰتُ بِاَنۡفُسِهِمۡ خَيۡرًا ۙ وَّقَالُوۡا هٰذَاۤ اِفۡكٌ مُّبِيۡنٌ ○ لَوۡ لَا جَآءُوۡ عَلَيۡهِ بِاَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَاِذۡ لَمۡ يَاۡتُوۡا بِالشُّهَدَآءِ فَاُولٰۤئِكَ عِنۡدَ اللّٰهِ هُمُ الۡكٰذِبُوۡنَ ○ وَلَوۡ لَا فَضۡلُ اللّٰهِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهٗ فِى الدُّنۡيَا وَالۡاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمۡ فِىۡ مَاۤ اَفَضۡتُمۡ فِيۡهِ عَذَابٌ عَظِيۡمٌ ○ اِذۡ تَلَقَّوۡنَهٗ بِاَلۡسِنَتِكُمۡ وَتَقُوۡلُوۡنَ بِاَفۡوَاهِكُمۡ مَّا لَيۡسَ لَـكُمۡ بِهٖ عِلۡمٌ وَّتَحۡسَبُوۡنَهٗ هَيِّنًا ۖ وَّهُوَ عِنۡدَ اللّٰهِ عَظِيۡمٌ ○ وَلَوۡ لَاۤ اِذۡ سَمِعۡتُمُوۡهُ قُلۡتُمۡ مَّا يَكُوۡنُ لَنَاۤ اَنۡ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا ۖ سُبۡحٰنَكَ هٰذَا بُهۡتَانٌ عَظِيۡمٌ ○ يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنۡ تَعُوۡدُوۡا لِمِثۡلِهٖۤ اَبَدًا اِنۡ كُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ ○ وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَـكُمُ الۡاٰيٰتِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيۡمٌ حَكِيۡمٌ ○ اِنَّ الَّذِيۡنَ يُحِبُّوۡنَ اَنۡ تَشِيۡعَ الۡفَاحِشَةُ فِى الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَهُمۡ عَذَابٌ اَلِيۡمٌ ۙ فِى الدُّنۡيَا وَالۡاٰخِرَةِ ؕ وَاللّٰهُ يَعۡلَمُ وَاَنۡتُمۡ لَا تَعۡلَمُوۡنَ ○ وَلَوۡ لَا فَضۡلُ اللّٰهِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ رَءُوۡفٌ رَّحِيۡمٌ﴾

"যারা এ অপবাদের ঝড় তুলেছে, তারা তোমাদের মধ্যকারই ছোট একটি দল। এ ঘটনা তোমরা নিজেদের জন্য ক্ষতিকর মনে করো না এবং এও তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। এ ক্ষেত্রে যে লোক যতখানি তৎপরতা দেখিয়েছে, সে ততখানি পাপ অর্জন করেছে। আর যে এ প্রসঙ্গে বড় রকমের তৎপরতা চালিয়েছে, তার জন্য আছে বড় রকমের শাস্তি। যে সময় তোমরা এটি শুনলে, তখন তোমরা ঈমানদার নারী-পুরুষ নিজেদের পরস্পরের ব্যাপারে ভাল ধারণা পোষণ করলে না কেন? কেন বললে না, এটা সুস্পষ্ট অপবাদ? তারা কেন তাদের আরোপিত অপবাদের জন্য চার জন প্রমাণ উপস্থিত করল না? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করতে পারেনি, তাই আল্লাহর নিকটে তারাই মিথ্যাবাদী। তোমাদের প্রতি পৃথিবী ও পরকালে যদি আল্লাহর রহমত না হত, তাহলে তোমাদের উপর ভয়ানক সাজা উপস্থিত হত। একটু চিন্তা করে দেখো, যখন তোমরা মুখে মুখে এ মিথ্যা কুৎসা চর্চা করছিলে এবং যে বিষয়ে আদৌ তোমাদের কোন জ্ঞান ছিল না, মুখে মুখে তার চর্চা করছিলে এবং এটাকে একটা সাধারণ বিষয় বলে ভাবছিলে, অথচ আল্লাহর কাছে তা ছিল খুবই ভয়ানক ব্যাপার। একথা শুনামাত্রই তোমরা কেন বললে না, এ প্রকারের কথা মুখ হতে বের করাও আমাদের জন্য শোভনীয় নয়। সুবহানাল্লাহ! এ তো এক গুরুতর অপবাদ। আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন। যদি তোমরা বিশ্বাসী হয়ে থাক, তাহলে ভবিষ্যতে এরূপ কাজ আর কখনো যেন না করো। তোমাদের জন্যই আল্লাহ তাঁর আদেশসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও মহাকৌশলী। যারা চায় ঈমানদারদের মাঝে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক, তারা ইহকালের জীবনে ও পরকালেও কঠোর শাস্তির যোগ্য। আল্লাহ সবকিছু অবগত আছেন, কিন্তু তোমরা তা অবহিত নও। তোমাদের প্রতি আল্লাহর রহমত যদি না হত (তাহলে যে বিষয়টি তোমাদের মাঝে ছড়ানো হয়েছে, তার কারণে তোমরা জঘন্য পরিণামের সম্মুখীন হতে), কিন্তু আল্লাহ বড়ই দয়ালু ও মেহেরবান (তাই সে পরিণাম আসেনি)।"[৮৬]

আত্মীয়তার বন্ধন এবং দারিদ্রের কারণে আবূ বক্র সিদ্দীক (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) মিসতাহ ইবনু উসাসাকে আর্থিক সাহায্য দিতেন, কিন্তু 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা)-এর ব্যাপারে তিনি যা বলেছিলেন, সে কারণে আবূ বক্র (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) শপথ করে বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি আর কখনো মিসতাহকে আর্থিক সহায়তা দেব না। তখন আল্লাহ তা'আলা আয়াত অবতীর্ণ করলেন–

﴿وَلَا يَاۡتَلِ اُولُوا الۡفَضۡلِ مِنۡكُمۡ وَالسَّعَةِ اَنۡ يُّؤۡتُوۡۤا اُولِى الۡقُرۡبٰى وَالۡمَسٰكِيۡنَ وَالۡمُهٰجِرِيۡنَ فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۖ وَلۡيَعۡفُوۡا وَ

[৮৬] *সূরা আন্ নূর ২৪ : ১১-২০।*

لِيَصۡفَحُوۡا ؕ اَلَا تُحِبُّوۡنَ اَنۡ يَّغۡفِرَ اللّٰهُ لَـكُمۡ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ﴿۲۲﴾

"তোমাদের মাঝে যারা সম্ভ্রান্ত, মর্যাদাসম্পন্ন ও বিত্তশালী, তাদের এমন কসম করা উচিত নয়, যাতে আত্মীয়-স্বজন ও আল্লাহর পথে হিজরাতকারীদেরকে সহায়তা করবে না বরং তাদেরকে মাফ করা এবং মন থেকে গ্লানি দূর করে দেয়া তাদের কর্তব্য। শুন, তোমরা কি পছন্দ করো না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে মাফ করে দিন! প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা বড় ক্ষমাশীল ও দয়াবান।"[৮৭]

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) বলে উঠলেন, হ্যাঁ! আল্লাহর শপথ! অবশ্যই আমি পছন্দ করি, আল্লাহ তা'আলা আমাকে মাফ করুন। তাই মিসতাহ ইবনু উসাসার জন্য তিনি যে অর্থ ব্যয় করতেন তা আবার দিতে আরম্ভ করেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তাকে এ অর্থ প্রদান কখনো বন্ধ করব না। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হা) আরো বলেন : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর স্ত্রী যাইনাব বিনতু জাহ্‌শকে আমার বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, তুমি 'আয়িশার ব্যাপারে কি জানো বা দেখেছ? উত্তরে যাইনাব বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি আমার কান ও চোখকে রক্ষা করেছি। আল্লাহর শপথ! আমি 'আয়িশার ব্যাপারে ভাল ব্যতীত খারাপ কিছু জানি না। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হা) বলেন, নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই আমার সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, কিন্তু ভীতি দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁকে রক্ষা করেন। অথচ তাঁর বোন হামনাহ্ বিনতু জাহ্‌শ তাঁর পক্ষ হয়ে এ অপবাদ ছড়াচ্ছিল, আর এভাবে সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের সাথে নিঃশেষ হয়ে গেল। এ হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ ইবনু শিহাব যুহরী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন, রাবীদের পক্ষ থেকে যা আমার নিকটে এসেছে তা হলো এ হাদীস। 'উরওয়াহ্ ইবনু যুবায়ের 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আল্লাহর কসম! যে লোককে জড়িয়ে আমার ব্যাপারে কুৎসা রটনা করা হয়েছিল, এসব কথা শুনে তিনি বলতেন, সুবহানাল্লাহ! যে সত্তার হাতে আমার জীবন, তার কসম করে বলছি! আমি কখনো কোন স্ত্রীলোকের বক্ষও খুলে দেখিনি। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হা) বলেন, পরে তিনি মহান আল্লাহর পথে শাহাদাত লাভ করেছিলেন।[৮৮]

হাদীসের শিক্ষা :

১. সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হারাম।

২. কেউ যদি মিথ্যা অপবাদ দেয় তাহলে বিচলিত না হয়ে ধৈর্য ধারণ করে মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা করা।

৩. আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের কখনও লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন না।

৪. কোন ব্যক্তি যদি এ রকম মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার কাজে লিপ্ত থাকে তাহলে সে তাওবাহ্ করবে। ###

ছাত্র ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা শহরস্থ খিলগাঁও আহলে হাদীস জামে মাসজিদ ও খিলগাঁও শাখা জমঈয়ত কর্তৃক পরিচালিত **'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযি:) হাফিযিয়া মাদরাসা**'য় জানুয়ারি- ২০১৯ থেকে ছাত্র ভর্তি করা হবে।

অভিজ্ঞ হাফেয ও শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা কুরআনুল কারীম হিফ্‌য-এর পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, গণিতসহ সরকার অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী অনুসারে শিক্ষা প্রদান করা হয়। ইয়াতীম ও গরীব শিক্ষার্থীদের থাকা-খাওয়া ফ্রি।

বি.দ্র. বছরের যে কোন সময় ভর্তির সুযোগ আছে।

ধন্যবাদান্তে– মাদরাসা পরিচালনা পর্ষদ

'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযি:) হাফিযিয়া মাদরাসা

খিলগাঁও, ঢাকা।

মোবা: ০১৭১৬-৭৮৮৬৪৪; ০১৯৩৪-৪০৪২৮৬

[৮৭] *সূরা আন্ নূর ২৪ : ২২।*

[৮৮] *সহীহুল বুখারী- হা: ৪১৪১, ই: ফা: বাং, হা: ৩৮৩২, আ: প্র:, হা: ৩৮২৯।*

الاخبار عن الجمعية ॥ জমঈয়ত সংবাদ

রাবেতা ‘আলাম আল-ইসলামীর আমন্ত্রণে সেক্রেটারী জেনারেল

মুসলিম বিশ্বের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত মক্কায় অবস্থিত আন্তর্জাতিক সংস্থা রাবেতা ‘আলাম আল-ইসলামীর এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সেক্রেটারী জেনারেল শাইখ আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী আমন্ত্রিত হয়েছেন। সে লক্ষ্যে ১০ ডিসেম্বর তিনি মক্কার উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করবেন এবং ১২ ও ১৩ ডিসেম্বর সম্মেলনে যোগদান করে আগামী ১৫ ডিসেম্বর তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করবেন –ইন্শা-আল্লাহ।

ঢাকা মহানগর জমঈয়তের তাবলীগী সফর

ঢাকা মহানগর জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর উদ্যোগে গত ১৬ নভেম্বর শুক্রবার উত্তরখানের চামুরখানে এক তাবলীগী সফর অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি অধ্যাপক শাইখ মুহাম্মদ মোবারক আলীর নেতৃত্বে এ সফরে অংশগ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় ও মহানগর জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ। মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি চামুরখান আহলে হাদীস জামে মাসজিদে জুমু‘আর খুতবাহ্ প্রদান করেন। এছাড়াও উত্তরখানের বিভিন্ন মাসজিদে জুমু‘আর খুতবাহ্ প্রদান করেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সাংগঠনিক সেক্রেটারী শাইখ আব্দুন নূর বিন আব্দুল জব্বার আল মাদানী, মাদরাসা মুহাম্মদীয়া আরাবীয়ার মুহাদ্দীস শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ মাদানী, ঢাকা মহানগর জমঈয়তের সহ-সেক্রেটারী শামসুল হক শিবলী।

সালাতুল জুমু‘আর পর মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি চামুরখানে নতুন প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা দারুত তাওহীদ (ক্বওমী মাদরাসা) মাদরাসার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

সালাতুল আসরের পর কুরআন ও সহীহ হাদীস-এর আলোকে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন চামুরখান ইলাকা জমঈয়তের সেক্রেটারী মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন খান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি অধ্যাপক শাইখ মুহাম্মদ মোবারক আলী। অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন ঢাকা মহানগর জমঈয়তের সভাপতি আলহাজ্জ আলী হোসেন।

উল্লেখিত নেতৃবৃন্দ ছাড়াও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন মহানগর জমঈয়তের পাঠাগার সম্পাদক শাইখ আব্দুল মু’মিন বিন আব্দুল মালেক শাইখ জাহিদুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন মহানগর জমঈয়তের সাংগঠনিক সেক্রেটারী মুহাম্মদ সুফিয়ান সোহেল। এ সভায় বংশাল এলাকার মুসল্লিগণ অংশগ্রহণ করেন।

পরদিন ১৭ নভেম্বর শনিবার কেরাণীগঞ্জের দোলেশ্বরে ঢাকা মহানগর জমঈয়তের তাবলীগী সফর অনুষ্ঠিত হয়। দোলেশ্বর আহলে হাদীস জামে মাসজিদ ও স্থানীয় হাফিযিয়া ইসলামিয়া মাদরাসার সেক্রেটারী আলহাজ্জ আবুল হোসেন-এর সভাপতিত্বে এ সফরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন ঢাকা মহানগর জমঈয়তের সভাপতি আলহাজ্জ আলী হোসেন।

সালাতুল আসর থেকে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সাংগঠনিক সেক্রেটারী শাইখ আব্দুন নূর বিন আব্দুল জব্বার আল মাদানী, খাওয়াতীন ও আতফাল বিষয়ক সেক্রেটারী শাইখ ড. রফিকুল ইসলাম মাদানী, মহানগর জমঈয়তের সহ-সেক্রেটারী শাইখ এহসানুল্লাহ ও শাইখ শামসুল হক শিবলী, মাদরাসাতুল হাদীস- নাজিরবাজারের মুহাদ্দীস শাইখ আব্দুল মালেক আহমদ মাদানী, শাইখ জাহিদুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন মহানগর জমঈয়তের সাংগঠনিক সেক্রেটারী মুহাম্মদ সুফিয়ান সোহেল। অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে স্থানীয় শুব্বান শাখা গঠন করা হয়।

বাগেরহাট সদর এলাকা জমঈয়তের কর্মী সম্মেলন

গত ২১ নভেম্বর বুধবার বাগেরহাট সদর এলাকা জমঈয়তের কর্মী সম্মেলন গোপালকাঠী মধ্য পাড়া আহলে হাদীস জামে মাসজিদে এলাকা সভাপতি মুহাম্মদ এনামুল হক মুকুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। শুব্বান কর্মী মুহা. আতিয়ার রহমানের কণ্ঠে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে সকাল ১০টায় সম্মেলনের কার্যক্রম শুরু হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা জমঈয়ত সভাপতি অধ্যক্ষ মাওলানা আসগর আলী এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা জমঈয়ত সেক্রেটারী মুহাম্মদ আলতাফ হোসেন।

দারসুল কুরআন ও দারসুল হাদীস পেশ করেন যথাক্রমে কেন্দ্রীয় মাসজিদের ইমাম ও খতীব হাফেয আল মামুন ও চরগ্রাম ডাকুয়াপাড়া জামে মাসজিদের খতীব মো. শরিফুল ইসলাম। সভাপতির স্বাগত বক্তব্যের পর বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন মো. শহিদুল ইসলাম, মো. সাইফুল ইসলাম, শাইখ মুহা. রুহুল আমীন, শেখ একারামুল কবীর, মো. আবূ হোসেন, মো. মশিয়ার রহমান, সৈয়দ রওনাকুল ইসলাম, মো. ইউসুফ আলী, মো. শফিকুল ইসলাম আরিফ, হাফেয মেহদী ফয়সাল সৌরভ, অধ্যাপক মুহা. সেকেন্দার আলী, আলহাজ্জ মুহা. সাখাওয়াতুল ইসলাম, মো. আলতাফ হোসেন প্রমুখ। অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে ইসলামী সাধারণ জ্ঞান, সালাত ও সাংগঠনিক বিষয়ে প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সদর এলাকা জমঈয়তের সেক্রেটারী মুহা. সাখাওয়াতুল ইসলাম ও প্রচার সম্পাদক মো. শহিদুল ইসলাম।

কাঞ্চন পৌর এলাকা জমঈয়ত গঠন

কাঞ্চন পৌর এলাকা জমঈয়ত গঠন উপলক্ষে গত ২৭ অক্টোবর শনিবার কাঞ্চন উত্তর বাজার কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মাসজিদ সম্মুখে কাঞ্চন পৌর জমঈয়ত কার্যালয়ে এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলহাজ্জ মুহাম্মদ আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়ত সেক্রেটারী শাইখ কাজী ওয়ালীউল্লাহ। উপস্থিত নেতা-কর্মীদের আলোচনা-পর্যালোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সদস্যদের নিয়ে এলাকা জমঈয়ত গঠন করা হয়।

কমিটির বিবরণ : সভাপতি- আলহাজ্জ মুহাম্মদ আব্দুস সালাম, সহ-সভাপতি- আলহাজ্জ মুহাম্মদ ফিরোজ মিয়া ও আলহাজ্জ মুহাম্মদ বিল্লাল হোসেন, সেক্রেটারী- হাফেয মুহাম্মদ জুলফিকার আলী, সহ-সেক্রেটারী- আলহাজ্জ মুহাম্মদ মমিন উদ্দীন মাস্টার, কোষাধ্যক্ষ- মুহাম্মদ কবীর হোসেন, সাংগঠনিক সেক্রেটারী- মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম, দাঈ'/মুবাল্লিগ- আলহাজ্জ মুহাম্মদ ইবরাহীম মোল্লা, প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক- মুহাম্মদ আফজাল হোসেন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক- আলহাজ্জ আব্দুর রহীম ভূঁইয়া, সদস্যবৃন্দ- আলহাজ্জ মুহাম্মদ সেকান্দার আলী, আলহাজ্জ মুহাম্মদ জহির উদ্দীন, মাওলানা মুহাম্মদ শামসুজ্জামান, মাওলানা মুহাম্মদ আমীর হোসেন, মুহাম্মদ আব্দুল কাইয়্যুম মোল্লা, মুহাম্মদ আমানুল্লাহ আনু, আলহাজ্জ মুহাম্মদ সিরাজ মিয়া, মোহাম্মদ শোয়েব, আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল হালীম, মুহাম্মদ ইউনূস মোল্লা, মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, মুহাম্মদ আফাজুদ্দীন, মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ মোল্লা, মুহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ মাস্টার, আলহাজ্জ মুহাম্মদ মাহফুযুল হক।

কালাদী উত্তর আহলে হাদীস বায়তুল মামুর জামে মাসজিদ শাখা সভাপতি মাহফুজুল হক্কের ব্যবস্থাপনায় এলাকা জমঈয়তের মাসিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এলাকা জমঈয়ত সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মদ আব্দুস সালাম। উপস্থিত ছিলেন কাঞ্চন এলাকার পৌর কমিটির সাংগঠনিক সেক্রেটারী- মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ মুহাম্মদ কবীর হোসেন, সদস্য মুহাম্মদ আমানুল্লাহ আনু প্রমুখ। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সেক্রেটারী- হাফেয মুহাম্মদ জুলফিকার আলী, দাঈ/মুবাল্লিগ আলহাজ্জ মুহাম্মদ ইবরাহীম মোল্লা, মাওলানা দেলোয়ার হোসেন।

দোরমুটিয়া তাহফীযুল কুরআন মাদরাসায় হিফ্য প্রতিযোগিতা

জমঈয়ত আহলে হাদীস কর্তৃক পরিচালিত দোরমুটিয়া তাহফীযুল কুরআন মাদরাসায় গত ২৯ নভেম্বর মাদরাসার উস্তায হাফেয আরজুল্লাহর পরিচালনায় কুরআন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন যশোর জেলা শুব্বানের সভাপতি মাওলানা শাইখুল ইসলাম, এলাকা জমঈয়তের সদস্য মাস্টার ওলিয়ার রহমান, দোরমুটিয়া শুব্বান শাখার সভাপতি মো. নজরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক আমিনুল ইসলাম, মর্তুজা আলম প্রমুখ। প্রতিযোগিতায় মোট ১২জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে- আবূ উসমান, জনি ও মুস্তাক। প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার তুলে দেন যশোর জেলা শুব্বান সভাপতি মাওলানা শায়খুল ইসলাম, মাস্টার ওলিয়ার রহমান ও মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম।

মৃত্যু সংবাদ

সাতক্ষীরা জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সেক্রেটারী শাইখ শাহাদৎ হুসাইন-এর আম্মা বেগম রোকেয়া খাতুন (৯৬) বার্ধক্যজনিত রোগভোগের পর ৫ ছেলে ও ৪ মেয়ে রেখে গত ২৬ নভেম্বর সোমবার ইনতিকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। পরদিন নিজগ্রাম শ্যামপুরে পুত্র শাইখ শাহাদৎ হুসাইনের ইমামতিতে তার জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় অংশগ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের যুগ্ম সেক্রেটারী জেনারেল উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এম. এ ফারুক, স্থানীয় ইউ.পি চেয়ারম্যান জনাব নূরুল ইসলাম-সহ স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও জমঈয়ত নেতা-কর্মীবৃন্দ। মাইয়িতের মাগফিরাত কামনা করে সাতক্ষীরা জেলা জমঈয়তের পক্ষ থেকে দু'আর আবেদন জানিয়েছেন জেলা জমঈয়ত সভাপতি এ.এস. এম. ওবায়দুল্লাহ গযনফর।

মৃত্যু সংবাদ

যশোর জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর ওয়ার্কিং কমিটি সদস্য ও জেলা জমঈয়ত সভাপতি অধ্যাপক আহমদ আলীর জামাতা অধ্যাপক রেজাউল ইসলাম কেশবপুর থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এ চিকিসাধীন অবস্থায় গত ০৭ ডিসেম্বর রাত ১টায় মৃত্যুবরণ করেছেন। ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। পেশাগত জীবনে তিনি ডুমুরিয়া শহীদ স্মৃতি মহিলা মহা বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ২ মেয়ে ১ ছেলে রেখে গেছেন। তার প্রথম জানাযা সকাল ৯টায় কেশবপুর আহলে হাদীস জামে মাসজিদ প্রাঙ্গণে মাসজিদের সাবেক ইমাম বশীর ইবনে লোকমানের ইমামতিতে এবং ২য় জানাযা বিকাল সাড়ে ৩টায় মাইয়্যিতের গ্রামের বাড়ি মনোহরপুরে জেলা জমঈয়ত সভাপতি অধ্যাপক আহমাদ আলীর ইমামতিতে অনুষ্ঠিত হয়। উভয় জানাযায় জেলা জমঈয়ত ও শুব্বান নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

যশোর জেলা জমঈয়তের পক্ষ থেকে শোকার্ত পরিবারকে সমবেদনা জানিয়ে মাইয়েতের মাগফিরাত ও জান্নাতুল ফিরদাউদ কামনা করে দু'আ করার জন্য সকলকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

رأي \ AwfgZ

বিজয় দিবসে আমাদের প্রত্যাশা

–আব্দুল্লাহ ওমর হৃদয়*

বিজয় শব্দটি যদিও খুব ছোট, কিন্তু এর পিছনে লুকিয়ে থাকে বিস্তর এক ইতিহাস, ত্যাগ-তিতিক্ষার ইতিহাস। হাসি-কান্নার ইতিহাস। আনন্দ-বেদনার ইতিহাস। অর্জন-বর্জনের ইতিহাস। আমাদের বাংলাদেশের বিজয়ও এর ব্যতিক্রম নয়। ১৯৭১ সালে আমরা পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে বিজয় অর্জন করেছি। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান যা আজকের বাংলাদেশ নানাভাবে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক শোষিত ও নির্যাতিত হচ্ছিল। অত্যাচার, অনাচার, যুল্‌ম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে, অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য, বাংলা ভাষার জন্য আমাদের আন্দোলন শুরু হয় মূলতঃ ১৯৪৭ সাল থেকেই। প্রথমে এই আন্দোলন ছিল মাতৃভাষার রক্ষার আন্দোলন। যখন জিন্নাহ বললেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, তক্ষণি প্রতিবাদ– না! না। ১৯৪৮ সালে জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তান সফরের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার জন্য স্মারকলিপি দেয়। তখন থেকে রাষ্ট্রভাষা বাংলার আন্দোলন শুরু। ১৯৫২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করেছেন– রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। আজ বিশ্বজুড়ে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন পর ১৯৬৯ সালে আইয়ুব খান বিরোধী গণঅভ্যুত্থান আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নেয়। এ আন্দোলনের মুখে স্বৈরাচার আইয়ুব খানের পতন হয়। ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের পর ১৯৭০ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠিতা অর্জন করে। কিন্তু সেনা শাসক ইয়াহিয়া খান তা করতে দিলেন না। বঙ্গবন্ধু আন্দোলন অব্যাহত রাখলেন। ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ভুট্টোর সঙ্গে আঁতাত করে ইয়াহিয়া খান পূর্ব বাংলার উপর ২৫ মার্চ কালো রাত্রিতে হত্যা-নির্যাতন শুরু করে দেয় এবং ঐদিন রাত একটার পর গ্রেফতার করা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ৩২ নং ধানমণ্ডির বাসা থেকে। কিন্তু ঐ দিনের পূর্বে ৭ মার্চ ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে তার অমর ভাষণে জাতিকে নির্দেশনা দিয়ে স্বাধীনতার পথকে সুগম করলেন। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতার সংগ্রাম। অতঃপর ৯ মাস বাংলার দামাল ছেলেরা রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীনতার দুয়ারে নিয়ে উপনীত হয়। লক্ষ শহীদের প্রাণের বিনিময়ে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে আমরা আমাদের বিজয় পতাকা ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হই। তাই ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস, মুক্তির দিবস।

বিজয় দিবস আসলে আমাদের মনে উঁকি দিতে থাকে– কেন আমরা যুদ্ধ করেছি? কি জন্য বাঙালীরা জীবন দিলো? আমরা কি চেয়েছি? আমরা কি পেয়েছি? এতসব জিজ্ঞাসার শতভাগ জবাব মিলবে কি? তবে আমরা নিরাশ নই। আমরা আশায় বুক বেধেছি– অচিরেই স্বাধীন বাংলাদেশ দেশ থেকে চিরতরে বিদায় হবে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ, রাষ্ট্রের শীর্ষ পর্যায় থেকে তৃণমূল পর্যন্ত দুর্নীতির অভিশাপ থেকে মুক্তি লাভ করবে, মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে উঠবে, প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামী মূল্যবোধ চর্চিত হবে, সর্বোপরি এ দেশের আপামর জনগণের প্রত্যাশা পূরণ হবে– আমরা সেদিনের প্রতিক্ষায় রইলাম। ###

* *মিডিয়া ও ওয়েব ইনচার্জ- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।*

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, খুলনা জিলা জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক পরিচালিত, মাদরাসাহ আল মা'হাদ আস্ সালাফী, নিজখামার, বটিয়াঘাটা, খুলনা, –এর জন্য শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার নিমিত্তে সালাফী 'আক্বীদাহ্ সম্পন্ন আহলুল হাদীস প্রার্থীর নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে।

ক) **পদ :** সহ-শিক্ষক (মুহাদ্দিস), **শিক্ষাগত যোগ্যতা :** দাওরা হাদীস।

খ) **পদ :** সহ-শিক্ষক (জেনারেল), **শিক্ষাগত যোগ্যতা :** স্নাতক (দশম শ্রেণীর ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে পারদর্শী)।

আগ্রহী প্রার্থীকে সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি, ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের সদ্য তোলা ছবি, জাতীয় পরিচয় পত্রের অনুলিপি এবং মোবাইল ফোন নং-সহ আগামী ৩১/১২/২০১৮ ইং তারিখের মধ্যে সরাসরি অথবা ডাক যোগে আবেদন করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

বিনীত,

পরিচালক- আল মা'হাদ আস্ সালাফী

মোবাইল : ০১৭৪৪ ৭১১৯৬৩, ০১৫৫৩ ৪২৫২১৯

صحتك ॥ আপনার স্বাস্থ্য

শীতের রোদের উপকারিতা

শীতের সময় নিয়মিত রোদ পোহালে পেশীর সচলতা বৃদ্ধি পায়। সেই সঙ্গে দেহের ভেতরে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি দূর হয়। আর জয়েন্ট, ঘাড় এবং গোড়ালির কর্মক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও আরো নানা উপকার মেলে। আসুন জেনে নেওয়া এমন ১২টি উপকারিতার কথা।

১. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উন্নতি ঘটে : ইমিউন সিস্টেম যত শক্তিশালী হবে, তত নানাবিধ সংক্রামক রোগ দূরে থাকবে। সেই সঙ্গে নানা ধরনের জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও হ্রাস পাবে। তাই তো শরীরের এই রক্ষা কবচকে চাঙ্গা রাখাটা একান্ত প্রয়োজন। না হলে কিন্তু বিপদ! আর এই কাজটি করবেন কীভাবে? খুব সহজ! প্রতিদিন সকালে কিছু সময় সূর্যের আলো গায়ে লাগতে দিন। এমনটা করলে শরীরে শ্বেত রক্ত কণিকা এবং গামা গ্লোবিউলিনের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। ফলে কোনও ধরনের সংক্রমণই ধারে কাছে ঘেঁষতে পারবে না।

২. শরীরকে ভেতরকে থেকে চাঙ্গা করে এবং ত্বককে সুন্দর কোরে তোলে : রোদে কিছু সময় হাঁটলে কী হয়? কী আবার, খুব ঘাম হতে থাকে। সেই সঙ্গেও পানি তেষ্টাও পায়। আর তখন আমরা তেষ্টা মেটাতে লিটার লিটার জল খেয়ে থাকি। যত বেশি করে জল খাই, তত বেশি বেশি প্রস্রাব হয়। ফলে শরীরের অন্দরে জমে থাকা টক্সিন বেরিয়ে যায়। সেই সঙ্গে ঘামের মাধ্যমে ত্বকের ছিদ্রে জমে থাকা ময়লাও বেরিয়ে যায়। ফলে ত্বক এবং শরীর, উভয়ই সুন্দর হয়ে ওঠে। তবে তাই বলে ঘন্টার পর ঘন্টা রোদে হাঁটবেন না যেন, শরীর খারাপ হয়ে যাবে কিন্তু!

৩. ত্বকের রোগ সারাতে সাহায্য করে : টানা চার সপ্তাহ অল্প সময়ের জন্য সূর্যের আলো গায়ে লাগালে সোরিয়াসিস সহ একাধিক ত্বকের রোগ সেরে যায়। তবে বেলা ১২টার আগে এই কাজটা করবেন। কারণ বেলা বাড়লে রোদের তেজও বেড়ে যায়। ফলে এমন সময় সূর্যের আলো গায়ে লাগাতে কষ্ট হতে পারে।

৪. ক্যান্সার রোগকে প্রতিরোধ করে : ব্রেস্ট, কোলোন এবং প্রোস্টেট ক্যান্সার রোধে সূর্যালোকের কোনও বিকল্প হয় না বললেই চলে। শুধু তাই নয়, সারা শরীরে রক্ত প্রবাহ বাড়িয়ে দিয়ে ক্যান্সার সেলকে ধ্বংস করে ফেলতেও সূর্যের আলো বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে এক্ষেত্রে একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে যে বেলা বাড়ার পর বেশিক্ষণ সূর্যের নিচে কাটালে স্কিন ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়। তাই যতটা পারবেন সকাল বেলা সূর্যের আলো গায়ে লাগানোর চেষ্টা করবেন।

৫. ঘুম ভাল হয় : যারা অনিদ্রায় ভুগছেন, তারা কাল থেকেই সূর্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে নিন। এমনটা করলে দেখবেন রাতে ঘুম না আসার সমস্যা দূর হবে। আসলে সূর্যের আলো চোখে লাগা মাত্র অপটিকাল নার্ভ মারফত আমাদের মস্তিষ্কে একটি বিশেষ সিগনাল যায়, যা মেলাটোনিন নামে খাঁটি রাসায়নিকের ক্ষরণ বাড়িয়ে দেয়। এই রাসায়নিকের ক্ষরণ যত বাড়তে থাকে, তত ঘুমে ব্যাঘাত ঘটার আশঙ্কা হ্রাস পায়।

৬. মন-মেজাজ ভাল করে দেয় : একাধিক গবেষণায় একথা প্রমাণিত হয়েছে যে সূর্যের আলো গায়ে লাগলে আমাদের মস্তিষ্কে বিশেষ কিছু হরমোনের ক্ষরণ বেড়ে যায়, যা নিমেষে মনকে ভাল করে দেয়। সেই সঙ্গে শারীরিক ক্লান্তিও দূর করে।

৭. মাল্টিপল স্কেলোরোসিস মতো রোগের প্রকোপ কমে : রক্ত সরবরাহকারী শিরা-উপশিরাগুলো যদি জমে যায়, তাহলে শরীরের বিভিন্ন অংশে রক্ত সরবারহ কমে যেতে শুরু করে। আর এমনটা দীর্ঘ দিন ধরে হতে থাকলেই হার্ট অ্যাটাক সহ একাধিক মারণ রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়। তাই তো শিরা-উপশিরা সংক্রান্ত এমন রোগ যাদের রয়েছে, তাদের প্রতিদিন কিছুটা সময় রোদে কাটানো উচিত। কারণ সূর্যালোক শিরাকে নমনীয় করে তোলে। ফলে অ্যাথেরো স্কেলোরোসিসের অশঙ্কা হ্রাস পায়, সেই সঙ্গে কমে হার্ট অ্যাটাক হওয়ার আশঙ্কাও।

৮. হার্টের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে : বিশ্বের নানা প্রান্তে হওয়া একাধিক গবেষণা একথা প্রমাণ করেছে যে সূর্যের আলো রক্তচাপ কমাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই সঙ্গে শরীরে বাজে কোলেস্টেরলের মাত্রা যাতে বৃদ্ধি না পায়, সেদিকেও খেয়াল রাখে। আর একথা তো সকলেরই জানা আছে যে কোলেস্টেরল এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকলে হার্টের ক্ষতি হওয়ার কোনও আশঙ্কাই থাকে না। প্রসঙ্গত, প্রতিদিন সকালে রোদ গায়ে মেখে ১ ঘন্টা বাইরে বসে থাকুন। তাহলেই দেখবেন হার্টের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটবে। সেই সঙ্গে নানাবিধ হার্ট ডিজিজে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও হ্রাস পাবে।

৯. এনার্জির ঘাটতি হতে দেয় না : লোহিত রক্ত কণিকা বেশি বেশি করে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত শরীরের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দিয়ে শরীরকে যাতে চাঙ্গা রাখতে পারে, সেদিকে খেয়াল রাখে সূর্যালোক। তাই তো কিছু সময় রোদে কাটালে শরীরে এনার্জির ঘাটতি দূর হয়, সেই সঙ্গে দেহের কর্মক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়।

১০. শরীরে বাজে কোলেস্টেরলের মাত্রা হ্রাস পায় : সূর্যের আলো ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ। এই ভিটামিনটি শরীরে প্রবেশ করা মাত্র রক্তে উপস্থিত কোলেস্টেরলকে স্টেরয়েড এবং সেক্স হরমোনে রূপান্তরিত করে দেয়। ফলে খারাপ উপাদানও শরীরের উপকারে লেগে যায়।

১১. ফাঙ্গাল ইনফেকশন দূরে থাকে : সূর্যের আলো শরীরে লাগলে ত্বকে ফাঙ্গাল ইনফেকশন হওয়ার আশঙ্কা কমে। তাই যারা ড্যাম্প পরিবেশের মধ্যে দিনের বেশিরভাগ সময় কাটান, তাদের কিছুটা সময় সূর্যালোকের মাঝেও কাটানো উচিত।

১২. স্মৃতিশক্তির উন্নতি ঘটায় : সূর্যালোক মস্তিষ্কে একাধিক উপকারি রাসায়নিকের ক্ষরণ বাড়িয়ে দেয়, যা ব্রেন পাওয়ার বৃদ্ধির পাশাপাশি মস্তিষ্কের সার্বিক কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রসঙ্গত, যাদের পরিবারে ডিমেনশিয়া বা অ্যালঝাইমারের মতো রোগের ইতিহাস রয়েছে, তাদের প্রতিদিন কিছুটা সময় সূর্যের সঙ্গে কাটানো উচিত। এমনটা করলে দারুন উপকার পাওয়া যায়! *[কালের কণ্ঠ অনলাইন]*

সূর্যের আলোর অভাবে যেসব রোগের আশঙ্কা!

বাড়ি, স্কুল আর অফিস। দিনের বেশির ভাগ সময় কাটছে চার দেয়ালের ঘেরাটোপে। সূর্যের আলো পাচ্ছে না শরীর। ঢুকছে না মহামূল্যবান ভিটামিন-ডি। তার ফলে বাড়ছে নানা রোগের আক্রমণ।

ভিটামিন-ডি। অন্য নাম সানশাইন ভিটামিন। খাবারের পাশাপাশি যার অন্যতম উৎস সূর্যের আলো।

উপকারিতা বহুমুখী। রক্তে মিশে থাকা ভিটামিন-ডি হাড় ও কোষের বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। ত্বকের জ্বালা কমাতে সাহায্য করে। শরীরে ক্যালসিয়াম ও ফসফেটের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

এক নজরে দেখে নেয়া যাক, ভিটামিন ডি'র ঘাটতিতে শরীরে কী ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে–

১. আরো বেশি অবসাদ : স্ট্রেসফুল লাইফে এমনিতেই অবসাদের শেষ নেই। রোদের অভাব সেই সমস্যা আরো বাড়িয়ে দেয়। ব্রিটিশ জার্নাল অফ সাইকিয়াট্রির সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে, যাদের শরীরে ভিটামিন ডি'র পরিমাণ কম, তাদের অবসাদে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা অন্যদের দ্বিগুণ। ৩১ হাজার মানুষের ওপর গবেষণা চালিয়ে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

মস্তিষ্কের হিপ্পোক্যাম্পাসসহ কিছু অংশ ভিটামিন ডি'র সাহায্যে মন চনমনে রাখতে সাহায্য করে। যাদের শরীরে ভিটামিন-ডি কম, তাদের মধ্যে স্ফূর্তিও তুলনামূলকভাবে কম।

২. ক্যান্সারের সাথে লড়াইয়ের শক্তি কম : গবেষণায় দেখা গেছে, যাদের শরীরে ভিটামিন-ডি বেশি, তারা ক্যান্সারের সাথে বেশি লড়াই করতে পারেন। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ভিটামিন-ডি ১০ শতাংশ বাড়লে, ক্যান্সারে সারভাইভালের সম্ভাবনা চার শতাংশ বেড়ে যায়।

৩. দ্রুত বেড়ে চলা প্রস্টেট ক্যান্সার : ক্লিনিক্যাল ক্যান্সার রিসার্চের জার্নালে উল্লিখিত রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভিটামিন ডি'র ঘাটতি থাকলে প্রস্টেট ক্যান্সারের বিপদ চার থেকে পাঁচ গুণ বেড়ে যায়।

৪. ডিমেনশিয়া ও অ্যালজাইমার্স : প্রাপ্ত বয়স্করা যদি বেশি মাত্রায় ভিটামিন ডি'র ঘাটতিতে ভোগেন, তাদের ডিমেনশিয়া বা স্মৃতিভ্রংশ হওয়ার প্রবণতা ৫৩ গুণ বেড়ে যায়। এর সাথে রয়েছে অ্যালজাইমার্সের বিপদ।

৫. সোরিয়াসিস আর্থ্রাইটিস : বাতের যন্ত্রণার পিছনেও সেই ভিটামিন ডি'র ঘাটতি। গবেষণায় দেখা গেছে, সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিসে যারা ভোগেন, তাদের ৬২ শতাংশের শরীরেই প্রয়োজনীয় পরিমাণে ভিটামিন-ডি নেই।

৬. বেড়ে যায় হার্টের রোগ : যাদের শরীরে ভিটামিন ডি'র পরিমাণ কম, তাদের করোনারি আর্টারি ডিজিজে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা ৩২ শতাংশ বেশি।

৭. নিউমোনিয়া সংক্রমণ : ভিটামিন ডি'র ঘাটতিতে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা আড়াই গুণ বেশি।

৮. স্কিতজোফ্রেনিয়ার প্রবণতা বেশি : সাইকিয়াট্রিক হেলথের ক্ষেত্রে ভিটামিন ডি'র গুরুত্ব অসীম। রক্তে ভিটামিন-ডি কম থাকলে স্কিতজোফ্রেনিয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়।

৯. স্নায়ুর সমস্যা : পার্কিনসন্স, ক্লোরোসিসের মতো রোগে যারা আক্রান্ত, ভিটামিন ডি'র ঘাটতি তাদের শরীরে স্নায়ুর সমস্যা বাড়িয়ে দেয়।

প্রকৃতিতেই আছে পেইন কিলার

খুব মাথা ব্যথা করছে। সহ্য করতে পারছেন না। উপায় একটাই, পেইন কিলার খেয়ে নেওয়া। প্রতিনিয়ত এভাবেই আমরা পেইন কিলারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি। অথচ এই পেইন কিলারগুলো ভীষণ ক্ষতি করছে আমাদের শরীরের। ঘরেই আছে এমন কিছু উপাদান, যার মাধ্যমেই কমিয়ে ফেলতে পারেন ব্যথা। জেনে নিন পেইন কিলারের প্রাকৃতিক বিকল্প সম্পর্কে।

হলুদ : পেইন কিলারের প্রাকৃতিক বিকল্প হতে পারে হলুদ। ব্যথা কমাতে হলুদ বেশ উপকারী। এতে আছে অ্যান্টি-ইনফ্লামেটরি উপাদান যা ব্যথা কমিয়ে দেয়। জয়েন্ট পেইন এবং মাসল পেইন কমাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে হলুদ। হলুদ চা কিংবা দুধের সঙ্গে কাঁচা হলুদ মিশিয়ে খেলে ভালো উপকার পাওয়া যায়।

আদা : আদাতে আছে অ্যান্টি-ইনফ্লামেটরি উপাদান যা আথরাইটিস, পেট ব্যথা, বুক ব্যথা, পিরিয়ডের ব্যথা এমনকি মাংসপেশির ব্যথা কমাতে সহায়তা করে। এছাড়াও মাইগ্রেনের ব্যথায় আদা খুবই উপকারী। ব্যথা কমাতে কাঁচা আদার রস খেতে হবে এবং ব্যথার স্থানে আদা ছেঁচে রস লাগাতে হবে।

লাল আঙ্গুর : লাল আঙ্গুরে আছে রেসভারাট্রোল নামক অ্যান্টি অক্সিডেন্ট উপাদান। এই উপাদানটি পিঠের ব্যথা এবং জয়েন্ট এর ব্যথা কমাতে সহায়ক। উপকার পেতে প্রতিদিন ১০/১২টি আঙ্গুর খেতে হবে।

কফি : কফিতে ক্যাফেইন আছে। ক্যাফেইন ব্যথার প্রকোপ কমাতে সহায়তা করে। সেই সঙ্গে মাংসপেশির ব্যথা এবং মাথা ব্যথা কমাতেও সহায়ক কফি। তবে আপনি যদি খুব বেশি কফি আসক্ত হয়ে থাকেন তাহলে এটা আপনার ক্ষেত্রে তেমন কার্যকর হবে না। *[টাইমস অব ইন্ডিয়া/চ্যানেল আই]*

الفتاوى و المسائل \ dvZvIqv I gvmvwqj

জিজ্ঞাসা ও জবাব

–ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

প্রশ্ন ০১ : *জামা'আত আরম্ভ হওয়ার পূর্বে যে ইক্বামত দেওয়া হয়, তা কখন দিতে হয়? ইমামের নির্দেশে না মুয়াজ্জিন নিজে ইক্বামত দিয়ে ইমামকে প্রস্তুত করবে? বিষয়টি দলীল-প্রমাণসহ আলোচনা করলে খুবই উপকৃত হব।*

মুসলিম উদ্দিন
কানাইঘাট, সিলেট।

জবাব : আযানের দায়িত্ব মুয়াজ্জিনের এবং ইক্বামতের দায়িত্ব ইমাম সাহেবের। কাজেই সালাতের সময় হলে ইমাম মুয়াজ্জিনকে ইক্বামত দেওয়ার আদেশ দেবেন। অতঃপর মুয়াজ্জিন তা বাস্তবায়ণ করবেন। ইমাম স্বপ্রনোদিত হয়ে অনুমতি না দিলে মুয়াজ্জিন ইমাম সাহেবের কাছে অনুমতি চাইবেন। অতঃপর অনুমতি পেয়ে ইক্বামত দেবেন। এটাই ইসলামের সঠিক নিয়ম। বিল্লাল (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ইক্বামত দিতেন। কখনও স্বয়ং রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিল্লাল (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-কে ইক্বামত দেওয়ার নির্দেশ দিতেন। একদা 'ইশার সময় বিলম্ব হলে 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলেন।[৮৯]

এর দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, ইমাম সাহেবের অনুমতি ছাড়া জামা'আত ক্বায়েম করা যাবে না। তাই ইক্বামতের প্রশ্নই ওঠে না। অতএব, জামা'আতের সময় হলে ইমাম সাহেব মুয়াজ্জিনকে ইক্বামত দেওয়ার নির্দেশ দেবেন। তারপর জামা'আত আরম্ভ হবে। হ্যাঁ, ইমাম নির্ধারিত সময়ের বেশি দেরী করলে তাঁর স্থলাভিসিক্ত যে কেউ ইমামতি করে সালাত আদায় করলে তা সহীহ হয়ে যবে। যেমন- তাবুকের যুদ্ধে ফজর সালাতে রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিলম্ব দেখে সাহাবী 'আবদুর রহমান বিন আউফ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা) ইমামতি করেছিলেন।[৯০]

প্রশ্ন ০২ : *আল্লাহ তা'আলা আমাকে একটা ছেলে সন্তান দান করেছেন। আমি সন্তানের 'আক্বীক্বাহ্ করার নিয়্যাতে একটি গরু ক্রয় করেছি। অতঃপর জানতে পারলাম যে, গরু দিয়ে 'আক্বীক্বাহ্ করার সরাসরি কোন হাদীস নেই। এমতাবস্থায় গরুটি বিক্রি করে দু'টি খাঁশি কিনে সুন্নাত মুতাবেক 'আক্বীক্বাহ্ করাতে কোন অসুবিধা আছে কি? দয়া করে জানিয়ে বাধিত করবেন।*

রুবেল আহমাদ
রূপসা, খুলনা।

জবাব : মুসলিমের প্রতিটি কাজ রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাত অনুযায়ী হওয়া বাঞ্চনীয়। আপনার বর্ণনা মতে খরিদকৃত গরুটি বিক্রি করে দু'টি খাশি কিনে 'আক্বীক্বাহ্ করাতে কোন অসুবিধা নেই; বরং সেটাই উত্তম। বান্দার কোন নিয়্যাত শরী'আতের মানদণ্ডে সঠিক বিবেচিত না হলে তা পরিবর্তন করতঃ সঠিকের দিকে ফিরে যাওয়া আবশ্যক। এরূপ কাজ দু'দিক থেকে প্রশংসনীয়। **এক-** ভুল সংশোধন। **দুই-**সঠিক কাজ সম্পাদন। এ মর্মে বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে–

إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذٰلِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيْرَةٍ وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً».

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা নেকসমূহ ও গুনাসমূহ লিখে রেখেছেন। অতঃপর সেটা বর্ণনা করেছেন। কাজেই যে ব্যক্তি কোন ভালো কাজের নিয়্যাত করবে, তা না করলেও তার নিয়্যাতের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা একটি পূর্ণাঙ্গ নেকী লিখে দেন। আর যদি নিয়্যাত অনুয়ায়ী সেটি বাস্তবায়ণ করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা দশ থেকে সাতশত'র বেশি পরিমান নেকী লিখে দেন। পক্ষান্তরে সে যদি কোন মন্দ কাজের নিয়্যাত করে এবং তা বাস্তবায়ন না করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা একটি পরিপূর্ণ নেকী লিখে দেন। অগত্যা ঐ বদ নিয়্যাত অনুযায়ী কাজ করলে তার উপর একটি পাপ লিখে দেন।"[৯১]

মনে রাখতে হবে– 'আক্বীক্বাহ্ তো একটি সুন্নাত 'আমল। মান্নতের মতো ওয়াজিব কাজ শরী'আত গর্হিত

[৮৯] *সহীহুল বুখারী- হা: ৬৩১২ ও ৭২৩৯।*
[৯০] *মুসনাদে আহমাদ- হা: ১৮১৫৭, মুসান্নাফ ইবনে 'আবদুর রাজ্জাক্ব- হা: ৭১৭০।*
[৯১] *সহীহুল বুখারী- হা: ৬১২৬, ৬৪৯১, সহীহ মুসলিম- হা: ৩৩৫ ও ৩৫৫, বায়হাক্বী 'শু'আবুল ঈমান'- হা: ৩৩৩।*

হলে তা হতে বিরত থাকতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশ দিয়েছেন।[৯২]

অতএব, নিয়্যাতকৃত গরুটি বিক্রি করে সুন্নাত মুতাবিক খাশি দিয়ে 'আক্বীক্বাহ্ করে আপনি অতি উত্তম কাজ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সহীহ পথে ক্বায়েম রাখুন –আমীন।

প্রশ্ন ০৩ : ***খত্বীব সাহেব মিম্বরে আরোহন করার পর মুয়াজ্জিন আযান দেবেন, না আযানের পর খত্বীব মিম্বরে উঠে বসবেন? বিষয়টি নিয়ে আমাদের মাঝে মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে। কারণ, আমাদের মাসজিদে প্রায়ই খত্বীব সাহেব মিম্বরে উঠার আগেই মুয়াজ্জিন আযান দিয়ে দেন। এ বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সমাধান চাই।***

এ, ওয়াদুদ মোল্লা
কিষানগঞ্জ, ভারত।

জবাব : এ মাস'আলাটির সঠিক সমাধানে রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর 'আমল অবশ্যই লক্ষ্য করতে হবে। বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মিম্বরে বসার পর তাঁর সম্মুখে মাসজিদের দরজা বরাবর দাঁড়িয়ে মুয়াজ্জিন আযান দিতেন।[৯৩]

এটিই সঠিক সুন্নাত।[৯৪]

এর বিপরীতে খত্বীব সাহেব মিম্বরে আরোহনের আগে যদি মুয়াজ্জিন আযান দেন, তাহলে সেটি ভুল হবে এবং সুন্নাতের খিলাফ কার্য বলে বিবেচিত হবে। যদি মুয়াজ্জিনের আযানের শুরুতে খত্বীব সাহেব দ্রুত মিম্বরে উঠে বসে পড়েন, তাহলে এ আযান পুনরায় না দিলেও চলবে। তবে মুয়াজ্জিনকে এ বিষয়ে সতর্ক ও সাবধান করা উচিত। যেন এরূপ কাজের পুনরাবৃত্তি না ঘটে। পক্ষান্তরে খত্বীব সাহেব মিম্বরে উঠার আগেই যদি আযান শেষ হয়ে যায়, তাহলে প্রকাশ্য সুন্নাত বিরোধী হওয়ায় তা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং খত্বীব সাহেব মিম্বরে উঠে বসার পর পুনারায় আযান দিতে হবে।

প্রশ্ন ০৪ : ***কোন একজন ব্যক্তির ৩ ছেলে ও ৫ মেয়ে। তিনি ছেলেদেরকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করেন এবং মেয়েদেরকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ান, নিজের উপার্জিত অর্থ থেকে ছেলেদের নামে কিছু জমি ক্রয় করেন অতঃপর তিনি তার নিজের নামের জমি বিক্রি করে ছেলেদের বিবাহের মোহরানা ও যাবতীয় ব্যয় বহন করেন, আরো কিছু জমি বিক্রি করে ছেলেদের জন্য পাকা বাড়ি নির্মাণ করেন, আরো কিছু জমি বিক্রি করে ছেলেদের টাকা বন্টন করে দেন এবং মেয়েদের বঞ্চিত রাখেন এবং বলেন আমার সম্পদ যেমন খুশি তেমনভাবে ব্যয় করব মেয়েরা বিক্রিত জমির অর্থ দাবি করলে তিনি বলেন বেঁচে থাকতে কোন ওয়ারিশ হয় না, তার এহেন কর্মকাণ্ড শরী'আত সম্মত কি-না? বা কি করলে সঠিক হবে দলীলসহ জানাবেন।***

আনিছুর রহমান
বাসাইল, টাংগাইল।

জবাব : সম্পদের মালিক আল্লাহ। মানুষকে বেঁচে থাকাকালীন সময়ের জন্য ভোগ করার সাময়িক মালিকানা দিয়ে থাকেন। তাই মরনোত্তর কিভাবে সম্পদ বন্টন হবে– তার বিস্তারিত বিধান তিনি পবিত্র কুরআনে নাযিল করেছেন। কুরআনের বিধানে মানুষের হস্তক্ষেপ করা প্রকাশ্য কুফ্‌রী। আর এ সম্পদ মরণের আগে ভাগ-বাটোয়ারা করে যাওয়ার কোন বিধান নেই। তবে জাগতিক প্রয়োজনে সামান্য কিছু সন্তানদেরকে উটৌকন দেয়া যাবে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে ইনসাফ জরুরী। কোন সন্তানকে ঠকানো যাবে না।

সাহাবী নু'মান বিন বাশীর (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা) বলেন : তাঁর পিতা রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খিদমতে হাজির হয়ে নিবেদন করলেন এবং বললেন– আমি এই ছেলের খিদমতের জন্য আমার গোলামটা তাকে দান করে দিয়েছি। রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : সকল সন্তানকে কি এভাবে দিয়েছ? পিতা বললেন : না। তখন রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : (নু'মানকে দেয়া) এ গোলামটি ফেরত নাও!"[৯৫]

অপর বর্ণনায় রয়েছে– রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

«فَاتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ».

"তোমরা মহান আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমাদের সন্তানদের মধ্যে আদল-ইনসাফ করো।"[৯৬]

হিংসা পরায়ণ হয়ে বে-ইনসাফী করতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে–

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ اعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾

[৯২] *সহীহুল বুখারী- হা: ৬২০২।*
[৯৩] *সহীহুল বুখারী- হা: ৯১২, সুনান আত্ তিরমিযী- হা: ৫১৬।*
[৯৪] *ইমাম ইবনে হাজার আল-আসক্বালানী 'ফাতহুল বারী'- ২/৩৯৪।*
[৯৫] *সহীহ মুসলিম- হা: ১৬২৩।*
[৯৬] *সহীহুল বুখারী- হা: ২৫৮৭।*

"কোন জাতির প্রতি শত্রুতা তোমাদেরকে যেন ন্যায়-ইনসাফ থেকে বিচ্যুত না করে; বরং তোমরা ইনসাফ করো। তাক্বওয়ার দিক থেকে সেটি অধিকতর নিকটবর্তী।"[৯৭]

অতএব, সম্পদ বন্টনতো দূরের কথা, সাধারণ হাদিয়ার ক্ষেত্রেও কোনরূপ বে-ইনসাফী করা যাবে না। পিতার মৃত্যুর পূর্বে সন্তানরা ওয়ারিশ হয় না-এ ওজুহাতে মেয়েদেরকে বঞ্চিত করার নীলনকশা করলে ঐ পিতা অত্যাচারি বলে বিবেচিত হবেন।

প্রশ্ন ০৫ : ***কোন সন্তান পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় ভূমিষ্ট হলে কিংবা জন্মের অব্যবহিত পরে মারা গেলে তার নাম রাখা ও 'আক্বীকাহ্ করার প্রয়োজন আছে কি? আমরা দেখে আসছি– আমাদের সমাজে এরূপ সন্তানের নাম রাখা হয় না এবং 'আক্বীকাও করা হয় না। আসলে কোনটি ঠিক? দলীল-প্রমাণসহ জানালে উপকৃত হব।*** *হা. আব্দুল হাকীম*
উত্তরা, ঢাকা।

জবাব : এ মাস'আলা সংক্রান্ত হাদীসগুলো বুঝতে যেয়ে 'আলেমদের মাঝে মতের ভিন্নতা দেখা দিয়েছে। এক দল 'আলেম মনে করেন যেহেতু 'আক্বীক্বাহ্ ৭ম দিনে দিতে হয়; অথচ সন্তানতো এর আগেই বিদায় নিয়েছে, তাই তার আর 'আক্বীক্বার কোন প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে আরেক দল 'আলেম মনে করেন– একটি সন্তান মূলতঃ ৪ মাস অতিক্রম করলেই মায়ে গর্ভে তার রূহ ফুঁকে দেয়া হয় এবং ৬ মাস হলে পূর্ণাঙ্গ আকৃতি পায়। কাজেই সে একজন পরিপূর্ণ মানুষ। চাহে সে ভূমিষ্ট হওয়ার আগে মারা যাক, অথবা ভূমিষ্ট হয়েই মারা যাক। এমন সন্তানের জন্য নাম রাখা ও 'আক্বীক্বাহ্ করা জরুরী। কেননা, এ সন্তান ক্বিয়ামতে তার পিতা-মাতার জন্য সুপারিশ করবে।[৯৮]

আমাদের নিকট দ্বিতীয় অভিমতটি অধিকতর যুক্তিযুক্ত ও বলিষ্ঠ বলে মনে হয়। কেননা, এর স্বপক্ষে বিশুদ্ধ হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। প্রথমতঃ ৪ মাসের মাথায় সন্তানের রূহ্ দান করা হয়।[৯৯]

দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেকটি সন্তান 'আক্বীক্বার উপর দায়বদ্ধ থাকে।[১০০]

তৃতিয়তঃ সন্তানটি তার পিতা-মাতার উপকারে আসে। সে ক্বিয়ামতের দিন তাঁদের সুপারিশ করবে।[১০১]

তাছাড়া সন্তানের উত্তম নাম রাখতে রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশ দিয়েছেন। এ সকল দলীল-প্রমাণ বিশ্লেষণ করলে একথা প্রমাণিত যে, সামর্থবান পিতার উচিৎ পূর্ণাঙ্গ সন্তান মৃত বা জীবিত ভূমিষ্ট হলে তার নাম রাখা এবং 'আক্বীক্বাহ্ করা। আশাকরি এতদ্সংক্রান্ত সন্দেহের অবসান ঘটবে এবং সহীহ হাদীসের আলোকে পরিগৃহীত জ্ঞান দ্বারা আমরা আমাদের সমস্যার সমাধান গ্রহণ করব। আল্লাহ তা'আলা আমাদের তাওফীক্ব দিন –আমীন।

প্রশ্ন ০৬ : ***কালো খিজাব দেওয়া যাবে কি? অনেকেই বর্তমানে কালো খিজাব দ্বারা দাঁড়ি ও চুল রঙ্গিয়ে থাকেন। এটি কতখানি শরী'আত সম্মত? দলীল সহকারে জানতে চাই।*** *নজরুল ইসলাম*
শুব্বান কর্মী, যশোর।

জবাব : চুল-দাঁড়ি পেকে গেলে মেহদী দ্বারা রং পরিবর্তন করা জায়িয। সাধারনতঃ কালো খিজাব ব্যবহার নিষিদ্ধ। কেননা, রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

«غَيِّرُوْا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوْا السَّوَادَ».

"এই (সাদা চুল-দাঁড়ির রং) কিছু দিয়ে বদলে দাও! আর কালো খিজাব হতে দূরে থাকো!"[১০২]

কালো খিজাব লাগালে বেহেশ্‌তের সুগন্ধি হতে বঞ্চিত হবে।[১০৩]

প্রশ্ন ০৭ : ***ফজরের আযানে "আস্‌সালাতু খইরুম মিনান্নাউম....." ছুটে গেলে সলাত হবে কি না? আমাদের সমাজের একজন 'আলেম বলেছেন সলাত হবে না। সঠিক উত্তর জানতে চাচ্ছি।*** *ওমর ফারুক*
কাঞ্চন চরপাড়া, নারায়ণগঞ্জ।

জবাব : ফজরের আযানে "আস্‌সালা-তু খাইরুম মিনান নাঊম" বলা সুন্নাত। আর সুন্নাত ভুলবশতঃ ছুটে গেলে কোন অসুবিধা নেই। মনে রাখতে হবে– সালাত সহীহ হওয়া ওয়াক্ত প্রবেশের সাথে সম্পৃক্ত। যদি ফজরের ওয়াক্ত হয়ে থাকে এবং সালাত আদায় হয়, তাহলে ঐ সালাত সহীহ বলে গণ্য হবে।

---

[৯৭] *আল-কুরআন : সূরা আল মায়িদাহ্ ৫ : ৮।*
[৯৮] *ইবনে বায মাজমূ'আ- ফাতওয়া নং- ৪৯৮৩।*
[৯৯] *সহীহুল বুখারী- হা: ৩২০৮ ও সহীহ মুসলিম- হা: ২৬৪৩।*
[১০০] *সুনান ইবনে মাজাহ্- হা: ৩১৬৫, আত্ তিরমিযী- হা: ১৫২২, সুনান আবূ দাউদ- হা: ৯৫১ (সহীহ)।*
[১০১] *আত্ তারগীব- হা: ৫২৬।*
[১০২] *সহীহ মুসলিম- হা: ৫৬৩১।*
[১০৩] *সুনান আবূ দাউদ- হা: ৪২১৪ (সহীহ), সুনান আন্ নাসায়ী- হা: ৫০৭৫ (সহীহ)।*

প্রশ্ন ০৮ : জিন্ জাতির আদি পিতা কে? এ বিষয়ে কোন প্রমাণযোগ্য বক্তব্য আছে কি? দয়াকরে জানিয়ে উপকৃত করবেন।

মো: রোকনুজ্জামান
বগুড়া।

জবাব : জিন্ জাতির আদি পিতা নিয়ে কিছুটা মতানৈক্য রয়েছে। তবে সাহাবী ইবন 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু), মুজাহিদ, ক্বাতাদাহ্ ও হাসান আল-বসরী (রাহিমাহুল্লা-হ) প্রমূখ উক্ত অভিমত গ্রহণ করেছেন।[১০৪]

অনুরূপভাবে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাও (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুম) একই মত পোষণ করেন।[১০৫]

তাদের অভিমতের পক্ষে বলিষ্ঠ দলীল হলো মহান আল্লাহর বাণী–

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾

"আর যখন আমি ফেরেশ্তাদেরকে বললাম– আদমকে সাজদাহ্ করো! তখন ইবলিস ছাড়া সবাই সাজদাহ্ করল। সে ছিল জিন্দের একজন। সে তার রবের আদেশ অমান্য করল। অতএব, তোমরা কি আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছ? অথচ তারা তোমাদের শত্রু। এটা যালীমদের জন্য খুবই নিকৃষ্ট বদল।"[১০৬]

কাজেই উক্ত আয়াতে কারীমা দ্বারা বুঝা যায় যে, মু'মিন ও কাফির জিন্দের আদি পিতা হলো ইবলিস। অতঃপর একদল তার অনুসারী হয়ে কাফির হলো এবং অপর দল মু'মিন জিন্ হিসেবে পরিচিত লাভ করল। আল্লা-হু 'আলাম।

প্রশ্ন ০৯ : ফজরের সালাত পড়তে পড়তে সালাম ফিরিয়ে যদি দেখি যে, নামাযের সময় ১/২ মিনিট পার হয়ে গেছে, তাহলে কি ঐ ওয়াক্তের নামায কাজা পড়তে হবে?

শাহ নেওয়াজ
আগা-নবাব দেউরি, ঢাকা।

জবাব : কেউ যদি সূর্য ডুবার পূর্বে 'আসরের এক রাকা'আত অথবা সূর্য উঠার আগে ফজরের এক রাকা'আত পড়তে পারে তাহলে সে যেন পূর্ণ সালাত পেল। অর্থাৎ- সে যেন যথাসময়েই সালাত আদায় করল। সুতরাং এটি পূনরায় কাযা আদায় করার প্রয়োজন নেই। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) হতে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

"مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ".

"যে ব্যক্তি সালাতের এক রাক'আত পেল সে যেন পুরো সালাতই পেয়ে গেল।"[১০৭] আল্লাহু আলাম।

প্রশ্ন ১০ : কিছু দিন পূর্বে আমার খুব কাছের একজন মানুষ মৃত্যু বরণ করেন, আমি তার জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারিনি। আমার ইচ্ছা হচ্ছে আমি তার ক্ববরের পাশে গিয়ে জানাযা নামায আদায় করি। যদি ১০ থেকে ১২ দিনের মধ্যে হয়। এটা আমার জন্য বৈধ হবে কি? দলীলসহ উত্তরটা জানালে খুব উপকৃত হতাম।

রায়হান মাহমুদ
গাইবান্ধা।

জবাব : আপনার কাছের লোক যদি নিকটাত্মীয় হন এবং তাঁর কোন ইহসান আপনার উপর থাকে, তাহলে আপনি তাঁর ক্ববরে গিয়ে সালাত আদায় করতে পারেন। এ মর্মে একাধিক হাদীস রয়েছে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا، أَسْوَدَ أَوِ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ، فَمَاتَ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ فَقَالُوْا مَاتَ. قَالَ "أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُوْنِيْ بِهِ دُلُّوْنِيْ عَلٰى قَبْرِهِ". أَوْ قَالَ قَبْرِهَا فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) হতে বর্ণিত। একজন (কালো পুরুষ অথবা মহিলা) সব সময় মাসজিদে নাব্বী ঝাড়ু দিত। সে হঠাৎ মারা গেল। নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (তাকে না দেখতে পেয়ে) তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, সে কোথায়? সাহাবাগণ বললেন, সে তো মারা গেছে। তিনি (এ খবর পেয়ে) বললেন, তোমরা আমাকে কেন তার মৃত্যুর সংবাদ দিলে না? আচ্ছা! এখন আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও। অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কবরের কাছে উপস্থিত হয়ে তার জানাযা আদায় করেন।[১০৮]

পক্ষান্তরে দাফনকৃত ব্যক্তি আপনার নিকটাত্মীয় না হলে এবং স্মরণীয় কোন অবদান না থাকলে এরূপ ব্যক্তির কবরে গিয়ে সালাত আদায়ের দরকার নেই। তাঁর জন্য দু'আ ও সাদাক্বাহ্ করলেই যথেষ্ট হবে। ###

---

[১০৪] ইমাম কুরতুবী 'আল-জামিউ লি আহকামিল কুরআন'- ১/৫০৭।
[১০৫] ইবনে তাইমিয়্যাহ- 'মাজমূ'ধা ফাতওয়া', ৪/২৩৫।
[১০৬] আল কুরআন : সূরা আল কাহ্ফ ১৮ : ৫০।
[১০৭] সহীহুল বুখারী- হা: ৫৮০ ও মুসলিম- হা: ১৬১/৬০৭।
[১০৮] সহীহুল বুখারী- হা: ৪৫৮, ১৩২১, আধুনিক প্র:, হা: ৪৩৮, ই. ফাউন্ডেশন বাং, হা: ৪৪৪, সহীহ মুসলিম- হা: ৯৫৬।

المقالة الرئيسية \ C"Q` CwiwPwZ

কাইরুয়ান মাসজিদ থেকে আফ্রিকা মহাদেশে প্রথম আযানের ধ্বনি

–এম. জি. রহমান

কাইরুয়ান জামে মাসজিদ। তিউনিসিয়ার কাইরুয়ান নগরের বেশ পুরনো ও ঐতিহ্যবাহী একটি মাসজিদ। এটি উক্বা মাসজিদ নামেও পরিচিত। মাসজিদটি ৬৭০ সালে আরব সেনানায়ক ‘উক্বাহ্ ইবনু নাফি’ কর্তৃক কাইরুয়ান নগরীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মাসজিদটি মুসলিম বিশ্বের প্রাচীনতম মাসজিদ হিসাবে পরিচিত। কাইরুয়ান জামে মাসজিদ উত্তর আফ্রিকার দৃষ্টিনন্দন ও বৃহৎ স্থাপনার অন্যতম।

তিউনিসিয়ার একটি বিখ্যাত মাসজিদের নাম কাইরুয়ান জামে মাসজিদ। ৫০ হিজরী সালে সাহাবী মু‘আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু)-এর অন্যতম সামরিক কমান্ডার ‘উক্বাহ্ ইবনু নাফি’ (রাহিমাহুল্লা-হ) ৯ হাজার বর্গমিটার জায়গার ওপর এ মাসজিদটি নির্মাণ করেন।

তিউনিসিয়ার কাইরুয়ান শহরও প্রতিষ্ঠা করেন মুসলিম দিগ্বিজয়ী ‘উক্বাহ্ ইবনু নাফি’। তিনি এই মাসজিদ নির্মাণ করেছিলেন বলে কাইরুয়ান জামে মাসজিদকে ‘উক্বাহ্ জামে মাসজিদ’ও বলা হয়।

সংক্ষিপ্ত দেশ পরিচিতি : তিউনিসিয়া (আরবী- تونس তূনিস্), সরকারী নাম তিউনিসীয় প্রজাতন্ত্র الجمهرية) (التونسية। আফ্রিকার উত্তর উপকূলে ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত রাষ্ট্র। ১৮৮১ সাল থেকে তিউনিসিয়া ফ্রান্সের একটি উপনিবেশ ছিল। ১৯৫৬ সালে এটি স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতার পর তিউনিসিয়া উত্তর আফ্রিকার সবচেয়ে স্থিতিশীল রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ইসলাম এখানকার রাষ্ট্রধর্ম; প্রায় সব তিউনিসীয় নাগরিক মুসলিম। দেশটির মধ্য দিয়ে অ্যাটলাস পর্বতমালা চলে গেছে। উত্তরে উর্বর সমভূমি ও দক্ষিণের শুষ্ক-উষ্ণ মরুময় অঞ্চল। ধারণা করা হয় যে, তিউনিস নামটি বার্বার জাতির ভাষা থেকে এসেছে, যার অর্থ “শৈলান্তরীপ” অথবা “রাত কাটাবার স্থান”। দেশটির পূর্ব উপকূলে অবস্থিত তিউনিস দেশের রাজধানী ও বৃহত্তম শহর। আয়তনের দিক থেকে তিউনিসিয়া অন্যান্য উত্তর আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলোর তুলনায় খর্বাকৃতির। তিউনিসিয়া আফ্রিকার উত্তরতম দেশ। এর উত্তরে ও পূর্বে রয়েছে ভূমধ্যসাগর। এর পশ্চিমে আলজেরিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্বে লিবিয়া। উত্তর আফ্রিকার অধিকাংশ এলাকা জুড়ে অবস্থিত সাহারা মরুভূমি দক্ষিণ তিউনিসিয়া থেকে শুরু হয়েছে। দেশটির ৪৫% জায়গা সাহারা মরুভূমিতে পড়েছে। সামরিক কৌশলগত অবস্থানের কারণে উত্তর আফ্রিকা নিয়ন্ত্রণে অভিলাষী বহু সভ্যতার সাথে তিউনিসিয়ার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। এদের মধ্যে আছে ফিনিসীয় জাতি, কার্থেজীয় জাতি, রোমান জাতি, আরব জাতি এবং ‘উসমানীয় তুর্কি জাতি।

বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে ইউনেস্কো ঘোষিত তিউনিসিয়ার ‘কাইরুয়ান’ শহরটি নবম থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে সমগ্র বিশ্বে কুরআন শিক্ষা ও ইসলামী জ্ঞানচর্চার অন্যতম বৃহৎ কেন্দ্র হিসেবে পরিণত হয়েছিল। নগরীর পুরাতন অংশটি ছিলো অসংখ্য জমকালো মাসজিদের সমন্বয়ে সাদা চুনকামবহুল ভবনে পরিপূর্ণ একটি আকর্ষণীয় নগরী। কাইরুয়ানের বৃহৎ জামে‘ মাসজিদটি এই জমকালো মাসজিদসমূহের মধ্যে অন্যতম।

মাসজিদ পরিচিতি : কাইরুয়ান মাসজিদটি প্রথম নির্মাণের সময় ছোট আয়তন এবং অত্যন্ত সাধাসিধেভাবে নির্মিত হয়েছিল। সময়ের পালাবদলে বিভিন্ন শাসনামলে মাসজিদের আয়তন ও শান-শওকত বৃদ্ধি পেতে থাকে। মাসজিদটি এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে যে, বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে এটিকে একটি শক্তিশালী দুর্গ ঘিরে রেখেছে।

৫টি গম্বুজ বিশিষ্ট মাসজিদটিতে ৯টি প্রবেশ দ্বার রয়েছে। এই মাসজিদের মেহরাবের কাছে অপেক্ষাকৃত নিচু ছাদবিশিষ্ট আরেকটি কক্ষ রয়েছে। যা আরববিশ্বে মাকসুরা নামে পরিচিত। খলিফাদের সালাত আদায় এবং তাদের নিরাপত্তার জন্য এই বিশেষ কক্ষ মাকসুরা নির্মাণ করা হয়েছিল। আমীর মু‘আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু) দামেস্কের উমাইয়া জামে মাসজিদে সর্বপ্রথম মাকসুরা নির্মাণ করেন।

ইট ও পাথর দিয়ে কাইরুয়ান জামে‘ মাসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। এই প্রাচীরের ভেতরেই নির্মিত হয়েছে বড় বড় স্তম্ভ। এই মাসজিদের মিনারে দৃষ্টিনন্দন যে কারুকাজ রয়েছে, আফ্রিকার অন্য কোনো মাসজিদে তার নজির পাওয়া যায় না। সুনির্দিষ্ট দূরত্বের প্রাচীন স্তম্ভ দ্বারা প্রহরারত এ মাসজিদটির আঙ্গিনা সুপ্রশস্ত মর্মর দ্বারা বাঁধাই করা। এতে আরও রয়েছে একটি আকর্ষণীয় বর্গাকার মিনার ও একটি স্নিগ্ধ নামায কক্ষ।

আয়তাকার এসব কারুকাজ তিন স্তরবিশিষ্ট– যা পর্যায়ক্রমে ক্ষুদ্রতর করা হয়েছে। কিন্তু নীচে দাঁড়িয়ে মিনারের দিকে তাকালে তিন স্তরের কারুকাজই সমান মনে হয়। কাইরুয়ান জামে মসজিদের মিম্বর খ্রিস্টিয় নবম শতাব্দিতে নির্মিত হয়েছে এবং এটি মুসলিম বিশ্বের অন্যতম পুরনো মিম্বর হিসেবে পরিচিত।

মাসজিদের অভ্যন্তরে চমৎকারভাবে নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। সর্বোপরি এখানে অসাধারণভাবে আধ্যাত্মিক ও গৌরবের অনুভূতি সৃষ্টি হয়। সালাতের উদ্দেশ্য ছাড়া মাসজিদের সালাত কক্ষে শুধু ভ্রমণের উদ্দেশ্যে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। অমুসলিম ভ্রমণকারীরা মাসজিদের মূল আঙ্গিনায় প্রবেশ করতে পারেন এবং বাহির থেকে জানালার ভিতর দিয়ে সালাত কক্ষ দেখতে পারেন। ***[সূত্র : উইকিপিডিয়া, Bangls News24.com, ইসলামী বার্তা (ইন্টারনেট)।]***

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত জানুয়ারি- ২০১৯ সালের সালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

তারিখ	ফজর	সুর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	ঈশা
০১	০৫ : ২১	০৬ : ৪০	১২ : ০২	০৩ : ০৩	০৫ : ২৩	০৬ : ৪৪
০২	০৫ : ২১	০৬ : ৪০	১২ : ০৩	০৩ : ০৪	০৫ : ২৪	০৬ : ৪৪
০৩	০৫ : ২১	০৬ : ৪১	১২ : ০৩	০৩ : ০৪	০৫ : ২৫	০৬ : ৪৫
০৪	০৫ : ২২	০৬ : ৪১	১২ : ০৪	০৩ : ০৫	০৫ : ২৫	০৬ : ৪৬
০৫	০৫ : ২২	০৬ : ৪১	১২ : ০৪	০৩ : ০৬	০৫ : ২৬	০৬ : ৪৬
০৬	০৫ : ২২	০৬ : ৪১	১২ : ০৫	০৩ : ০৬	০৫ : ২৭	০৬ : ৪৭
০৭	০৫ : ২২	০৬ : ৪২	১২ : ০৫	০৩ : ০৭	০৫ : ২৭	০৬ : ৪৭
০৮	০৫ : ২২	০৬ : ৪২	১২ : ০৫	০৩ : ০৭	০৫ : ২৭	০৬ : ৪৭
০৯	০৫ : ২৩	০৬ : ৪২	১২ : ০৬	০৩ : ০৮	০৫ : ২৯	০৬ : ৪৯
১০	০৫ : ২৩	০৬ : ৪২	১২ : ০৬	০৩ : ০৯	০৫ : ২৯	০৬ : ৪৯
১১	০৫ : ২৩	০৬ : ৪২	১২ : ০৭	০৩ : ১০	০৫ : ৩০	০৬ : ৫০
১২	০৫ : ২৩	০৬ : ৪২	১২ : ০৭	০৩ : ১০	০৫ : ৩১	০৬ : ৫১
১৩	০৫ : ২৪	০৬ : ৪২	১২ : ০৭	০৩ : ১১	০৫ : ৩২	০৬ : ৫১
১৪	০৫ : ২৪	০৬ : ৪২	১২ : ০৮	০৩ : ১২	০৫ : ৩২	০৬ : ৫২
১৫	০৫ : ২৪	০৬ : ৪২	১২ : ০৮	০৩ : ১২	০৫ : ৩৩	০৬ : ৫২
১৬	০৫ : ২৪	০৬ : ৪২	১২ : ০৮	০৩ : ১৩	০৫ : ৩৪	০৬ : ৫৩
১৭	০৫ : ২৪	০৬ : ৪২	১২ : ০৯	০৩ : ১৪	০৫ : ৩৫	০৬ : ৫৪
১৮	০৫ : ২৪	০৬ : ৪২	১২ : ০৯	০৩ : ১৪	০৫ : ৩৫	০৬ : ৫৪
১৯	০৫ : ২৪	০৬ : ৪২	১২ : ০৯	০৩ : ১৫	০৫ : ৩৬	০৬ : ৫৫
২০	০৫ : ২৪	০৬ : ৪২	১২ : ১০	০৩ : ১৫	০৫ : ৩৭	০৬ : ৫৬
২১	০৫ : ২৪	০৬ : ৪২	১২ : ১০	০৩ : ১৬	০৫ : ৩৭	০৬ : ৫৬
২২	০৫ : ২৪	০৬ : ৪২	১২ : ১০	০৩ : ১৭	০৫ : ৩৮	০৬ : ৫৭
২৩	০৫ : ২৪	০৬ : ৪২	১২ : ১০	০৩ : ১৭	০৫ : ৩৮	০৬ : ৫৭
২৪	০৫ : ২৪	০৬ : ৪১	১২ : ১১	০৩ : ১৮	০৫ : ৪০	০৬ : ৫৮
২৫	০৫ : ২৩	০৬ : ৪১	১২ : ১১	০৩ : ১৯	০৫ : ৪০	০৬ : ৫৯
২৬	০৫ : ২৩	০৬ : ৪১	১২ : ১১	০৩ : ১৯	০৫ : ৪১	০৬ : ৫৯
২৭	০৫ : ২৩	০৬ : ৪১	১২ : ১২	০৩ : ২০	০৫ : ৪২	০৭ : ০০
২৮	০৫ : ২৩	০৬ : ৪০	১২ : ১২	০৩ : ২০	০৫ : ৪২	০৭ : ০১
২৯	০৫ : ২৩	০৬ : ৪০	১২ : ১২	০৩ : ২১	০৫ : ৪৩	০৭ : ০১
৩০	০৫ : ২২	০৬ : ৪০	১২ : ১২	০৩ : ২১	০৫ : ৪৪	০৭ : ০২
৩১	০৫ : ২২	০৬ : ৩৯	১২ : ১২	০৩ : ২২	০৫ : ৪৪	০৭ : ০২

ভর্তি চলছে..... ভর্তি চলছে..... ভর্তি চলছে.....

আল কুরআন ও সহীহ হাদীসভিত্তিক পরিচালিত

প্রফেসর ড. এম. এ. বারী (রহ্.) মডেল মাদরাসা (নার্সারী থেকে ৪র্থ শ্রেণি পর্যন্ত)

আলোকিত ভবিষ্যত বিনির্মাণে আমাদের ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ : ❖ বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের পাশাপাশি কওমী সিলেবাস অনুসারে সমন্বিত পাঠদান; ❖ ক্বারীয়ানা পদ্ধতি অনুসরণে কুরআন তিলাওয়াত ও হিফয্-এর ব্যবস্থা; ❖ আরবী, ইংরেজি, গণিত, তথ্য-প্রযুক্তি ইত্যাদিতে পারদর্শী করে গড়ে তোলা; ❖ দক্ষ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পাঠদানের পাশাপাশি বিশেষ তত্ত্বাবধান; ❖ মেধাবিকাশে বক্তৃতা, বিতর্ক, রচনা ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন; ❖ বিশেষ প্রয়োজনে ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবক সমন্বয়ে কাউন্সিলিং-এর ব্যবস্থা; ❖ গরীব-ইয়াতীম ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ; ❖ ত্রৈ-মাসিক অভিভাবক সমাবেশ ও মতবিনিময় সভার আয়োজন। *আপনার সন্তানের আলোকিত ভবিষ্যত বিনির্মাণে আমাদের প্রচেষ্টা অবিরত ॥*

যোগাযোগ : প্রঃ ড. এম. এ. বারী (রহ্.) মডেল মাদরাসা, ফতেপুর বাজার, ঝিকরগাছা, যশোর। মোবা: ০১৭৮৪৪৮৮০৯৩; ০১৭৭৫-৭২৩৪২৪

ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলছে!

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

☑ আবাসিক ☑ অনাবাসিক ☑ ডে-কেয়ার

ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলছে!

সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত ইমাম ইবনে তাইমিয়া ফাউন্ডেশন দ্বারা পরিচালিত ঢাকার অত্যাধুনিক আবাসিক এলাকা উত্তরার ১৩ নম্বর সেক্টরে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে আন্তর্জাতিক মানের স্কুল চালু হয়েছে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া ইন্টারন্যাশনাল স্কুল
IMAM IBNE TAIMIA INTERNATIONAL SCHOOL

(আধুনিক ও ইসলামী শিক্ষার সমন্বয়ে অনন্য এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)

ভর্তি শুরু ১লা নভেম্বর * ক্লাস শুরু ১লা জানুয়ারী, ২০১৯ ইং

বিভাগ সমূহঃ

জাতীয় শিক্ষা কারিকুলাম এর আলোকে
বাংলা মাধ্যম
প্লে থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত

ইংলিশ মিডিয়াম
প্লে থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত
সেশন: জুন-জুলাই ২০১৯ইং
১ জানুয়ারী ২০১৯ ইং হতে ফাউন্ডেশন ক্লাস শুরু

তাহ্‌ফীযুল কুরআন বিভাগ:
☑ প্রি হিফয, নাজেরা, হিফযুল কুরআন
☑ ইংরেজী ও আরবি ভাষা শিক্ষা ব্যবস্থা

বৈশিষ্ট্যসমূহঃ

- ক্যাডেট কলেজ, সরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমন্ডলী দ্বারা পরিচালিত।
- ইংলিশ মিডিয়ামে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর ডিগ্রীধারী দক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ।
- ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠ দান।
- মানসম্মত হোস্টেল এর সুব্যবস্থা।
- যাতায়াতের জন্য স্কুলবাস।
- প্রত্যেক ছাত্র/ছাত্রীদের ইংরেজি ভাষা ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণের পাশাপাশি আইসিটি সম্পর্কে জ্ঞান দান।
- প্রাত্যহিক জীবনে ইসলামী আদর্শের অনুশীলন ও মৌলিক বিষয়ে পাঠদান।
- ইংরেজি, গণিত ও ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ।
- দুর্বল ও অমনযোগী ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য বিশেষ যত্ন।

ইসলাম ও আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার সমন্বয়ে আলোকিত মানুষ ও সুনাগরিক গড়ার সর্বোত্তম স্থান।

অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আলাদাভাবে স্ব-স্ব ধর্ম শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা।

আপনার সন্তানের নিরাপদ ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য যোগাযোগ করুন।

প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান
অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক
(পি-এইচ ডি, আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত)
সিনিয়র অফিসার, রাজকীয় সউদী দূতাবাস, ঢাকা
সাবেক চেয়ারম্যান, দাওয়াহ ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

অধ্যক্ষ
প্রফেসর ড. মো: ওসমান গনী
বিসিএস, শিক্ষা: (সাধারণ শিক্ষা) ১৯৮৫
(পি-এইচ ডি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)

উপদেষ্টা পর্ষদ

আলহাজ্ব এম. এ. সবুর
চেয়ারম্যান, মাসকো গ্রুপ

অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
প্রফেসর, টঙ্গী সরকারী কলেজ, গাজীপুর
সাবেক বিভাগীয় প্রধান, ঢাকা কলেজ

জনাব মঈনুদ্দিন আহমেদ
যুদ্ধাহত পদকপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা

বাড়ী #১৮, রোড# ০৬, সেক্টর # ১৩, উত্তরা, ঢাকা। মোবাইল:০১৭১৫০৬০৫৪০, ০১৭১৫৮৪২৪০১, ০১৭৭১৭৯১২৩৪
E-mail : drabdullahfarooque@gmail.com